ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
বোর্ড ত্রেডে হকীকৎ লিখিয়া, তথাকার হুকুমের সাপেক্ষ হই বার কথা।	১১	১৬	৩
ছোটং জাহাজের আমদানীতে আড়কাটির দস্তুরী লাগিবার কথা।	ঐ	১৭	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ ধারার ১৩ প্রকরণের অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানাইবার কথা।	ঐ	১৮	০
আমদানী জিনিসের ফিরিস্তির নয়া নক্সার কথা।	ঐ	১৯	০
রপ্তানী জিনিসের ফিরিস্তির নয়া নক্সার কথা।	ঐ	২০	০
ইঙ্গরেজের বিলায়তী জাহাজে আমদানীহওয়া বাজে মহাজনাদির ব্যবসায়ের জিনিসের হাসিল কোম্পানির জাহাজের কাপ্তানদিগরের বাণিজ্যের জিনিসের হাসিল লাগিবার মতে লইতে হইবার কথা।	ঐ	২১	০
সওগাতী জিনিসের হাসিলের বিষয়ে হুকুম বাহুল্য হইবার কথা।	ঐ	২২	০
অমেরিকার জাহাজের আমদানী জিনিসের হাসিল লাগিবার মতের কথা।	ঐ	২৩	০
জাহাজী আমদানী ঘোড়ার হাসিল মাফের কথা। ...	ঐ	২৪	০
জাহাজে আনিবার যোগ্য জিনিস ডাঙ্গাপথে আসিলে তাহার হাসিল লাগিবার মতের। এবং তাহার বিশেষ কথা। ..	ঐ	২৫	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারার ১ প্রকরণের বেওরা কথা।	ঐ	২৬	০
বনাল ভূমির বিষয়।			
জিলা মেদিনীপুরাদির বনাল ভূমিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইন না চলিবার এবং সে ভূমির উত্তরাধিকারিতার স্বতন্ত্র পদ্য কেবল তথাতেই পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত থাকিবার কথা।	১০	২	০
ক্ষারী লবণের বিষয়।			
ক্ষারীদিগর মিলান লবণ জব্দের যোগ্য ঠাহরিবার এবং তাহা মিলানিয়ার ও বেচনিয়ার দণ্ড হইবার। এবং সে দণ্ড নির্ণয়ের ও তাহা লইবার মতের কথা।	৪	২	০

পোলীসের

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
পোলীসের ও নিমকমহালের আমলারা মিশ্রিত লবণ আটক করিয়া তাহার হকীকৎ জজসাহেবদিগকে লিখিবার। এবং জজ সাহেবেরা সে হকীকৎ পাইলে যে উপায় করিবেন তাহার কথা।	৪	৩	০
জব্দহওয়া লবণের অধিকারী এক মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারিবার। ও তাহাতে মূলের লিখনানুসারে কার্য্য হইলে হুকুম জারী না হইবার। এবং এক মাসের পর আপীল না হইতে পারিবার কথা।	ঐ	৪	০
অসঙ্গতাবধানে লবণ ক্রোক হইলে তাহার অধিকারী ক্ষতিপূরণ ও খরচা পাইবার কথা।	ঐ	৫	০
অসঙ্গত নালিশ করিলে অধিক দণ্ড হইবার। এবং সেমত মোকদ্দমা চলিত আইনসকলের মতে আপীলের যোগ্য ঠাহরিবার কথা।	ঐ	৬	০
মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তি না হইবাতক্ লবণ আটক থাকিবার কথা।	ঐ	৭	০
সরকারী আমলায় আপনাহইতে লবণ আটকাইলে মোট দণ্ডের অর্দ্ধেক পাইবার কথা।	ঐ	৮	০
দণ্ডের মোটহইতে যত অংশ সন্ধানবাদী পাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৯	০
মিশ্রিত লবণ ঢোলানের গবাদি জন্তু আটক ও জব্দের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	১০	০
ছেমণ্ডাদির বিষয়।			
জজসাহেবেরা সময়বিশেষে কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।	১	১	০
অধ্যক্ষতার যোগ্য লোকদিগেরে বাচনি করিবার মতের কথা।	ঐ	২	০
অধ্যক্ষগণকে বেতন দিবার মতের কথা।	ঐ	৩	০
অধ্যক্ষগণকে সনন্দ দিবার ও তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার মতের। এবং তাহারা একরারনামা দিবার পাঠের কথা।	ঐ	৪	০
অধ্যক্ষগণে কার্য্য চালাইবার এবং সরবরাহকার নির্ণয় করিবার মতের কথা।	ঐ	৫	০

সরবরাহ

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
সরবরাহকারদিগের হস্তে থাকা অধিকার মালগুজারীর বাকীর দায়ে নীলামের যোগ্য হইবার কথা।	১	৬	০
কেহ কোন জজসাহেবের কৃত কিছু হুকুমের দ্বারা আপনাকে উপদ্রুত মানিলে তাহার শাসনের মতের কথা।	ঐ	৭	০
পরগনাওয়ারী বহীর বিষয়।			
কালেক্টরসাহেবেরা ভূমিসকলের ফিরিস্তিক্রমে পরগনাওয়ারী বহী তৈয়ার করিবার কথা।	৮	২	০
বহীতে পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামের তলে তথাকার ভূমি জাতাইয়া লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	৩	১
ঐ বহী সকর ও নিষ্কর ভূমির প্রভেদে দুই ছেকনা করিয়া লিখিবার কথা।	ঐ	ঐ	২
সকর ভূমির বহীতে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
নিষ্কর ভূমির বহীতে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
বহীসকল তৈয়ার করিবার সময়ের ও তাহাতে নম্বর দাগ হইবার মতের কথা।	ঐ	৪	০
ভূমি খারিজদাখিলের ফেরফারী হকীকৎ লিখিবার কারণ দরমিয়ানী একং বহী লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	৫	০
বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা বহীর নক্সা পাঠাইবার ও তাহা যে যে ভাষায় ও যে যে লোকে লিখিবেক তাহার নির্ণয়ের ও তাহাতে দস্তখৎ হইবার মতের কথা।	ঐ	৬	০
যে যে কাগজদৃষ্টে পরগনাওয়ারী বহীসকল তৈয়ার হইবেক ও তদর্থের যে যে হকীকৎ অদ্যাবধি মিলে নাই তাহা যেমতে মিলিবেক তাহার ও তাহাতে নিষেধ ও বিধির কথা।	ঐ	৭	০
যে যে কাগজদৃষ্টে দরমিয়ানী বহীসকল তৈয়ার হইবেক এবং তদর্থে কোন তত্ত্ব জানিতে হইলে তাহা যেমতে তলব করা যাইবেক সে কথা।	ঐ	৮	১
কালেক্টরসাহেবেরা বহী চূড়ান্ত করিবার কারণ যে উপায় করিবেন তাহার। এবং হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কোন			

পরগনা

	আইন	ধারা	প্রকরণ
পরগনাআদির সীমানার ফেরফার না হইবার ও তাহাতে এ দেশীয় যথাকার যে চলন ১৭৯৭ সালপ্রবর্ত্তহইতে খারিজহও য়া মহালাতকে পুনরায় শামিল করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।...	৮	৯	০
কোন ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দা খিল হইলে তৎকালে তাহার হকীকৎ খারিজী জিলার কালেক্টরসাহেব দাখিলী জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাই বার কথা।	ঐ	১০	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ তথা ৩৭ তথা ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ তথা ৩১ তথা ৪২ আইনের অনুসারে বহীতে গ্রামসকলের ও তাহার কিস্মৎআদির হকীকৎ লিখি বার যে কিছু হুকুম ছিল তাহা ফিরিবার। এবং মোকররী বহীর লিখিত পরগনাদিগরের নামাদির মিলন পরগনাওয়ারী বহীর স হিত থাকিবার। আর পরগনাওয়ারী বহীর অশুদ্ধ শুধিবার মতের কথা।	ঐ	১১	০
উপরের উক্ত আইনসকলের অনুসারে ভূমিসকলের মাপের ও স্থিতজমার হকীকৎ বহীতে লিখিবার যে হুকুক আছে তাহা রহিত হইবার কথা।	ঐ	১২	০
অধিকার শব্দের অর্থ পুনর্ব্বার ব্যক্ত করিবার কথা। ...	ঐ	১৩	০
যে সময়ে যে ভূমির জমার ফেরফারাদি হয় সে সময়ে তাহার হকীকৎ দরমিয়ানী বহীতে লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	১৪	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ তথা ৩৭ তথা ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ তথা ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুসা রে বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় বহীসকলের নকল রাখিবার অর্থে যে হুকুম ছিল তাহা রহিত হইবার। এবং জজসাহেবেরা ব হী দেখিবার আবশ্যক হইলে যে উপায় করিবেন তাহার। আর বহী তৈয়ার হইবার কোন বাগড়া কালেক্টরসাহেবেরা লিখিলে তাহা হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।	ঐ	১৫	০
কালেক্টরসাহেবেরা বহীসকলের নকল বোর্ড রেবিনিউর আ স্কৌণ্টেণ্টসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।	ঐ	১৬	০
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বহীসকলের নয়া নক্সা করিয়া কা লেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার। এবং কালেক্টর			

সাহেবেরা

	আইন	ধারা	প্রকরণ
সাহেবেরা সময়শিরে তিনং মাসিয়া বহী এবং বহী লিখিবার আবশ্যক আমলার নামনবীসী সমেত বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ ঐ বোর্ডে চালান করিবার কথা।	৮	১৭	০
ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ এবং এ বিষয়ী আমলার বহালী ও তগীরীর এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বেওরা লিখিয়া হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।	ঐ	১৮	০
মলের লিখিত আইনসকলের নির্ণীত ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়াছিল কি না তাহা কালেক্টরসাহেবেরা তহকীক করিবার ও না দেওয়া গিয়া থাকিলে এইক্ষণে দিবার ও সে ইশ্‌তিহারনামায় সনন্দাদি রেজিষ্টরী করাইবার মিয়াদ এক বৎসর নির্ণয় করিবার এবং সেই মিয়াদের মধ্যে রেজিষ্টরী না হইলে ভূমিতে জমা চড়িবার কথা।	ঐ	১৯	০
কোন গ্রাম নব্য পত্তন হইলে তাহার সম্বাদ তদধিকারিপ্রভৃতিতে কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার ও তাহা না দিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২০	০
উত্তরাধিকারিতাদি কোনরূপে কিছু ভূমি কেহ পাইলে সে তাহার সম্বাদ কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার ও সে সাহেব তাহা তহকীক করিবার এবং সে সম্বাদ না দিলে কিম্বা মিথ্যা করিয়া জানাইলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২১	০
কানুনগোদিগের মফঃসলী সাবেক দফ্তরসকল কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে দাখিল হইবার এবং কানুনগোদিগের ও তাঁহারদিগের সদর নায়েবদিগের এলাকার দফ্তরসকল বোর্ড রেবিনিউতে দাখিল হইবার এবং তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যথোচিত যুক্তি লিখিয়া হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।	ঐ	২২	০
মালগুজারীর বিষয়।			
সুবে বারাণসের ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে তাহারদিগের প্রজাবর্গের স্থানে মালগুজারী লইবার ক্ষমতার্পণের মতের কথা।	৫	১	০
ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে বাকীদারদিগের সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতা আপনং নায়েবআদিকে দিতে পারিবার ও তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২	০
মালগুজারেরা কিস্তিবন্দীর তারিখতক খাজানা না দিলেই			

বাকীদার

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ঐ

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ঐ সকলকে ধরিবার দরখাস্ত পঁহুছিলে তৎকালে জজসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	৫	১৪	৩
বাকীদার কিম্বা মালজামিন ধরা পড়িলে জজসাহেব যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
যে সময়ে আসামী খালাস কিম্বা কয়েদ হইবেক এবং কয়েদ থাকিলে খোরাকী পাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৫
ইজারাআদির মহালাৎ যে কএক নিষেধ ও বিধিমতে ক্রোকের যোগ্য হয় তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৬
ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে যে যে উপায় আপনারদিগের মালগুজারী উসূলের কারণ উত্তরকাল করিবেক তাহার কথা। ..	ঐ	ঐ	৭
ভূম্যধিকারিগণের ক্ষমতার বেওরা এবং তাহারা অসঙ্গতাচরণ করিলে দায়ে ঠেকিবার কথা।	ঐ	ঐ	৮
যাহারা কয়েদ হয় তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৫	০
ভূম্যধিকারিগণের দাওয়া সংক্ষেপ বিচারে অগ্রাহ্য হইলে তদর্থে পুনরায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৬	০
সংক্ষেপ বিচারের মোকদ্দমা ১৪ ধারার অনুসারে আপীলের যোগ্য না হইবার এবং তাহার রসুম না লইবার কিন্তু তাহাতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ লাগিবার কথা।	ঐ	১৭	০
উপরের কএক ধারার লিখিত হুকুম অধিকারের সরবরাহকারদিগের এবং সরকারী আমলার উপর খাটিবার কথা। ..	ঐ	১৮	০
উপরের লিখিত হুকুম শহর বারাণসে খাটিবার এবং ১৪ ধারার হুকুম গোমাস্তাপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ আমলার সম্পর্কে বাহুল্য হইবার কথা।		১৯	০
ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরদের সময়শিরে আপন২ শিরের মালগুজারী দেওয়া কর্ত্তব্যের কথা।	ঐ	২০	০
বাকী দেওয়া কর্ত্তব্যের দিনহইতে সুদ লাগিবার এবং তাহার বিশেষ কথা।	ঐ	২১	০
কালেক্টরসাহেবেরা যে সময়ে বাকীদার ভূম্যধিকারিগণের			

জিনিস

	আইন	ধারা	প্রকরণ
জিনিস ক্রোক করিয়া বেচিতে পারিবেন তাহার এবং তাহাতে নিষেধ ও বিধির মতের কথা।	৫	২২	০
যে সময়ে বাকীর দায়ে ক্রোকহওয়া জিনিস ছাড়া যাইবেক তাহার এবং কালেক্টরসাহেবদিগের ও তহসীলদারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার এবং দেওয়ানী আদালতে নালিশ হওয়াতে জিনিস ক্রোক ও বিক্রয়ের বাধা না জন্মিবার এবং তাহাতে প্রতিবন্ধকতা না হইতে পারিবার বেওরা কথা।	ঐ	২৩	০
হুকুম হেলন এবং হাল ভঞ্জন না করিতে পারিবার মতের কথা।	ঐ	২৪	০
কর্ম্মচারিগণ জমাআদির হকীকৎ দিবার এবং তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবার উপায়ের এবং কালেক্টরসাহেবদিগের তলব মতে কাগজ না যোগাইলে ভূম্যধিকারিগণের দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২৫	০
সালতামামী বাকীর হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিয়া পাঠাইবার এবং তাহা উসুল করিবার মতের। আর তদর্থে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ভূমি নীলামের হুকুম সুবে বারাণসে বাহুল্য হইবার কথা।	ঐ	২৬	০
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ভূমি নীলামের ব্যাপার আইন সকলের নিয়মানুসারে করিবার এবং আমলার বরাওর্দ করিবার মতের কথা।	ঐ	২৭	০
বারাণসের কালেক্টরসাহেবেরা আইন নির্দিষ্ট করিবার পরামর্শ বোর্ড রেবিনিউতে লিখিয়া পাঠাইতে পারিবার ও তাহা তথা হইতে হজুর কৌন্সেলে দিবার কথা।	ঐ	২৮	০
মদিরাদি মাদক দ্রব্যের বিষয়।			
টানাল মাদক দ্রব্য কেবল মূলের লিখিত শহরসকলে ও কসবায়২ এবং বড়২ গ্রামে বিক্রয় হইবার এবং বাসাদিদৃষ্টে একং কসবার ও গ্রামের মধ্যে দোকান বসিবার আড্ডাবিলি হইয়া তদনুসারে টাক্স লওয়া যাইবার কথা।	৬	২	০
হজুর কৌন্সেলে টাক্সের নিরিখ ফিরাইতে পারিবার কথা।	ঐ	৩	০
টানাল মাদক দ্রব্যে পাট্টার পাঠের কথা।	ঐ	৪	০
টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টাদারেরা পাট্টার অনুসারে কবুলিয়ৎ দিবার কথা।	ঐ	৫	০

টানাল

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং পাট্টার দরখাস্তের দাঁড়ার ও তাহাতে যত টাক্স লাগিবেক তাহার নিরিখের কথা।	৬	৬	০
যে যে টানাল মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স লাগিবেক তাহার কথা।	ঐ	৭	০
কোনং টানাল মাদক দ্রব্য বানাইতে ও বেচিতে নিষেধের এবং তাহার অন্যথা করিলে যে করিবেক সে ফৌজদারীর সং ক্রান্ত অপরাধী হইবার কথা।	ঐ	৮	
পেয় মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থের নব্য পাট্টার পাঠের কথা। ..	ঐ	৯	০
পেয় মাদক দ্রব্যের পাট্টাদারেরা পাট্টার অনুসারে কবুলিয়ৎ দিবার কথা।	ঐ	১০	০
উপরের লিখিত হুকুম পাকা তাড়ী বিক্রয়ের উপর খাটিবার এবং তাহার টাক্সের ও ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুমের বেওরা কথা।	ঐ	১১	০
তাড়ী বিক্রয় করিবার পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার। এবং তাহার দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ আইনের অনুসারে করিতে হইবার ও তাহা তদনুসারে দেওয়া যাইবার কথা।	ঐ	১২	০
বৎসর প্রবৃত্তে কিম্বা মধ্যেং যে দিন যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক সেই দিনহইতে যথাকার যে চলন সন আখেরীতে সে সকল পাট্টার মিয়াদ এককালে পূরিবার এবং বিনাপাট্টায় মদিরাদি মাদক দ্রব্য বিক্রয়াদি করিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	১৩	০
কালেক্টরসাহেবেরা টাক্সের টাকা এক মাসের মধ্যে উসুল হইবার নিয়মে জামিন লইতে পারিবার এবং জামিন না দিলে তাহা প্রত্যহ তহসীল করাইবার ও তহসীল না হইলে পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিবার কথা।	ঐ	১৪	০
কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের তথা ১৮০০ সালের ৫ আইনের অনুসারে টাক্সের বাকীদারদিগের ও মালজামিনদিগের নামে নালিশ করিবার কথা।	ঐ	১৫	০
পাট্টাদারেরা পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার মতের কথা। ..	ঐ	১৬	০

পাট্টার

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

চের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
চের কারণ ভাটী হইবার স্থান নির্ণয়ের ও তাহার টাক্স ধার্য্য করিবার মতের কথা।	৬	৩২	০
দেশান্তরে চালাইবার কারণ মদিরাদি টুপীওয়ালায় বানাইলে তাহার টাক্স না লাগিবার এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা পাট্টার মুসাবিদা করিবার এবং বিনাপাট্টায় মদিরাদি জন্মাইলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	৩৩	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬ তথা ১৭ ধারা সাব্যস্থ থাকিবার এবং লশ্করের ছাউনির মধ্যে দোকান বসিবার মতের কথা।	ঐ	৩৪	০
কালেক্টরসাহেবেরা মদিরাদির টাক্সের উপর রসুম পাইবার কথা।	ঐ	৩৫	০
ইষ্টাম্পের বিষয়।			
আয়ব্যয়পত্রের ও শরয়ী কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম লইবার মতের কথা।	৭	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬ তথা ২১ ধারা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩০ সেপ্তেম্বরপর্য্যন্ত সাব্যস্থ থাকিবার কথা।	ঐ	২	০
সিক্কা ১৬ টাকার ঊর্দ্ধ দেনা ও পাওনার আসল লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং তাহাতে কোন২ বিষয়ছাড়া হইবার ও রসুমের হারের কথা।	ঐ	৩	১
ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।	ঐ	ঐ	২
ঐ কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থাদির কথা।	ঐ	ঐ	৩
ইষ্টাম্পযুত কাগজে রসীদ লেখা যাইবার এবং তাহাতে কোন২ বিষয় ছাড়া হইবার কথা।	ঐ	৪	১
যত টুকি দীর্ঘপ্রস্থী কাগজে রসীদ লেখা যাইবেক তাহার নমুনা মঞ্জুরের কারণ হজুর কৌন্সেলে দর্শাইতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
একরারী সমস্ত লিখনের আসল ও নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।	ঐ	৫	১
শরয়ী কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।	ঐ	ঐ	২
যত টুকি দীর্ঘপ্রস্থী কাগজে যে লিখন লিখিবার পদ্য আছে			

তাহার

	আইন	ধারা	প্রকরণ
তাহার কমী কিম্বা বেশী করিবার আবশ্যক হইলে সে হকীকৎ হজুরে লিখিবার মতের কথা।	৭	৫	৩
যে যে বিষয়ী লিখনে ইষ্টাম্পযুত কাগজ লাগিবেক না তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
যে ইষ্টাম্পযুত কাগজে যে লিখন লিখিবার নিরূপণ আছে তাহার ব্যত্যয়ী ইষ্টাম্পের কাগজে সে লিখন লিখিলে বলবৎ না হইবার কথা।	ঐ	৬	৪
ইষ্টাম্পের ব্যত্যয়হওয়া কাগজের কোন লিখনে নিরূপিত ইষ্টাম্প যোগ করাইবার মতের ও তাহাতে দণ্ড লাগিবার নির্ণয়ের কথা।	ঐ	ঐ	১
ঐ কাগজ বলবৎ হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা দণ্ড সমুদায় কিম্বা কিছু ছাড়িতে পারিবার সময়ের কথা।	ঐ	ঐ	৩
কখন কেহ এ আইনের ব্যত্যয়ে কোন লিখন লিখিলে কিম্বা লেখাইলে তাহার এবং সে লিখন রাখণিয়ার দণ্ড হইবার ও সে দণ্ড লইবার মতের ও তাহার অর্দ্ধেক তৎসন্ধানিকে দিবার এবং সে দণ্ড অল্প করিতে কিম্বা ক্ষমা দিতে জজসাহেবেরা পারিবার সময়ের কথা।	ঐ	৭	৪
কেহ ইষ্টাম্পের রসুম দিবার দায় কাটাইবার অর্থে খাউকী করিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	৮	০
ইষ্টাম্পযুত কাগজ উভয়পক্ষে কিনিতে পারিবার এবং তাহা কিনিবার ব্যক্তি নির্ণয় না হইয়া থাকিলে উভয়ের মধ্যে যে ক্রয় করিবেক তাহার কথা।	ঐ	৯	০
কালেক্টরসাহেবেরা ঐ কাগজ বিক্রয়ের কারণ লোকদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও তাহারদিগের বেতনের কথা।	ঐ	১০	০
কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবার এবং তাহা বিক্রয়ের উপর রসুম পাইবার কথা।	ঐ	১১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২১ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ঐ ৬ আইনের ১৬ ধারা মৌকুফ হইবার আর ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ৮ ধারা বহাল হইবার এবং কাজীপ্রভৃতিতে			

চলিবার

	আইন	ধারা	প্রকরণ
চলিবার অযোগ্য ইষ্টাম্পযুত কাগজ ফিরিয়া দিবার ও কালেক্টর সাহেবেরা সে কাগজ সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে ইষ্টাম্প ফিরাইয়া যোগ করিবার জন্যে পাঠাইবার কথা।	৭	১২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ তথা ১৮ ধারার এবং ১০ আইনের ১১ ধারার কিছু মৌকুফ হইবার এবং কাজীদিগের ও উকীলগণের সনন্দী কাগজছাড়া অন্যং বিষয়ী ইষ্টাম্পযুত সকল কাগজ বিক্রয়ের ভার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হইবার কথা।	ঐ	১৩	০
আদালতসকলের সাহেবেরা বর্ত্তমান সনের ৩০ আপ্রিলপর্য্যন্ত আপনারদিগের জিম্মায় ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট যে থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবদিগকে গতাইবার কথা।	ঐ	১৪	০
কালেক্টরসাহেবেরা আপনং জিলার সকল আদালতেই একং জনকে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত করিবার এবং সেই বিক্রেতাদিগেরে যথাসঙ্গত বেতন দিবার এবং সকলপ্রকার ইষ্টাম্পযুত কাগজের উপর এ আইনের ১০ তথা ১১ ধারা বাহুল্য হইবার কথা।	ঐ	১৫	০
যোত্রহীনেরা বিনারসুমে ইষ্টাম্পযুত কাগজ পাইবার এবং বিনাপ্রমাণে যোত্রহীনতার উল্লেখ অগ্রাহ্য হইবার এবং সে কাগজের রসুম উসুল হইবার মতের কথা।	ঐ	১৬	০
কালেক্টরসাহেবদিগের গোমাস্তারা ডিক্রীদিগরের নকল কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইবার ও তাহার রসুম রেজিষ্টরসাহেবেরা সতর্কতায় লইবার এবং আদালতসকলের ডিক্রীআদি ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা যাইবার ও তাহার রসুম উক্তহারে লাগিবার এবং বাদি ও প্রতিবাদিতে ডিক্রী লউক কি না লউক তথাচ তাহারা ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুম উভয়ে দিবার আর দুস্থ লোকছাড়া অন্য যাহার যে কাগজের নকল লইবার আবশ্যক নাই সে তাহার নকল চাহিলে তদর্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজ সেই যোগাইবার কথা।	ঐ	১৭	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।	ঐ	১৮	০
সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে কেহ সম্মত না হইবার কারণ কোন মোকদ্দমার আপীল বিলায়তে শ্রীযুক্ত বাদশাহের			

হজুরে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হুজুরে হইলে তাহার রোয়দাদের নকল ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা যাইবার ও তাহার রসুম উচ্চ হারে লাগিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।	৭	১৯	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।	ঐ	২০	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার ৪ তথা ৫ প্রকরণের মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।	ঐ	২১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৫।৬।৭ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।	ঐ	২২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ আইনের ৮ ধারা মৌকুফ হইবার এবং ক্ষুদ্র২ সকল বিষয়ী মোকদ্দমার আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং তাহার অন্যথা করিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২৩	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার ৯ প্রকরণের হুকুম বিক্রয়পত্রাদি রেজিষ্টরী করাইবার দরখাস্তআদির উপর খাটিবার এবং রেজিষ্টরসাহেবেরা যে সকল লিখনের নকল দিবেন তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার কথা।	ঐ	২৪	০
মালের বিষয়লিপ্ত সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছা দরখাস্তআদি কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের হারের এবং ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা দরখাস্তআদি না লইবার ও লইলে দণ্ড হইবার এবং তদর্থে যোত্রহীনের বিষয়ে স্বতন্ত্র হুকুম থাকিবার এবং বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারির সাহেব ও কালেক্টরসাহেবেরা সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবার ও তাহা খরচ করিবার মতের কথা।	ঐ	২৫	০
আদালতের কি মালের এদেশীয় আমলায় ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা দরখাস্তআদি লইলে কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে উঠাইয়া কোন নকল দিলে বিশেষ দণ্ড হইবার ও সে দণ্ড লইবার মতের কথা।	ঐ	২৬	০
কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতে দণ্ড লইবার কারণ নালিশ করিতে পারিবার এবং সে দণ্ডের মধ্যে যত অংশ সন্ধানবাদী পাইবেক তাহার এবং প্রাপ্ত রসুমের মোটহইতে কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতে রসুম পাইবার হারের কথা।	ঐ	২৭	০

প্রস্তরের

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

প্রস্তরের আইনের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইঙ্গরেজছাড়া সকলেই চণ্ডালগড়াদির আইনহইতে প্রস্তর কাটাইতে পারিবার কথা।	২	২	০
প্রস্তর উঠাইয়া লইবার পূর্ব্বে হাসিল লওয়া যাইবার কথা।	ঐ	৩	০
প্রস্তরের নিদর্শনে হাসিলের নিরিখনামা কালেক্টরী কাছারীতে লট্‌কান যাইবার কথা।	ঐ	৪	০
কালেক্টরী খাজনাখানায় প্রস্তরের হাসিল দাখিল হইবার এবং তাহার রওয়ানা কালেক্টরসাহেব দিবার কথা। ...	ঐ	৫	০
হাসিল দিবার কালে রওয়ানার দরখাস্তের সঙ্গে প্রস্তরের তালিকা দাখিল করিবার এবং সে তালিকা লিখিবার মতের কথা।	ঐ	৬	০
হাসিল উড়াইবার অর্থে খাউকী দিতে না পারিবার ও খাউকী দিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	৭	০
প্রস্তরের নিকাশী কৈফিয়ৎসুদ্ধা দাখিলী রওয়ানা প্রতিমাসান্তে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার এবং দারোগারা ছাড়চিঠী দিতে হাসিল না লইবার কথা।	ঐ	৮	০
অত্যাচার করিবার ও ঘুষ খাইবার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইবার এবং তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের নির্দ্ধারিত দণ্ড লাগিবার কথা।	ঐ	৯	০
কালেক্টরসাহেব দারোগা লোকের বাচনি করিবার ও তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৫ ধারার অনুসারে জামিন দিবার এবং সেই আইনের ১৫ তথা ২১ ধারা তাহারদিগের সম্পর্কে চলিবার কথা।	ঐ	১০	০
হাসিল না দিয়া উঠাইয়া লওয়া প্রস্তরাদি ক্রোক ও জব্দ হইবার এবং তাহা ক্রোককরাণিয়া ও করণিয়ারা ইনাম পাইবার ও আমলার তাচ্ছল্য থাকিলে দণ্ডার্হ হইবার এবং আইনের নির্ণীত সীমানাহইতে প্রস্তর উঠাইয়া লইলে কোন সন্দেহে তাহা ক্রোকের যোগ্য না হইবার কথা।	ঐ	১১	০
প্রস্তর ক্রোক হইলে সে সমাচার শীঘ্র কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার ও সে সম্বাদ পাইলে সে সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার এবং মূলের লিখিত মোকদ্দমা শহর বারাণসের দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য হইতে পারিবার কথা।	ঐ	১২	০

কালেক্টরসাহেব

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
কালেক্টরসাহেব থাইনের কর্ম্মের বেওরা লিখিয়া বোর্ডরে বিনিউতে পাঠাইবার কথা।	২	১৩	০
গবর্নর্ জেনরল ঐ হাসিলের নিরিখ কমী কিম্বা বেশী করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৪	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৮১ তথা ৮২ ধারা ঐ ৮২ ধারার ৪ প্রকরণবাদে রদ হইবার এবং তাহার বিশেষ হুকুমের কথা।	ঐ	১৫	০

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ১৫ জানুআরি।

সরকারী মালগুজারীর টাকা তহসীলের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের কএক ধারা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার আর মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ অধিকারভূমি শীঘ্র নীলাম হইবার এবং তাহা সময়বিশেষে বিনাবিভাগে নীলাম করিবার। আর সাধারণ অধিকার অংশাংশি হইবার ও তাহার মোকররী জমার ধার্য্য করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২৫ আইন ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে তাহার লিখিত হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কারের আর ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে খারিজের যোগ্য যে কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্তের কালে জমীদারীর পেটায় ছিল তাহা খারিজ হইবার সময় নির্ণয়ের।

২ দ্বিতীয় আইন। ১২ মার্চ।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সত্বরে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৯ মার্চ।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া সাক্ষিগণের নামে বাদী কিম্বা প্রতিবাদিতে অসঙ্গত নালিশ করিবার। এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কারণ সাক্ষিদিগেরে কিছু দিয়াছে কহিয়া একে আরের উপর ফরিয়াদী হইবার যে পদ্য শ্রীযুক্ত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশের অনেক স্থানে পড়িয়াছে সে পদ্য নিবৃত্ত করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১১ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের যে ৯ নবম আইনের অনুসারে রাজাধিপ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবদিগকে আদালতসকলের ব্যাপার এবং রাজকার্য্য বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে বাঙ্গালার মোতালক ফোর্ট উলিয়ম মোকামে পাঠশালা বসান গিয়াছে তাহার কোন২ বিষয় ফেরফার করিবার।

৫ পঞ্চম

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

৫ পঞ্চম আইন। ১৪ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে যে সকল জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল ডাকে পরমিট মৌকুফ হইয়াছিল তাহার কোন২ দ্রব্যছাড়া সকল জিনিসের উপর পুনরায় ঐ হাসিল নির্ণয় করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৪ জুলাই।

বিনাহুকুমে নিমক পোস্তানী ও আমদানী ও রপ্তানী ও বিক্রয় হইবার নিবারণ পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ১৬ জুলাই।

দুনী নামে জাহাজসকলের হাসিল ফেরফার করিবার এবং হাসিল লইবার কার্য্য অতিসুন্দররূপে চলিবার আর হুগলীর গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজসকলের বারুদ উঠাইয়া রাখিবার অর্থে মাগজীন্সংজ্ঞক ঘর প্রস্তুত হইবার খরচের কারণ ঐ গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজসকলের ওজনী তন্ প্রতি /০ এক আনার হারে হাসিল নির্ণয় করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ৩১ জুলাই।

কতলখতা অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত বধের এবং সেমতান্যাপরাধের মোকদ্দমায় শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহার ফেরফার করিবার।

৯ নবম আইন। ৩১ জুলাই।

নিমকপোস্তানীর এবং সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের সম্পর্কে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার হুকুম চলিবার ও না চলিবার সময়নির্ণয়ের আর সেই এলাকাদারেরা এবং অন্য যাহারা হুকুম না মানিবার অপবাদগ্রস্ত হয় তাহারদিগের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ একাদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার।

১০ দশম আইন। ৬ আগস্ত।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার উপর শহরের হাসিল নির্ণয় করিবার এবং শহর কলিকাতায় আমদানীমুখে যে সকল জিনিসের উপর ঐ হাসিল লাগিবার ধার্য্য হইয়াছে তাহা ছাড়াও কোন২ জিনিসের উপর ঐ হাসিল নির্দ্ধার্য্য করিবার।

১১ একাদশ আইন। ৬ আগস্ত।

পূর্ব্বে যে সকল জিনিস এদেশহইতে বন্দর কলিকাতায় আসিত ও বন্দর কলিকাতাহইতে এ দেশের মধ্যে যাইত সে সকল জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী

কারী যে হাসিল লওয়া যাইত তাহা এবং বন্দর হুগলীতে ও মুরশিদাবাদে ও ঢাকায় ও চাটিগাঁয় ও পাটনায় আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের উপর ঐ সংজ্ঞক যে হাসিল লাগিত তাহাও ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুন তারিখে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে রহিত হইয়াছিল সে হাসিল কোন২ বিষয়ের ফেরফার করিয়া পুনরায় লইবার আর সেই তারিখের ঐ হুজুরী হুকুমের অনুসারে মোকাম মাজীতে নির্দ্দিষ্টহওয়া হাসিল তহসীলের যে কাছারী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইনের অনুক্রমে সাব্যস্থ রাখা গিয়াছিল সে কাছারী উঠাইবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ৬ আগস্ত।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১১ একাদশ ধারার ১।২।৩।৪।৫।৬।৭ প্রকরণের অনুসারে নিমক ক্রোক্ করিবার শক্তি যে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা ও পঞ্চোত্তরার সাহেবেরা ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবেরা এবং পোলীসের আমলারা রাখিবেন তাহা স্থির করিবার।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ১ প্রথম আইন।

সরকারী মালগুজারীর টাকা তহসীলের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের কএক ধারা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার আর মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ অধিকারভূমি শীঘ্র নীলাম হইবার এবং তাহা সময়বিশেষে বিনাবিভাগে নীলাম করিবার। আর সাধারণ অধিকার অংশাংশি হইবার ও তাহার মোকররী জমার ধার্য্য করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২৫ আইন ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে তাহার লিখিত হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কারের আর ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে খারিজের যোগ্য যে কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্তের কালে জমীদারীর পেটায় ছিল তাহা খারিজ হইবার সময়নির্ণয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ১৫ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ৪ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ২৯ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সরকারী মালগুজারীর টাকা বাকী পড়িলে তাহা অধিকারভূমিক্রোকের দ্বারা সময়শিরে তহসীল করিবার এবং সেই বাকীপড়া সনআখিরীতে সে ভূমি নীলাম হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের যে ৭ সপ্তম আইন ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে তাহার হুকুমের বিস্তর আশয় আছে কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে যে ভারার্পণ হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা বিশিষ্ট মনোযোগী না হইয়া অবিবেচনাপূর্ব্বক অনেক ভূমি ক্রোক্ করিয়াছেন। এবং যথার্থ মালগুজারীর বাকী যে টাকা সনআখিরীতক উসুল না হইয়া থাকে তাহা আদায়ের কারণ সে ভূমির কিছু কিসমৎ নীলাম করাইতেও বিলম্ব দর্শিয়াছে অতএব উপরের লিখিত আশয় কোন গতিকে একাইল না এপ্রযুক্ত উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার কারণ আর মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কিম্বা সরকারী অন্য পাওনার জন্যে বাকীর দায়ি ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের ক্রোক্ ও নীলাম হইবার যোগ্য অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও নীলাম হইবার আবশ্যক হইলে তাহা করিবার অর্থে বারাণসে চলন হওয়া ঐ ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২২ ধারার লিখিত হুকুম তাহার কোনং

মর্ম্মের

মর্ম্মের ফেরফার হইয়া সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় চলিবার নি মিত্তে আর মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ অধিকারভূমি শীঘ্র নীলাম হইবার নিমিত্তে এবং তাহা সময়বিশেষে বিনাবিভাগে নীলাম করিবার জন্যে আর সা ধারণ অধিকার অংশাংশি হইবার ও তাহার মোকররী জমারধার্য্য করিবার নি দর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২৫ আইন ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে তাহার হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার অর্থে আর ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে খারিজের যোগ্য যে কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্তের কালে জমীদারীর পেটায় ছিল তাহা খারিজ হইবার সময়নির্ণয়ের কারণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হু কুম নির্দ্দিষ্ট হইল এই নির্দ্দিষ্ট হুকুম ঘোষণা পাইলে পর সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় চলন হইবেক এবং বারাণসের মধ্যেও যত চলিতে পারে তাহা চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর বি নাহুকুমে কালেক্টরসা হেবেরা সনপ্রবর্ত্তে তিন মাসের মধ্যে এবং ত দিতর বিশেষ সময়ছা ড়া কোন ভূমি ক্রোক্ না করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যথার্থ দেনা মালগুজারীর মা সড়া কিস্তির টাকা আগামি মাসের প্রথম দিনে কিম্বা তৎপূর্ব্বে না দিবেক তাহার দিগের শিরে সেই বাকীর উপর মাসে শতকরা ১ এক টাকার হারে সুদ চড়িবেক। আর ঐ ২৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা লের ১৪ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনমতে বাকীদারের অধিকার কিম্বা ইজা রার ভূমির দূরাদূরদৃষ্টে মালগুজারীর বাকী টাকা দাখিল করিবার মিয়াদনিদর্শনী পরওয়ানা গেলে পর যদি সেই বাকী টাকা সুদসমেত না মিলে কিম্বা তাহা ত্বরায় মিলিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবের প্রবোধ না জন্মে তবে সে সাহেব সেই বাকী দার ভূম্যধিকারী হইলে তাহার অধিকারভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যত কিস্ম তে সুদসমেত সেই বাকী টাকা আদায় হইতে পারে তাহা ক্রোক্ করিবেন। আর সে বাকীর দায়ী ইজারদার হইলে তাহার ইজারার ভূমি ক্রোক্ এবং তাহাকে ও সে জামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনদারকেও সেইরূপে কয়েদ করিবেন যে রূপ ঐ ১৪ আইনের ৫ পঞ্চম তথা ৬ ষষ্ঠ ধারায় নিয়ম আছে। অথবা ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে ক্ষমতা বরং হুকুম আছে যে যদি সে বাকী সেই বাকীদারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীব্যতীত শুকা ও হাজাআ দি আকাশী উৎপাতে পড়ে তবে সেই ক্রোকপ্রভৃতি না করিবেন। এতদ্ভিন্ন হুকুম ছিল যে এমত গতিকে তাহার রেওরাহকীকৎ বোর্ড রেবিনিউতে লিখিয়া তথা কার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন। এই উপায়ানুসারে এবং কালেক্টরসাহেবদিগ কে অর্পণহওয়া ভারক্রমে জানা গেল যে তাঁহারা নিজ বিবেচনায় অথবা অন্যের স্থানে তত্ত্ব পাইবার দ্বারা বাকীদারদিগের যত্নক্রমে শৈথিল্য ও নষ্টামী না হওয়া

বুঝিলেও

বুঝিলেও সে হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিবেন এবং তাহারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমিও তাবৎ ক্রোক্ করিবেন না। যদ্যপি ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইন জারী হইবাবধি এ রূপ অনেক হইয়াছে বিশেষতঃ সন প্রবর্ত্তে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের সহিত তাহারদিগের পেটার মালগুজারদিগের মফঃসলী বন্দো বস্ত হইবার কালে তাহারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমি সরকারের ক্রো কে আসিলে তাহারদিগের বিস্তর ক্ষতি ও অকল্যাণ দর্শে এপ্রযুক্ত এমত প্রকার যথেষ্টই হইয়াছে কিন্তু ইহার হকীকৎ অল্পই কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা ঐ বোর্ডে পঁহুছিয়াছে। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেব দিগের কেহ কোন ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি আ পনং সংক্রান্ত জিলার চলন সন বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর প্র বর্ত্তে তিন মাসের মধ্যে তাবৎ ক্রোক করিবেন না যাবৎ তাঁহার পাঠান হকীকৎ দৃষ্টে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ভূমি ক্রোকের অর্থে হুকুম না দেন্। এবং ঐ তিনমাস মুদ্দৎগতেও ঐ বোর্ডের বিনাহুকুমে কোন ভূমি ক্রোক্ করা অনুচিত জানিবেন। কিন্তু যদি ঐ তিনমাস মুদ্দৎগতে কোন কালেক্টরসাহেব বাকীদারের স্থানে বাকী টাকা আদায়ের কারণ কিম্বা সে সনের তলবের বাকীর সংস্থান বা কীদার উড়াইতে না পরিবার নিমিত্তে অথবা সনআখিরীতে সে ভূমি নীলাম করি বার জন্যে তাহার স্থিত প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিবার আবশ্যক জানেন্ তবে তৎকালে ঐ বোর্ডের হুকুমের অপেক্ষিত না হইয়া উপরের লিখিত আশয় একাইবার নিমিত্তে ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে এতদ্বি শেষে যে সে ভূমির কিছু কিসমৎ ক্রোক না করিয়া এক কালে সমুদায় ক্রোক ক রিবেন। আর জানিবেন যে যদি কোন ভূমি বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হইবার অর্থে গত সনে ক্রোক হইয়া সেই ক্রোক সন হালেও সাব্যস্ত থাকে তবে তাহাতে সন প্রবর্ত্তে তিনমাসের মধ্যে কোন ভূমি ক্রোক না হইবার অর্থে যে হুকুম আ ছে তাহা খাটিবেক না। আর কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ এবং ঐ বোর্ডের সা হেবেরা কোন বাকীদার যত্নক্রমে আপন শিরের মালগুজারীর টাকা বাকী পাড়ি য়াছে কিম্বা তাহার শৈথিল্য ও নষ্টামীতে সে বাকী পড়িয়াছে বুঝিলে ও তাহা তে তাহার ভূমি ক্রোক করা অকর্ত্তব্য জানিলে উপরের উল্লিখিত আশয় একাই বার কারণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সেই বাকী পড়িবার কালহই তে তাহার উপর নিয়মিত সুদের বাহির মাসে শতকরা ১ টাকার হারে দণ্ড চড়া ইয়া লইবার নির্ণয় তাবৎ করেন্ যাবৎ সে বাকীদার সেই বাকী টাকা শোধ না দে য় কিম্বা তাহার যে ভূমি ক্রোকের বদলে ঐ দণ্ডনির্ণয় হয় সে ভূমি যেপর্য্যন্ত ক্রো ক না করা যায়। ও তাহা ক্রোক করা গেলে পর ঐ দণ্ড নিবর্ত্ত করেন্। ইহাতে যে রূপে সুদের টাকা উসুল করা যায় সেইরূপে ঐ দণ্ডের টাকাও উসুল করিবেন। অর্থাৎ তাহা বহালী আইনমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিয়মা নুসারে লইবেন। আর যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ কোন বাকীদারের অধি

কোন ভূমি ক্রোক ক রিতে হইলে তাহার কিছু কিসমত্ ক্রোক্ না করিয়া এক কালে সমু দায় ক্রোক করিবার কথা।

সনপ্রবর্ত্তে তিনমাসের মধ্যে ভূমি ক্রোকের নি ষেধ হুকুম গত সনের ক্রোকহওয়া ভূমির বি যয়ে না খাটিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা কোন ভূমি ক্রোক করা অনুচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখি বার ও তথায় তাহার বদলে দণ্ড নির্ণয় হই বার ও সে দণ্ড যত ও যা বৎ লইতে হইবে তা হার কথা।

 কার

কার কি ইজারার ভূমি ক্রোক করা অনুচিত জানেন্ ও তাঁহার জ্ঞাতহওয়া তথ্য বৃত্তান্তক্রমে বুঝেন্ যে সে বাকীদার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার স্বযত্নে শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামী করিয়া সেই বাকী পাড়িয়াছে তবে তাহার হকীকৎ আপনার বিবেচিত সংক্ষেপ তত্ত্বসুদ্ধা ঐ বোর্ডে সেই রূপে লিখিবেন যে রূপে তাঁহারদিগের প্রতি ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে কোন বাকীদারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীব্যতীত আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোক কি সে বাকীর উপর সুদের তলব মৌকুফ করা উচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিতে হুকুম আছে। আর যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ কোন সনের আদৌ তিন মাস মুদ্দৎগতে ও ভূমিক্রোকের সচরাচর হুকুমমতে কার্য্য না করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে তাহারো হকীকৎ উপরের নিয়মানুসারে লিখিয়া পাঠান্। এতদ্ভিন্ন এইক্ষণে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগকে সম্পূর্ণ ভারার্পণ হইল যে যে সময়ে উচিত জানেন্ সেই সময়েই ক্রোকের হুকুম মৌকুফ করেন্।

কালেক্টরসাহেবেরা সনপ্রবর্ত্তে তিন মাসের পরেও কোন ভূমি ক্রোক করা অনুচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিবার কথা।

অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ভূমির মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে বাকী তাহার অধিকারী কিম্বা ইজারদার শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামী করিয়া পাড়িয়াছে কি তাহার যথার্থ পাওনা রাজস্ব না পাওনহেতুক সে বাকী দিতে অপারক হইয়াছে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব যথাসাধ্য লন্। তাৎপর্য্য এই যে সেই তত্ত্বের দ্বারা যে মত বুঝা যায় তদুপযুক্ত শাসন করা উচিত কেননা অযথা ক্ষমা দিলে সরকারের স্বত্বলোপ হয় ও অসঙ্গত শক্তি করিলে বাকীদার পীড়া পায় অতএব কোনমতে ইহা নাহইতেপারে। আর যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ আপনার মফঃসলী আমলার পাঠান হকীকৎদৃষ্টে কিম্বা প্রকারান্তরে তত্ত্ব পাইবাতে বুঝেন্ যে বাকীদার আপনশিরের বাকী দিতে যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু নিতান্ত অপারকতাহেতুক সে বাকী দিতে পারে নাই ও সে অপারকতাও তাহার শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীতে হয় নাই তবে এ গতিকে তাহার ভূমি ক্রোককরণেতে কেবল তাহাকে খরচান্ত করা ও ক্লেশ দেওয়া হয় এবং ইহাতে সরকারের লাভপ্রসক্তিও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি বুঝেন্ যে সে বাকীদার বাকী টাকা দিবার সম্ভাবনা রাখে কিম্বা তাহার ভূমি ক্রোক্ করিলে সে বাকী আদায়ের সংস্থান মিলিবেক ও ক্রোক্ না করিলে সেই বাকীদার সে সংস্থান উড়াইয়া দিবেক তবে এমতে সে ভূমি ক্রোক্ করা সম্ভব ও অত্যাবশ্যক। ও তাহাতে সে বাকীদার যত খরচান্ত হয় ও ক্লেশ পায় তাহা তাহার আপন শৈথিল্য ও নষ্টামীর ফল জানিবেক।

কালেক্টরসাহেবেরা বাকী পড়িবার হেতুর তত্ত্ব যথাসাধ্য লইবার কথা।

ও বাকী পড়িবার ঐ দুই হেতুর মধ্যে কোন হেতু তথ্য তাহা কেবল মফঃসলে স্থায়ি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা জানিতে পারিবেন। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের চালানী তৌজীর সঙ্গে যে হকীকৎ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন তাহাতে ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মে কালেক্টরসাহেবেরা মনোযোগী ও সাবধান থাকেন্ কি না তাহার বেওরা লিখিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী থাকেন্ কি না লিখিয়া ঐ বোর্ডে সাহেবেরা তৌজীর সঙ্গে হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

বাকীদার যে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমি ক্রোক্ হয় তাহারদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে সনহালের কি বকায়ার জমার হকীকৎ ও উসুলাদির যে হিসাবকিতাব তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা কালেক্টরসাহেব তলব করিলে যোগাইয়া দেয় এবং সে সঙ্গে সেই ভূমির তহসীলআদির কারণ আপনারদিগের রাখা যে যে আমলা সে সনে থাকে তাহারদিগেরেও কালেক্টরসাহেবের সমীপে কিম্বা সে ভূমি ক্রোকের নিমিত্তে নিযুক্তহওয়া আমীনের নিকটে রুজু করে। কিন্তু তলবমতে আবশ্যক কাগজ না যোগাইলে যে দণ্ড কর্ত্তব্য তাহার নির্ণয় অল্প হইয়াছে এইহেতুক সময়বিশেষে সে কাগজ যোগায় নাই ও তাহা না যোগাইলেও ভূমি ক্রোক করাতে কিছু গুণ দেখে না অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এ ধারাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইল যে যদি কোন কালেক্টরসাহেবের চালানী হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা ঐ হজুরে পঁহুছিলে তদ্দৃষ্টে নির্য্যাস বুঝা যায় যে কাগজের তলবে পরওয়ানা গিয়াছিল তাহাতে কার্য্য দর্শে নাই তবে ঐ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের অনুসারে রাখা হজুরী কর্ত্তৃত্বক্রমে সেই বাকীদারের অধিকারভূমি কিম্বা অন্য বস্তু তৎক্ষণাৎ নীলাম করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

যে বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমি ক্রোক্ হইয়া থাকে সে তাহার কাগজ তলবমতে না দিলে সে ভূমি অব্যাজে নীলাম হইবার কথা।

৪ ধারা।

জানা গেল যে কোন২ অধিকারভূমি এমত ক্ষুদ্র ও তাহার উৎপন্ন এত অল্প আছে যে সে ভূমির বাকীর ও মূল্যের অপেক্ষা অধিক খরচ না পড়িলে তাহা ক্রোক্ হইতে পারে না এহেতুক তাহার অধিকারিগণ আপন২ শিরের মালগুজারী দিবার সম্ভাবনা রাখিয়াও বাকী পাড়িয়াছে। অতএব ইহার শাসনার্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা এ ধারাক্রমে আছে যে যদি কালেক্টরসাহেবদিগের পাঠান হকীকৎদৃষ্টে বাকী আদায়ের নিমিত্তে সে বাকীদারদিগের ভূমি ক্রোক্ না করিয়া তাহারদিগের অস্থাবর বস্তু নীলাম করা উচিত জানেন্ তবে তদর্থে তাহারদিগের অস্থাবর যত বস্তু নীলামের আবশ্যক হয় যে দাঁড়ার নির্ণয় মালগুজারীর বাকীর দায়ে প্রজাদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইবার অর্থে আছে সেই দাঁড়ায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করান্। বাক্যার্থ সে ক্রোক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের তথা ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের অথবা উত্তরকাল তদর্থে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার দাঁড়াদৃষ্টে অতিসাবধানে করিতে হইবেক। কিন্তু জানিবেন যে ভূম্যাদি ক্রোকের সহচারহুকুম মতে কার্য্য যে সময়ে না হইতে পারে এ হুকুম কেবল উপরের প্রস্তাবিত বিষয়ে সেই সময়ে খাটিবেক। আর কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আদেশ নাই

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সময়বিশেষে বাকীর দায়ে বাকীদারদিগের অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও নীলাম করাইতে পারিবার কথা।

মূলের লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে প্রজারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলামের সমস্ত দাঁড়া খাটাইবার কথা।

ঐ বোর্ডের বিনাহুকুমে কালেক্টরসাহেবেরা বাকীদারদিগের অস্থাবর বস্তু না বেচিবার

ও তাহা বেচিতে চাহিলে বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

নাই যে বাকীর দায়ে সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অস্থাবর বস্তু বেচিবার নিদর্শনে ঐ বোর্ডের স্বতন্ত্র হুকুম না হইলে তাহা বিক্রয় করেন্। ইহাতে যে সময়ে কালেক্টরসাহেবেরা এমত বস্তু বিক্রয় করিতে চাহেন্ সে সময়ে কর্ত্তব্য যে এই আইনের অনুসারে যে বিহিত বিবেচনা তদর্থে করেন্ তাহার বেওরা হকীকৎ লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠান্। এবং বাকীদারেরা বাকী দিবার যে আপত্তি করিয়া থাকে তাহা সঙ্গত কি না বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিয়া সেই হকীকতের সঙ্গে চালান করেন্। আর বুঝিবেন যে এ হুকুম কেবল সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় চলিবেক বারাণসে চলিবেক না। তথাকার অধিকারভূমিতে ও অন্যং স্থানবিশেষে অস্থাবর বস্তু ক্রোকের অর্থে যে দাঁড়া চলিবার নির্ণয় ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২২ ধারায় হইয়াছে তাহাই সাব্যস্থ থাকিবেক ইতি।

এ ধারার হুকুম কেবল সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় চলিবার কথা।

৫ ধারা।

ভূম্যধিকারী নীলামের হুকুমহওয়া কিস্মতের হিসাবকিতাব মূলের লিখনমতে না দিলে ইহা হুজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় বোধ হইবাতে তাহার সম্যক্ অধিকার নীলাম হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের যে ১০ দশম ধারার উল্লেখ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ১ প্রথম প্রকরণে হইয়াছে তাহার অনুসারে হুকুম আছে যে যে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমি নীলামের হুকুম হয় তাহারা কালেক্টরসাহেবের সমীপে কিম্বা তাঁহার পক্ষহইতে নিযুক্তহওয়া আমীনের নিকটে রুজু হইয়া সে অধিকারের যত কিসমৎ নীলাম হয় তাহার জমার ধার্য্যার্থে তলবহওয়া তত কিস্মতের কিম্বা সে অধিকার সমুদায়ের জমার ও উসুলআদির আবশ্যক হিসাবকিতাব নিজে যোগাইয়া দেয় অথবা সে হিসাবকিতাব সমেত আপনারদিগের গোমাস্তা লোককে রুজু করে। কিন্তু এ হুকুম না মানিলে যে দণ্ড করা কর্ত্তব্য তাহার নির্ণয় অল্প হইয়াছে এহেতুক এ হুকুম গুণের তরে পায় নাই। ও তলবমতে আবশ্যক হিসাবকিতাব ভূম্যধিকারিগণ না যোগাইলে নীলামের হুকুমহওয়া তাহারদিগের অধিকারের কিস্মৎ নীলামের বাগড়া হয় এপ্রযুক্ত তাহারা আইনমতে নিযুক্ত করিবার হুকুমথাকা গ্রাম কর্ম্মচারিদিগেরে ছাড়াইয়া দিয়াছে অথবা নিযুক্ত করে নাই এইহেতুক নীলামের হুকুম হওয়া ভূমির জমার ধার্য্য বিস্তর বিলম্বব্যতীত হইতে পারে না এবং ইহাতে সরকারী মালগুজারী আদায়েও ভণ্ডুল পড়ে বিশেষতঃ সনআখিরীতক্ ভূমি নীলাম নিবর্ত্তের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত আশয় একাইতেও পারে না। অতএব ভূম্যধিকারিগণের ও তাহারদিগের পেটার প্রজাবর্গের যে হিতের নিমিত্তে মালগুজারীর বাকী আদায়ের অর্থে সন আখিরীতক্ ভূমি নীলামনিবর্ত্তের হুকুম উপরের লিখিত আইন সকলে হইয়াছে তাহার আশয় একাইবার কারণ এবং যেং অধিকারভূমি সমুদায় নীলামের যোগ্য হইয়া তদধিকারিগণের হিতার্থে তাহার কিছুং কিস্মৎ নীলামের ধার্য্য পড়ে সেইং কিস্মৎ তাহারদিগের বাগড়ায় নীলাম হইতে অযথা

বিলম্ব

বিলম্ব না দর্শিতে পারিবার জন্যে এধারাক্রমে হুকুম আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের চালানী হকীকতের প্রমাণপ্রয়োগ বুঝিয়া তাহা আপনারদিগের বিবেচিত লিখনসুদ্ধা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইলে তদ্দৃষ্টে যদি ঐ হজুরে নিশ্চয় বুঝেন যে ভূম্যধিকারী নীলামের হুকুমহওয়া তস্যাধিকারের কিসমতের জমার ধার্য্য হারহারিক্রমে হইবার কারণ সেই কিসমতের কিম্বা তাহার সমুদায় অধিকারের আবশ্যক হিসাবকিতাব আপন স্থানে কিম্বা আপন গোমাস্তা লোকের নিকটে থাকিতে অমান্য করিয়া তাহার তলবে কালেক্টরসাহেবের নিয়মানুসারের পরওয়ানা পাইয়াও ঠেঁটামী করিয়া যোগাইয়া দেয় নাই কিম্বা দেওয়ায় নাই তবে তৎক্ষণাৎ ঐ হজুরহইতে হুকুম দিবেন যে সে কিস্মৎ বিক্রয় না করিয়া তাহার অধিকার সমুদায় নীলাম করা যায়। কিন্তু সে নীলাম অন্যং ভূমি নীলামের নিদর্শনী আইনসকলের অনুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে পর করা যাইবেক। ইহাতে যদি ভূম্যিধিকারী সে নীলাম হইবার নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে সেই তলবী হিসাবকিতাব যোগাইয়া দেয় কিম্বা প্রকারান্তরে সে হুকুম মানে তবে সে অধিকার সমুদায় নীলামের হুকুম না দিয়া তাহার বদলে তলবী কাগজ নিকটে থাকিতে তাহা ঠেঁটামী করিয়া না যোগানহেতুক তাহার দণ্ড বিষয় বুঝিয়া যত করা উচিত জানেন্ তাহাই নির্ণয় করিবেন। এবং সে দণ্ড ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের কিম্বা অন্য ২ বহালী আইনের নিরূপিত দণ্ডাপেক্ষা অতিরিক্ত হইবেক। আর যদি কোন ভূম্যধিকারী তাহার অধিকারের হিসাবকিতাব আপন স্থানে থাকিতে তাহা তলবমতে সহসা না যোগাইয়া এমত ত্রুটি স্বেচ্ছাধীন করিয়া নিজাধিকার সমুদায় নীলাম করায় তথাচ তাহার অধিকারের নীলামী মূল্যের মধ্যে মালগুজারীর বাকী টাকা ও নীলামী খরচা বাদ পড়িয়া যে উদ্বর্ত্ত থাকিবেক তাহা সেই পূর্ব্বাধিকারিকে দেওয়া যাইবেক যদি ইহার বিশেষ কোন হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম ধারানুসারে না হইয়া থাকে ইতি।

ভূম্যধিকারী নীলামের নির্ণীত দিনের পূর্ব্বে হিসাবকিতাব দিলেও তাহার উপর মূলের লিখিত আইনের নিরূপিত দণ্ডাপেক্ষা অধিক দণ্ড নির্ণয় হইতে পারিবার কথা।

তলবী হিসাবকিতাব না যোগানহেতুক সম্যক্ অধিকার নীলাম হইয়া তন্মূল্যের মধ্যে সরকারী পাওনাবাদে উদ্বর্ত্ত যে থাকে তাহা বিশেষ হুকুম না হইয়া থাকিলে পূর্ব্বাধিকারিকে দেওয়া যাইবার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে হুকুম আছে যে ভূমি নীলাম হইতে লাগিলে তাহাতে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে অধিকারের মধ্যে যত কিস্মৎ নীলাম হইলে কেবল বাকী আদায় হইতে পারে ও তদতিরিক্ত না হয় তাহাই অতিসাবধানে ঠাহর করিবেন। এ হুকুমের অবিশেষে কার্য্য করিবাতে ক্ষুদ্র২ অধিকার অনেক খণ্ড হইয়া সরকারের স্বত্বে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে এবং একং খণ্ড কিস্মৎ টুকরাং হইতেও ক্রেতারা তাহা ক্রয়ের বাসনা অল্প করিয়াছে এবং ইহাতে ভূম্যধিকারিগণের ক্ষতিও দর্শিয়াছে। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ কিম্বা সরকারী অপর পাওনার নিমিত্তে কোন অধিকার ভূমি

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সালিয়ানা পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ জমার ও সময়বিশেষে তদূর্দ্ধ জমার ভূমিও মোটে বেচিতে পরিবার ও তাহার উদ্বর্ত্ত মূল্য পূর্ব্বাধিকারিকে দিতে পারিবার কথা।

ভূমি বিক্রয়ের আবশ্যক হইলে তৎকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে অধিকারভূমির সালিয়ানা সদর জমা সিক্কা পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে যদি উপরের ধারাক্রমে সে অধিকার খণ্ডং কিস্মৎ করিয়া বিক্রয় করা উচিত না জানেন্ তবে মোটে এক লাটে নীলামী আইনের নিরূপিত বিধিমতে নীলাম করেন্ কিম্বা করান্। ও তাহার মূল্যে মালগুজারীর বাকী টাকা ও সুদ ও নীলামী খরচা শোধ পড়িয়া যত উদ্বর্ত্ত হয় তাহা বিশেষে অন্য হুকুম না হইয়া থাকিলে সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারিকে ঐ ৫ পঞ্চম আইনের ৫ পঞ্চম ধারাদৃষ্টে দিতে হইবেক। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ইহাও সাধ্য আছে যে কোন অধিকার নীলামের দ্বারা তাহার বাকী আদায় করিতে হইলে সে বাকী যত টাকা হয় তদপেক্ষা যদি সে অধিকার সমুদায়ের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ বেশী ঠাহরে তবে তৎকালে সে অধিকারের সালিয়ানা সদর জমা সিক্কা পাঁচ শত টাকার অতিরিক্ত হইলেও তাহা সমুদায় নীলামের আইনমতে বিক্রয় করিবেন অথবা করাইবেন। এ গতিকে নীলাম হইবার অধিকারের যত ভূমি থাকে ও তাহার তাৎকালিক উৎপন্ন যত টাকা হয় ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া তাহার সহিত সে অধিকারের সদর জমার ও সে ভূমির পাঁচপাঁচি মূল্যের খুঁট মিলাইয়া নীলামী মূল্য ঠাহরিতে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

ইং ১৭৯৬ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার হুকুমের আশয় পরগনা কি তরফআদি প্রসিদ্ধ নামেং লাটবন্দী হইবার প্রতি বর্ত্তিবার কথা।
পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামে যথাসাধ্য আস্ত রাখিয়া লাট বান্ধিতে হইবার কথা।

ভারিং অধিকারভূমি স্বতন্ত্রং কিস্মৎবিলি করিয়া অর্থাৎ লাট বান্ধিয়া নীলাম করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত হুকুম স্পষ্ট করিয়া জানাইবার কারণ এ ধারাক্রমে আদেশ হইতেছে যে কোন অধিকারভূমি পরগনা কিম্বা তরফ অথবা অন্য যে নামে প্রসিদ্ধ থাকে তাহাকে খণ্ডেং লাট বান্ধিয়া নীলাম করা যায় এমত আশয় সে হুকুমের ছিল না। বরং এমত নামে প্রসিদ্ধ যে কোন মহালের সীমার অবধি আছে তাহাকে নীলামের কালে যত আস্ত রাখিতে পারা যায় ততই রাখিয়া লাট বান্ধিতে হইবেক। আর যে কালে কোন অধিকার লাটবন্দী করিয়া নীলাম করিতে হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার একং লাট পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামানুসারে বিলি করিয়া স্বতন্ত্রং অধিকারক্রমে বিক্রয় করা যায় ইতি।

৮ ধারা।

নীলামআদিতে কোন অধিকার হস্তান্তরে গেলে তাহাতে ইং ১৭৯৩ সালের ১ আইনের

যে কোন অধিকারভূমি নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা তদধিকারির স্বেচ্ছায় হস্তান্তরে যায় সে ভূমির মোকররী জমা ধার্য্যের দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারায় লেখা আছে অর্থাৎ সমুদায় অধিকারের জমার ধার্য্য যেরূপে তাহার তাৎকালিক উৎপন্নের সহিত খুঁট মিলাইয়া করিতে হয় সেই

রূপে

রূপে হস্তান্তরগত কিসমতের জমার ধার্য্যও তাহার তাৎকালিক উৎপন্নের সঙ্গে খুঁট মিলাইয়া করিতে হইবেক। এ হুকুম কোন অধিকারের কিসমৎ নীলাম হইলে কিম্বা তস্যাধিকারির স্বেচ্ছায় হস্তান্তরে গেলে অথবা কোন সাধারণ অধি কার তদধিকারিগণের কিম্বা তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের আপোসে অংশাং শি হইলে অথবা প্রকারান্তরে বাঁটওয়ারা করিলে তাহাতে সর্ব্বদা খাটিবেক। এ ধারাক্রমে উৎপন্ন শব্দের অর্থ এই জানিবেন যে অজ্থাজানাআদি নানাপ্রকারে যত রাজস্ব সম্বৎসরে ভূম্যধিকারিগণের প্রাপ্য হয় তাহাতে তহসীলের খরচদিগর নিয়মিত সরঞ্জামী ও পুলবন্দীপ্রভৃতির যে খরচপত্র ভূম্যধিকারিগণের মোট উৎ পন্নহইতে দিতে হয় তাহা বাদে যে থাকে তাহাই উৎপন্ন বলা যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে মালিকানা এতাবতা অধিকারিতা লভ্য এবং অপর যে কিছু অধি কারিগণ নিজখরচ করে তাহা মজুরা পড়ে না। হেতু এই যে অধিকারের উৎপন্ন ধরিয়া সমান হারহারিতে অংশাংশি করিতে লাগিলে এবং তাহার সরকারী জমার ধার্য্য নিরূপিত দাঁড়ায় করিতে হইলে তৎকালে এমত দাওয়া সম্ভব ও গ্রা হ্য হয় না। এবং ঐ আইনেও হুকুম আছে যে অধিকারের যে উৎপন্নদৃষ্টে জ মার ধার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিবেচনা ও তহকীক্ যেরূপে করিবার অর্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর নির্ণয় করিয়াছেন কিম্বা করিবেন সেই রূপেই করা যাইবেক। আর ঐ ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়ায় সরকারী জমার ধার্য্যার্থে যে হিসাবকিতাব কর্ম্মচারিগণ ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণানুসারে যোগায় তাহা প্রায় সর্ব্বদা অশুদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হয় এবং তাহা সময়বিশেষে সরকারী আমলার হস্তেও আসিতে পারে না। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কখন কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অ ধিকারভূমির কিসমতের জমা ধার্য্যের ভারপাওয়া সরকারী অন্য আমলার এমত বোধ হয় যে ঐ ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের কিম্বা অন্য আ ইনের অনুসারে গ্রামসকলের কর্ম্মচারিগণ যে হিসাবকিতাব দিয়াছে তাহা প্রকৃত ও শুদ্ধ নহে অথবা যদি সে কাগজ ঐ ৬২ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের লিখনমতে তহকীক করাতে গণতায় হওয়া কিম্বা ফেরফার করা ঠাহরে অথবা অপ্রকৃত জ্ঞান হয় কিম্বা যদি সে অধিকারের জমীনের ও জমার ও উসূলের ও খরচের কাগজ পত্র প্রস্তুত না থাকে তবে সে কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরকারী অন্য আমলা ইঙ্গরে জী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অথবা অন্য আ ইনের অনুসারে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে যদি সে অধিকার জমীদারী কি তালুক কি অন্য যে সংজ্ঞার হউক তাহা সমুদায়ের গত তিন সনের তথ্য হকীকৎ পাইয়া থাকেন্ ও তন্মধ্যে যে মহালের কি মহালাতের জমার ধার্য্য করিতে হইবেক তাহার নি দর্শন রহে তবে সেই মহালের কিম্বা মহালাতের উপর তত জমার ধার্য্য করিবেন যত জমার ঠাহর আপনার পাওয়া সে অধিকার সমুদায়ের তথ্য হকীকৎদৃষ্টে উৎ পন্নের সহিত খুঁট মিলাইয়া নির্দ্ধারিবার নিদর্শনী সচরাচর হুকুমের অনুসারে হয়।

১০ ধারাদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবার কথা।

উৎপন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

আর

আর আপনার পাওয়া হকীকতী কাগজ শুদ্ধ বটে কি না কেবল ইহাই বুঝিবার কারণ কর্ম্মচারিগণের দেওয়া কাগজের প্রতি প্রত্যয় রাখিবেন। কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কি ঐ ভারপ্রাপ্ত সরকারা অন্য আমলার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত ও শুদ্ধ কাগজ পাইবার কারণ যে উপায় আইনমতে করা আবশ্যক তাহা করিতে মনোযোগী থাকেন। এতদ্ভিন্ন উচিত যে অংশাংশিহওয়া অধিকারের একং কিসমতের জমার ধার্য্য সেই অধিকারসমুদায়ের যে উৎপন্নদৃষ্টে করিতে হয় সে উৎপন্নের কাগজ এমত আলোচন ও তহকীক করিয়া বুঝেন্ যে তাহার সহিত খুঁট মিলাইয়া জমার ধার্য্য করাতে সরকারের ক্ষতি না দর্শে। আর কর্ত্তব্য নহে যে কোন কালেক্টরসাহেব এমতে প্রতীতি না জন্মিলে পৃথকং কিসমতের জমা ধার্য্য করিবার পরামর্শ বোর্ড রেবিনিউতে লিখেন্ কি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর করেন্ এবং এ আইনমতে কালেক্টরসাহেবেরা যে কোন অধিকার নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা তদধিকারিতে স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করে তাহার জমার ধার্য্যও ঐ বোর্ডের বিনামঞ্জুরীতে করিতে পারিবেন না। এবং অংশিদিগের আপোসে কোন অধিকার অংশাংশি হইলে তাহার একং কিসমতের জমার ধার্য্য ভুলচুক ও গণতা শুধরিয়া করিবার যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৫ ধারায় আছে তাহার এবং যে কোন ভূমি নীলাম হয় তাহার জমার ধার্য্য ভুলচুক ও গণতা সারিয়া করিবার যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণে আছে তাহাও ঐ বোর্ডের বিনাআদেশে ফেরফার করিতে শক্ত হইবে না। এবং গ্রাম সকলের কর্ম্মচারিগণের সম্পর্কে যে বিধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার লিখনানুসারে আছে তাহাও এ আইনমতে নিবর্ত্ত করা গেল না। বরং সে হুকুম অতিশয় গুণকারক হইবার কারণ এ ধারাক্রমে আদেশ আছে যে কর্ম্মচারিগণের বাহির এদেশীয় লোক যে সকল আমলা অধিকারের জমীন ও জমার ও উসুলতহসীলের ও খরচপত্রের হিসাবকিতাব রাখিবার কারণ ও তৎসংক্রান্ত অন্যং ব্যাপার চালাইবার নিমিত্তে আবৃত থাকে তাহারদিগের প্রতিও ঐ ৬২ ধারার ৩।৪।৫।৬।৭।৮ প্রকরণের হুকুম চলিবে। ইহাতে যদি কখন কোন আদালতে প্রমাণ হয় যে সে সকল আমলার কেহ ঐ হিসাবকিতাবী কাগজ কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার করিয়াছে অথবা কোন প্রকারে অশুদ্ধ কাগজ জ্ঞাতসারে দিয়াছে তবে মিথ্যা দিব্য করিলে যে শাস্তি পাইবার বিধান ঐ ৬২ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের অনুসারে আছে তদতিরিক্ত আদালতের হুকুমমতে আপন মনিবের কার্য্যহইতে অবসর হইবেক। এবং তাহার মনিবের প্রতিও বলবৎ হুকুম দেওয়া যাইবেক যে সে আমলাকে পুনরায় কখন চাকর না রাখে যদি রাখে তবে বিষয় বুঝিয়া জজসাহেব যত দণ্ড নির্ণয় করেন্ তাহার দায়ী তন্য মনিব হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর বিনা হুকুমে জমার ধার্য্য করিতে এবং মূলের লিখিত ভুলচুক শুধরিবার দাঁড়া ফেরফার করিতে না পারিবার কথা।

গ্রামসকলের কর্ম্মচারিগণের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার বিধি সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

মূলের লিখিত কএক প্রকরণের হুকুম কর্ম্মচারিছাড়া অন্যং আমলার সম্পর্কেও বাহুল্য হইবার কথা।

কোন আমলা অপরাধ করিলে মূলের লিখনক্রমে দণ্ড হইবার কথা।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা

যদি বাকী আদায়ের কারণ কোন অধিকারসমুদায় নীলামের আবশ্যক হয়

ও সে অধিকার ভারির হওয়াহেতুক কিম্বা অপর কোনহেতুক তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত এবং এ আইনের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম ধারার উল্লিখিত দাঁড়ার অনুসারে দুই কিম্বা ততোধিক খণ্ড কিসমৎ করিয়া লাট বান্ধিবার প্রয়োজন না থাকে তবে তাহার জমা ধার্য্যের আবশ্যক নাই ইহাতে সে অধিকার সেই বাকীপড়া সন গতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে অবিলম্বে নীলাম করিবার কোন বাধা থাকিবেক না। ও তাহাতে কেবল ইহাই করিবার তাৎপর্য্য রহিবেক যে নীলামের কালে যে বেওরা ফর্দ্দ দর্শাইতে হয় সে ফর্দ্দে সেই অধিকারের নাম ও তাহার পেটায় যত মহাল থাকে তাহার প্রস্তাব ও তাহার মোকররী যত জমা রহে তাহার নিদর্শন তস্য অব্যবহিতপূর্ব্বের খারিজদাখিলী বহীদৃষ্টে লিখিয়া দেখাইতে হইবেক। উপরের লিখিত উপায়ক্রমে এবং নীলাম হইবার পূর্ব্বে ভূমি ক্রোক হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের তথা ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের হুকুমদৃষ্টে জানা গেল যে কালেক্টরসাহেবেরা এমতে নীলামহওয়া অধিকারের কিস্মতের জমার ধার্য্য অব্যাজে করিতে পারিবেন। আর ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে যে বেওরা ফর্দ্দ নীলামের সময়ে দর্শাইবার হুকুম আছে অর্থাৎ নীলামী মহালাতের আটসাটা উৎপন্ন ও যত সদর জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ধার্য্য পড়ে তাহার নিদর্শনে বেওরাফর্দ্দ লিখিয়াও অবিলম্বে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে পারেন্। ও ইহাতে বুঝা যায় যে উত্তরকালে মালগুজারীর বাকীর কারণ আগামি বৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে একান্ত না হয় দ্বিতীয় মাসের মধ্যেও ভূমি নীলাম হইতে পারে। কিন্তু ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের অনুসারে কিম্বা এ আইনের কোন ধারাক্রমে নীলাম হইবার ভূমি সনপ্রবর্ত্তে দুই মাসগতে সেই সময়ে নীলাম হইবেক যে সময়ে ভূম্যধিকারী নিজাধিকার ক্রোক হইবার পূর্ব্বে আপন পেটার ইজারদারদিগকে ও প্রজাগণকে সেই বর্ত্তমান সনের জন্যে পাট্টা দিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবসর হইয়া থাকে। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার তথা ১৭৯৬ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে কার্য্য করিলে ইজারদারদিগের ও প্রজাগণের যে অহিত হয় তাহা না হইবার কারণ এবং পত্তনবন্ধির প্রবৃত্তি লোকদিগের জন্মিবার নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এ ধারাক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে এমত কালে উপরের উল্লিখিত যে দুই ধারার অনুসারে সরকারের বাকী আদায়ের জন্যে ভূমি নীলাম হয় এবং পূর্ব্বাধিকারির দেওয়া করারদাদ ও পাট্টা কএক বিশেষ বিষয়ব্যতীত নীলামের দিনহইতে অকর্ম্মণ্য ঠাহরে সে দুই ধারা সেই নীলামহওয়া যথাকার যে চলন সন বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর আখিরীতক স্থকিত থাকিবেক। এবং নীলামী ভূমির ক্রেতাদিগেরেও ইহার মধ্যে এতাবতা সন

আগামি সনপ্রবর্ত্তে প্রথম কি দ্বিতীয় মাসের মধ্যে অব্যাজে ভূমি নীলাম হইতে পারিবার অর্থে হকীকৎ করিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৬ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা সময় বিশেষে কার্য্যে না লাগিবার কথা।

সন আখিরীতক আদেশ থাকিবেক না যে প্রজাবর্গের স্থানে যত তলব তস্য পূর্ব্বা ধিকারিগণ যথার্থ করিতে পারিত তাহার অধিক তলব করে। কিন্তু জানিবেন যে যে সকল করারদাদ কিম্বা পাট্টা গণতাক্রমে হইয়া থাকে তাহার সম্পর্কে এবং যথাকার যে চলন সনের দ্বিতীয় মাসের পর যে ভূমি নীলাম হয় তাহার বিষয়ে ঐ দুই ধারায় হুকুম চলিবার আটক হইবেক না ইতি।

গণতার পাট্টাদিগেরের ও সনপ্রবর্ত্তে দ্বিতীয় মাসের পর নীলামহওয়া ভূমির বিষয়ে মূলের লিখিত দুই ধারার হুকুম নিরস্ত না হইবার কথা।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে রুজু আনাইতে পারিবার কথা।

নীলামী ভূমিসকলের ক্রেতাদিগেরে হুকুম আছে যে তাহারা আপনং ক্রীত ভূমিথাকা জিলার কালেক্টরসাহেবের সমীপে নিজে রুজু হইয়া কিম্বা আপনং গোমাস্তা লোককে সম্পূর্ণ ভার দিয়া রুজু করিয়া সেই সকল ভূমির অর্থে কবুলিয়ত ও তাহত কিস্তিবন্দী দাখিল করে। ইহাতে যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ যেই ক্রেতাদিগের কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং ক্রেতা জ্ঞান না করেন কিম্বা নীলামী কোন ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হুকুমের ব্যতিক্রমে ক্রয় হইয়াছে এমত বুঝেন তবে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই স্বয়ং ক্রেতা তাঁহার সংক্রান্ত জিলার নিবাসী হইলে তাহাকে আপন কাছারীতে রুজু আনান অথবা যদি সে ব্যক্তি অন্য জিলার নিবাসী হয় তবে দরখাস্ত লিখিয়া তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠান তদৃষ্টে সে সাহেব সেই স্বয়ং ক্রেতাকে তলব করিয়া আপন কাছারীতে আনাইবেন এবং তাহার বিচার ও বিবেচনার্থে সে ভূমিথাকা জিলার কালেক্টরসাহেব যে মত দরখাস্ত করেন কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে রূপ হুকুম দেন তদনুসারে বিচার ও বিবেচনা করিয়া তাহার হকীকৎ বেওরা করিয়া লিখিয়া তাহাতে ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণানুসারে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম হইবার কারণ ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন। আর এ ধারাক্রমে ইহাও হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে ভারথাকা কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে কিম্বা আইনমতে অথবা হজুর কৌন্সেলের কি ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে কোন কর্ম্মবিশেষ বসম্পন্নের জন্যে যাঁহার যে জিলার ব্যাপ্য ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি এদেশীয় কোন লোককে আপন সাক্ষাৎ আনান অত্যাবশ্যক জানিলে তাহাতে যদি সে ব্যক্তি আত্মপক্ষে কোন গোমাস্তাকে সম্পূর্ণ ভার দিয়া রুজু করে ও সে গোমাস্তাহইতে সে কর্ম্মনির্ব্বাহ পাইবার প্রবোধ জন্মে তবে সে ব্যক্তিকে কদাচিৎ আনাইবেন না। যদি কোন কালেক্টরসাহেব এ হুকুমের অন্যথাচরণ করেন তবে তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সে সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। এতদবধানে কালেক্টরসাহেবেরা এইক্ষণে থাকা ভারক্রমে আপনং সংক্রান্ত কোন কর্ম্মসম্পন্নের জন্যে কাহাকেও ডাকাইয়া আনিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে ব্যক্তির খ্যাতি ও নাম ও বসতীর গ্রাম ও তাহাকে ডাকাইবার হেতুনির্দর্শনে যথানিয়মে তলব

গোমাস্তাহইতে কার্য্য চলিলে তাহার মনিবের তলব না হইবার কথা।

মূলের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরিলে কালেক্টরসাহেবদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

চিঠী

চিঠী লিখিয়া তাহাতে আপন মোহর ও খ্যাতিযুক্ত নাম দস্তখৎ করিয়া পাঠান্ ইতি।

তলবচিঠী চালানের মতের কথা।

১১ ধারা।

সমুদায় অধিকারভূমি নীলাম হইবার ও তাহার একং কিস্মতের জমা ধার্য্য করিবার যে দাঁড়া এ আইনে লেখা আছে তাহার অনুসারে আটআনী কিম্বা চারিআনী অথবা ইহার ন্যূনাধিক ভাগের কোন সাধারণ অধিকারভূমি পৃথক্২ ভাগ নির্দ্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র২ জমার ধার্য্য না হইলে তাহার কিস্মৎ কদাচিৎ নীলাম হইবেক। হেতু এই যে এপ্রকার ভাগের কোন অধিকারভূমি সাধারণ থাকিলে তাহার অংশ কিস্মতের জমার নৈত্য থাকে না এবং তাহার এক অংশির দায়ে অন্যাংশির উৎপাত ঘটে এপ্রযুক্ত স্বতন্ত্রক্রমে একং কিস্মতের জমার ধার্য্যব্যতীত সে অধিকার ভূমি নীলাম হইলে তাহার মূল্যের হানি দর্শে। অতএব উত্তরকালে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ যদি এমত কোন সাধারণ অধিকার নীলামের আবশ্যক হয় তবে তাহার বেওরাহকীকৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সুগোচর হইয়া তথাহইতে যাবৎ খাটী হুকুম না হয় তাবৎ তাহা নীলাম করা যাইবেক না। কিন্তু এমত সাধারণ ভূমি কখনং আদালতের ডিক্রীক্রমে কিম্বা কারণান্তরে নীলামের আবশ্যক হইতে পারে ও এমত হইতে লাগিলে কর্ত্তব্য যে তাহা সাধারণ ভূমি নীলামের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের কিম্বা অন্যং বহালী আইনের লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে করা যায় ইতি।

হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কোন সাধারণ অধিকারের কিস্মৎ নীলাম না হইবার কথা।

আদালতের ডিক্রীক্রমে এমত সাধারণভূমির নীলাম তৎসম্পর্কীয় দাঁড়াদৃষ্টে হইবার কথা।

১২ ধারা।

সাধারণ কোন প্রকার অধিকারভূমির উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখিত হুকুম খাটে ইহার সন্দেহ জন্মিল অতএব এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে জানিবেন যে যে সকল অধিকারভূমির মোটের উপর জমার ধার্য্য হইয়া থাকে ও সেই মোটের উপর সকল অংশির স্বত্বাধিকার বিনাচিহ্নিতে রহে ও তাহার কোন অংশ স্বতন্ত্রক্রমে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে কেবল সেই সকল সাধারণ অধিকারভূমির উপর তাহার অংশাংশি বিনান্যূনাতিরেকে করিবার অর্থে ঐ আইনের হুকুমসকলের মধ্যের কেবল সেই২ নির্দ্দিষ্ট হুকুম খাটে যে যে নির্দ্দিষ্ট হুকুম একং অংশ নির্ণয় ভূমি ছাড়াছাড়ি ও বেন্ধাফোঁড়া না করিয়া করিবার অর্থে এবং সকল অংশের ভূমির বাচনি তুল্যমূল্য গৌরবে করিবার নিমিত্তে এবং ইত্যাদি যে কোনমতে সমস্ত অংশির অংশ বিনান্যূনাতিরেকে করিবার নিদর্শনে আছে। এ তদ্ভিন্ন যদি কোন সাধারণ অধিকারভূমির মধ্যে কোন অংশকিস্মৎ ক্রয়ের দ্বারা অথবা মতান্তরে কাহার ভোগে স্বতন্ত্র চিহ্নিতক্রমে রহিয়া থাকে ও আইনমতে সেই অংশকিস্মৎ সেই অধিকারহইতে খারিজের যোগ্য হয় ও তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ঐ ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে সেই

যে প্রকার সাধারণ ভূমির উপর ইং ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের যে হুকুম খাটে তাহার কথা।

অধিকার

অধিকারসমুদায়ের মোট জমার হারহারিতে করা সম্ভবে তবে ঐ ১০ ধারানুসারে সে মোকররী জমার ধার্য্য না পড়িয়া ও তাহার পৃথক্ কবুলিয়ৎ দাখিল না হইয়া একত্র রহিয়া থাকিলে তাহাতে সেইং নির্দ্দিষ্ট হুকুম খাটিবার যোগ্য নহে। বুঝিবেন যে এ গতিকের ভূমিতে ঐ ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের যে হুকুম ঐ সনের ১ প্রথম আইনের অনুসারে মোকররী জমা ধার্য্য করিবার এবং কোন অংশকিসমতের জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না হইবাপর্য্যন্ত তাহার বাকীর দায়ে সেই কিস্মতের ব্যাপক সমুদায় অধিকার বদ্ধ থাকিবার নিদর্শনে আছে এবং ঐ ২৫ আইনের ২৫ ধারার যে হুকুম কোন কিস্মতের জমার ধার্য্য কিছু অশুদ্ধ কিম্বা গণতায় হইয়া থাকিলে ও তাহা তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিদিত হইলে তদর্থে সে অধিকারের জমার ধার্য্য গোড়াগোড়ি ফিরাইয়া করিতে ঐ হজুর কৌন্সেলের আদেশ হইতে পারিবার নিদর্শনে আছে সেইং হুকুম এবং এ আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত বিধি খাটিবেক। কিন্তু এ ধারার লিখিত গতিকে এবং অন্য কোন গতিকে গোড়াগোড়ি জমার ধার্য্য করিতে হইলে তৎকালে তাহার হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুরের কারণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক ও তাহা তথায় যাবৎ মঞ্জুর না হয় তাবৎ এবং কোন ভূমির মোকররী জমায় কমী দিয়া ধার্য্য করিতে হইলে সে কমী ঐ হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না হইবাপর্য্যন্ত বলবৎ ও চূড়ান্ত হইবেক না ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের মতে হস্তান্তরে গত ভূমির জমার ধার্য্য করিতে ঐ সনের ১ আইনের হুকুম এবং এ আইনের ৮ ধারার বিধি চলিবার কথা।

জমার ধার্য্য গোড়াগোড়ি করিতে হইলে তাহা বোর্ড রেবিনিউর বিনামঞ্জুরে ও জমায় কমী দিতে হইলে তাহা হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীব্যতীত বলবৎ না হইবার কথা।

১৩ ধারা।

সাধারণ ভূমি অংশাংশি হইবার অর্থে নব্য হুকুমনির্ণয়ের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা গেল যে সাধারণ অধিকারভূমি অংশাংশি হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখিত কোনং হুকুমের দোষে তাহা অংশাংশি হইতে বিলম্ব দর্শে অতএব সেইং হুকুমের ফেরফার করিয়া এবং তদপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত করিয়া নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া সাধারণ ভূমি বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে কোন সাধারণ অধিকারভূমি অংশাংশির কারণ তদধিকারিসকলের দরখাস্ত পাইলে তৎকালে সে দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউতে না পাঠাইয়া ও তথাকার হুকুমের অপেক্ষিত না হইয়া দাঁড়ামতে সে ভূমি অংশাংশি করেন ও তাহার বেওরাহকীকৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অবগতহওনার্থে লিখিয়া পাঠান্।

কালেক্টরসাহেবেরা ইং ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণানুসারে দরখাস্ত পাইলেও সাধারণ ভূমি বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে কোন সাধারণ অধিকার ভূমি অংশাংশির কারণ তদধিকারিসকলের মধ্যে জনেক দুই জনের কিম্বা ততোধিক জনের দরখাস্ত পাইলেও তৎকালে দাঁড়ামতে সে ভূমি অংশাংশি করেন্। ও তাহার বেওরাহকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অবগতহওনার্থে লিখিয়া পাঠান্

পাঠান্। কিন্তু যদি সে ভূমির ভোগবানদিগের মধ্যের কেহ্ ঐ ২৫ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখনক্রমে সেই দরখাস্ত করণিয়াদিগের স্বত্ব সে ভূমিতে থাকিবার বিষয়ে সম্মত না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের উচিত নহে যে যাবৎ তাহারদিগের দাওয়া ঐ ২৫ আইনের অনুসারে নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ সে ভূমির অংশাংশি করেন্।

তাহার বিশেষ কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আমীনের স্থানে ভূমি অংশাংশির ও তাহার জমা ধার্য্যের বিষয়ের হকীকৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ১৮ ধারার অনুসারে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে বাটওয়ারার ফর্দ্দ ঐ আইনের ১৯ ধারানুসারে শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া ঐ ধারাক্রমেই তাহার নকল সে ভূমির অংশিগণের জনাজাৎকে দেন্। আর উচিত যে যদি সেই অংশাংশিকরণে সকল অংশিতে সম্মত হইবার নিদর্শনে একখান সম্মতিপত্র আপনারদিগের মোহরে ও দস্তখতে লিখিয়া তাহাতে চারি জন বিশ্বস্ত লোককে সাক্ষী করাইয়া দেয় কিম্বা যদি অংশিগণের মধ্যের কেহ সেই বাটওয়ারার ফর্দ্দ পাইলে পর ১৫ পনের দিনের মধ্যে সেই অংশাংশিকরণের প্রতি কিছু আপত্তি না করে তবে প্রথম গতিকে অর্থাৎ সেই সম্মতিপত্র পঁহুছিলে পর এবং দ্বিতীয় গতিকে এতাবতা ঐ নিরূপিত কালগতে তাহারদিগের জনাজাৎকে যাহার যে অংশে দখল দেওয়ান্। এবং তাহার হকীকতের ও যাহার যে মোকররী জমার নিদর্শনী বাটওয়ারার ফর্দ্দের নকলসমেত তর্জমা বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান্। কিন্তু সেই মোকররী জমা যাবৎ বোর্ডে মঞ্জুর না পড়ে তাবৎ বলবৎ ও চূড়ান্ত হইবেক না। ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার এবং ঐ সনের ২৫ আইনের ৮ অষ্টম ধারার অনুসারে সে সকল অংশের জমা ও জমীন এক সমান করিবার কারণ সেই বাটওয়ারা ফেরফার করিবার আবশ্যক হইলে তাহা করিতে পারেন্।

আমীনের স্থানে হকীকৎ পাইলে পর বাটওয়ারার ফর্দ্দের নকল অংশিগণের জনাজাৎকে দিবার কথা।

সম্মতিপত্র দিলে কিম্বা নিরূপিত কালের মধ্যে আপত্তি না করিলে যাহার যে অংশে দখল দেওয়াইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে যদি অংশিগণ কিম্বা তন্মধ্যের কেহ উপরের ধারার নির্ণীত ১৫ পনের দিনের মধ্যে বাটওয়ারার ফর্দ্দে কিছু আপত্তির দরখাস্ত করে তবে তাহারদিগের কাহাকেও কোন অংশ ভূমিতে দখল না দেওয়াইয়া সেই আপত্তির দরখাস্তের এবং বাটওয়ারার ফর্দ্দের আর আমীনের দাখিলকরা হকীকৎসকলের কিম্বা তাহার মধ্যের যে বিষয়ের আপত্তি জন্মিয়া থাকে সেই বিষয়ের নকলসমেত তর্জমা এবং সে মোকদ্দমার বিবেচনার কারণ অপর যে হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের জ্ঞাত হইবার আবশ্যক রহে তাহাসদ্ধা ঐ বোর্ডে শীঘ্র পাঠান্। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ১৯ এবং ২০ তথা ২১ ধারার লিখিত হুকুম নীচের লিখিত কএক মর্ম্ম ছাড়িয়া কর্ম্মণ্য হইবেক। সে মর্ম্মের এক এই যে ঐ আইনের ১৯ ধারাক্রমে যে হকীকৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের

আপত্তি জন্মিলে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হকীকৎ দৃষ্টে মোকদ্দমার বিচারাদি করিবার ও তাহার আপীল কিম্বা জমায় কমী

দিতে হইলে তস্য নিষ্প ত্তি হুজুর কৌন্সেলে হই বার কথা।

বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে চালানের হুকুম আছে সে হকীকৎ এমত মোকদ্দমার আপীল ঐ হুজুরে না হইলে কিম্বা মোকররী জমায় কমী না দিতে হইলে ঐ হুজুরে চালাইতে হইবেক না।

আপীলের মিয়াদের নির্ণয় এক মাস হইবার কথা।

দ্বিতীয় মর্ম্ম।— এই যে এমত মোকদ্দমা বোর্ড রেবিনিউতে নিষ্পত্তি পড়িবার সমাচার বাদি ও প্রতিবাদিতে পাইলে পর যে মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীল হুজুর কৌন্সেলে করিতে পারিবার নির্ণয় ঐ ২০ ধারায় আছে সে মিয়াদের নির্ণয় উত্তরকালে এক মাস করা গেল।

কালেক্টরসাহেবদিগের বিবেচিতাংশ বোর্ডরেবিনিউতে মঞ্জুর পড়িলে পর যদি সে মোকদ্দমার আপীল হুজুর কৌন্সেলে হয় তথাচ সেই অংশানুসারে অংশিগণকে দখল দেওয়াইবার কথা।

তৃতীয় মর্ম্ম।—এই যে কালেক্টরসাহেব বিবেচনাক্রমে যে ভূমির অংশাবধারণ করেন্ তাহা বোর্ড রেবিনিউতে মঞ্জুর পড়িলে পর সে মোকদ্দমার আপীল হউক কি না হউক তথাচ সে সাহেব সেই মঞ্জুরের অনুসারে সেই কৃতাংশ ভূমিতে তাহার অংশিদিগের জনাজাৎকে দখল দেওয়াইবেন ও আপীল হইলে তাহাতে হুজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় সে অংশাবধারণে ফেরফার করিবার কিম্বা তাহার মোকররী জমায় কমী দিবার অর্থে যে হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

বিশিষ্ট হেতুব্যতীত নিরূপিত মিয়াদগতে অংশাংশির আপত্তি ও তাহার আপীলের দরখাস্ত না শুনা যাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে কালেক্টর সাহেব ভূমি বাটওয়ারার ফর্দ্দ অংশিগণকে জ্ঞাত করাইলে পর নিরূপিত মিয়াদ অর্থাৎ পনের দিনগতে যদি তদর্থে তাহারদিগের কোন অংশিতে কিছু আপত্তি উপস্থিত করে তবে যাবৎ ঐ মিয়াদগতে সে আপত্তি উপস্থিত করিবার বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারে তাহা তাবৎ না শুনেন্। এমত প্রকারে হুজুর কৌন্সেলেও ঐ বোর্ডে নিষ্পত্তিহওয়া এমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ এক মাসগতে পঁহুছিলে তাহা ঐ মিয়াদগতে পঁহুছাইবার বলবৎ হেতু দর্শানব্যতীত গ্রাহ্য হইবেক না।

অংশাংশির আপত্তি বোর্ড রেবিনিউতে ও সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত হুজুর কৌন্সেলে অসঙ্গত জানিলে দণ্ড নির্ণয় হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবের কৃত অংশাংশির উপর কোন আপত্তির দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউতে উপস্থিত হইলে কিম্বা ঐ বোর্ডে নিষ্পত্তি হওয়া এমত কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত হুজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে যদি জানা যায় যে সে দরখাস্ত বাস্তব অসঙ্গত ও ব্যামোহদায়ক তবে প্রথম গতিকে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ও দ্বিতীয় গতিকে হুজুর কৌন্সেলে সে মোকদ্দমার ভাব ও সেই দরখাস্তকরণিয়া অপরাধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহার যত দণ্ড করা উচিত টাহরেন্ তাহাই নির্ণয় করিবেন ও সে দণ্ড মালগুজারীর বাকী আদায়ের অনুসারে উসুল করা যাইবেক।

কেহ ভূমি অংশাংশির জন্যে কাগজপত্র দিতে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার দণ্ড হুজুর কৌন্সেলে নির্ণয় হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— যদি কোন সাধারণ অধিকারের অংশিগণের কেহ বাটওয়ারার হুকুমহওয়া এবং আইনমতে কার্য্যকরা সেই অধিকারভূমির অংশাংশি করিতে তাহার আবশ্যক হিসাবকিতাব যোগানে কিম্বা অপর কোন বিষয়ে জানিয়া ও শুনিয়া ব্যাঘাত জন্মায় তবে কালেক্টরসাহেবের ও বোর্ড রেবিনিউর

সাহেবদিগের

সাহেবদিগের চালান করা সে বিষয়ের হকীকৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে তথায় সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই অপরাধির যত দণ্ড করা উচিত ঠাহরেন্ তাহাই নির্ণয় করিবেন ও সে দণ্ড আইনমতে মাল গুজারীর বাকী আদায়ের অনুসারে উসুল করা যাইবেক। আর ইহাও ব্যক্তের কারণ লেখা যাইতেছে যে যদি ঐ হিসাবকিতাব দাখিল না করিলে তৎপ্রযুক্ত কি অন্য কোন বিষয়েইবা অপরাধির দণ্ড আইনমতে প্রতিদিন করা উচিত হইয়া সে দণ্ডের নির্ণয় আদৌ কালেক্টরসাহেব কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা করেন্ ও তাহা ঐ হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করাণ কর্ত্তব্য হয় তবে তথায় সে দণ্ড সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যত মঞ্জুর পড়ে তাহাই সেই দিনহইতে লওয়া উচিত হইবেক যে দিনহইতে লইবার নির্ণয় আদৌ কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে হইবার সমাচার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা সেই অপরাধী পাইয়া থাকে ও তাহার বিশেষে যদি অন্য কোন দিনহইতে লইবার হুকুম ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে না হইয়া থাকে ইতি।

অপরাধির স্থানে দিনুড়ী দণ্ড লইবার সময়ের কথা।

১৪ ধারা।

স্বত্বপ্রধান তালুকদারদিগের কেহ খারিজের যোগ্য আপন তালুক খারিজের দরখাস্ত মূলের নির্ণীত এক বৎসরের মধ্যে না করিলে পশ্চাৎ খারিজ হইতে না পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের যে যে হুকুম স্বত্বপ্রধান তালুকদারেরা জমীদারীর পেটাহইতে খারিজের যোগ্য আপনারদিগের তালুকাৎ খারিজ করিতে পারিবার নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুমের মর্ম্মে জানা গেল যে তাহারদিগের মধ্যের কেহ যদি আপনার সেমত কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্তের কালে খারিজের দরখাস্ত না করিয়া কোন জমীদারীর পেটায় রাখিয়া থাকে তবে সে ব্যক্তি এইক্ষণে যে সময়ে দরখাস্ত করে সেই সময়েই খারিজ হইতে পারে। অতএব নীলামী ভূমির ক্রেতাদিগের হিতার্থে সেই২ হুকুম চলিবার কারণ এক মিয়াদের নির্দ্ধার্য্য এমতে করা আবশ্যক হয় যে নীলামী ক্রেতাদিগের ক্রীত ভূমির মধ্যে পড়িয়া থাকা সেমত কোন তালুক ভূমি সেই মিয়াদের পর নীলামী ক্রেতাদিগের হস্তছাড়া না হইতে পারে। এপ্রযুক্ত এ ধারাক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্বত্বপ্রধান তালুকদারদিগের যাহার যে তালুক কোন জমীদারীর পেটায় থাকে সে যদি সে তালককে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার কিম্বা তদিতর কোন আইনের অনুসারে খারিজের যোগ্য বুঝে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এ আইন জারীর তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে আপনার সেই তালুক খারিজের দরখাস্ত সেই তালুকথাকা জিলার কালেক্টরসাহেবের সমীপে দেয় ও যদি এই নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে তাহা না দেয় তবে ইহার পর ঐ ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে তাহার সে তালুক খারিজ করিবার স্বত্বাধিকার থাকিবেক না। আর বুঝিবেন যে ইতোমধ্যে সেমত যে তালুক খারিজের দরখাস্ত না হয় সে তালুকের সম্বন্ধে উপরের প্রসঙ্গিত ধারাও ঐ মিয়াদগতে অকর্ম্মণ্য হইবেক এবং তদনন্তর জানা যাইবেক যে সে তালুক সেই জমীদারীর পেটায় নিতান্ত চিহ্নিত ও তাহাহইতে খারিজের অযোগ্য।

তালুকাতের অধিকারিতার বিষয়ে তালুকদারদিগের হানি নাহইবার কথা।

অযোগ্য। কিন্তু এ আইনের মর্ম্ম এই যে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে সে তালুকের বিষয়ে সেই তালুকদারের স্বত্বাধিকারের ফের পড়িবেক না। এবং এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে দশসনী বন্দোবস্তের পর যে সকল তালুক নব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ৮ অষ্টম আইনের লিখিত খারিজের যোগ্য তালুকাতের সম্পর্কীয় হুকুম চলিবার মনস্থও ছিল না। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৯ নবম ধারায় প্রস্তাব আছে যে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ সকলেই বিক্রয়ের কিম্বা দানাদির দ্বারা নিজাধিকারভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু অংশ হস্তান্তর করিতে পারে কিন্তু ঐ ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে হুকুম আছে যে হস্তান্তরগত ভূমি খারিজ করিতে লাগিলে সে সমাচার কালেক্টরসাহেবকে দিতে হইবেক তাৎপর্য্য এই যে অংশ কিসমৎক্রমে ভূমি হস্তান্তরগত হইলে তাহার একং কিস্‌মতের জমার ধার্য্য সেই অধিকারসমুদায়ের জমার হারহারিতে করিতে হয় এবং সেই একং কিস্‌মতের অধিকারির নাম ও জমার সংখ্যা সিরিস্তার বহীতে লিখিতে হয় আর একং কিস্‌মতের মালগুজারীর অর্থে স্বতন্ত্রং কবুলিয়ত তাহার জনাজাৎ অধিকারির স্থানে লইতে হয় এবং সেই কবুলিয়ত লইবার দিনহইতে সেই একং কিসমতের প্রাপককে স্বতন্ত্রং অধিকারী গণ্য করিতে হয়। কিন্তু কোন কিস্‌মৎ ভূমি হস্তান্তরগত হইবার সমাচার যাবৎ কালেক্টরসাহেবের স্থানে না পঁহুছে ও সে ভূমি খারিজ না হয় তাবৎ সে কিসমতের মালগুজারীর বাকীর দায়ে সেই অধিকারসমুদায় যে রূপে তাহা খারিজ না হইলে থাকিত সেই রূপে নীলামে বিক্রয়ের যোগ্য থাকে। পরেও এ মর্ম্ম সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি অংশাংশির এবং তাহার একং অংশ কিসমতের জমা ধার্য্যের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৮ ধারাতে স্পষ্টকরিয়া লেখা গিয়াছে। অতএব জমীদারদিগের কেহ যদি উপরের প্রস্তাবিত আইন ঘোষণা পাইলে পর আপন জমীদারীর কিছু কিসমত খারিজী তালুকের মতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তরে করিয়া থাকে ও তৎপ্রাপক ব্যক্তি আইনের লিখনানুসারে স্বতন্ত্রক্রমে সে কিসমতের জমার ধার্য্য করাইতে নিশ্চয় ত্রুটি করিয়া থাকে তবে তাহাতে সরকারের স্বত্ব লোপ না হইতে পারিবার নিমিত্তে সে হস্তান্তরকরণ অসিদ্ধ হইবেক। আর যদি কোন ভূমি এমতে আপোসে হস্তান্তরে গিয়া ও তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না হইয়া এক অধিকারের পেটায় রহিয়া পশ্চাৎ সেই অধিকারের সঙ্গে সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হইয়া থাকে কিম্বা হয় তবে এই অবিধিক্রমে সে ভূমি আপোসে হস্তফের হইবার ফল এক কালেই অনর্থক যাইবেক। ও জানিবেন যে এ গতিকে হস্তান্তরে চলিত ভূমি যাবৎ সিরিস্তার বহীতে লেখা না যায় এবং যাবৎ তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না পড়ে তাবৎ সে ভূমি সেই রূপ সাধারণ অধিকারের ন্যায় ধর্ত্তব্য হইবেক যে রূপ সাধারণ অধিকারের কোন অংশ কিসমতের মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে সেই অধিকারসমুদায় নীলামের যোগ্য হয়। কিন্তু বুঝিবেন যে কোন অধিকারের পেটায় থাকা যে সকল তালুক

দশসনী বন্দোবস্তের পর নির্দ্দিষ্টহওয়া নব্য তালকসকলের বিষয়ে খারিজের যোগ্য তালুকাতের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের হুকুম না চলিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইন জারী হইলে পর অবিধিক্রমে কোন ভূমি হস্তান্তরে গেলে তাহাতে সরকারের স্বত্বলোপ না হইবার কথা।

খারিজের অযোগ্য

কিম্বা

কিম্বা সংক্রান্তর ভূমি লিখনপঠনাদি কোন নিদর্শনক্রমে স্বতন্ত্র অধিকারের তুলনায় খারিজের যোগ্য নহে তাহার বিষয়ে এ ধারার হুকুম কোন প্রকারে চলিবার দায় রাখে না। সেমত সকল ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারানুসারে যে বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ ঐ ৪৪ আইনের ২ দ্বিতীয় তথা ৫ পঞ্চম ধারায় হইয়া তাহার বেওরা স্পষ্টক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৭ সপ্তম ধারায় এবং ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২১ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণে লেখা গিয়াছে সেই বিশেষ বিষয় বর্জিয়া সাব্যস্ত থাকিবেক ইতি।

পেটাই তালুকসকলের বিষয়ে এ ধারার হুকুম না চলিবার কথা।

১৫ ধারা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের যে ৭ সপ্তম আইন ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনে অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে সে ৭ সপ্তম আইনের যে যে হুকুম এ আইনের মতে ফেরফার হইল সেইং হুকুমের অনুযায়ী যে সকল হুকুম ঐ ৫ পঞ্চম আইনে আছে সে সকল হুকুমেরো ফেরফার আইনমতে পড়িল। আর ইহাও বুঝিবেন যে এ আইনমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের যে যে হুকুম ফেরফারে নির্দ্দিষ্ট হইল সেইং নির্দ্দিষ্ট হুকুম বারাণসেও চলিবেক হেতু এই যে ঐ ২৫ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে ইতি।

এ আইনমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের যে যে হুকুম ফেরফার হইল সেইং হুকুমের অনুযায়ী যে সকল হুকুম বারাণসের সংক্রান্ত আইনে আছে তাহারো ফেরফার হইবার কথা।

VOL. III. 387.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সত্বরে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ১২ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ২৬ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবী পদাভিষিক্ত এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪৭ ধারার অনুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবী ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার যে কাজীয়লকুজ্জাতের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৯ আইনের অনুসারে সুবে বারাণসের কাজীয়লকুজ্জাতী ভার বাড়িয়াছে তিনিও ২ দুই জন মুফ্তীসমেত ঐ আদালতসকলের সাহেবদিগের সহকারিতার নিমিত্তে নিযুক্ত আছেন। তাহাতে গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এবং কৌন্সেলী সাহেবদিগকে নানা কর্ম্ম করিতে হয় অতএব পূর্ব্বে ঐ আদালতসকলের কার্য্যনির্ব্বাহে যথাসম্ভব বিলম্ব দর্শিয়াছিল ও তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে বিস্তর মোকদ্দমার আপীল না হইতে পারণহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের তথা ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে ঐ আদালতে মোকদ্দমা সকলের আপীল হইবার ভারলাঘব হওয়াও উচিত হইয়াছিল। তথাচ নির্ব্বাহ পাওয়া কঠিনপ্রযুক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মোকদ্দমা বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিয়াছে এপ্রযুক্ত এবং বিনাপক্ষপাতে ও সত্বরে সুন্দররূপে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার জন্যে আর ঐ সুবেজাতের নিবাসিদিগের ধনপ্রাণ সদা রক্ষণ অত্যাবশ্যকের নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে দেশের বন্দোবস্ত করিবার এবং সর্ব্বত্র হুকুম চালাইবার কর্ত্তা ঐ গবরনর্ জেনরল বাহাদুর সেই সাহেবদিগের দ্বারা ঐ আদালতসকলের কার্য্য সম্পন্ন করান্ যে সাহেবেরা ঐ বন্দোবস্ত করিবার ও সর্ব্বত্র হুকুম চালাইবার ভারাক্রান্ত না হন্। আর রাজাধিপ শ্রীমান্ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজত্ব অটল হইবার ও সুরাগ জন্মিবার এবং এ রাজ্যের প্রজাবর্গের সুখবৃদ্ধি পাইবার কারণ ঐ দুই আদা

লতের

লতের কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা ঝটিতি সম্পন্ন হইবার অর্থে উপায়ান্তর সৃষ্টিকরা কর্ত্তব্য এবং ঐ আদালতসকলের এই যে কার্য্য পূর্ব্বে দেশের বন্দোবস্ত করিবার ও সর্ব্বত্র হুকুম চালাইবার ব্যাপারভুক্ত ছিল ইহাকে স্বতন্ত্র করাও বিহিত। এই সকল হেতুতে ঐ গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম অচিরাৎ সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মূলের উল্লিখিত কএক ধারা রহিত হইবার কথা।

এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারা তথা ঐ ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৬৭ ধারা নিবৃত্ত হইল ইতি।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে যে সাহেবেরা পাইবেন তাহার কথা।

উত্তরকালে সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার তিন জন সাহেব পাইবেন ও তাঁহারা একাদিক্রমে প্রধান জজ ও দ্বিতীয় জজ ও তৃতীয় জজ খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন। এবং সেই প্রাধান্যভার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর নিজে না লইয়া ও জেনরলসংজ্ঞক সেনাপতি সাহেবকেও না দিয়া কৌন্সেলী অন্য যে সাহেবকে ঠাহরেন তাঁহাকেই দিবেন। তদিতর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজ দুই সাহেবকে ঐ গবরনর জেনরল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কৌন্সেলী সাহেব লোকছাড়া অন্য সাহেবদিগের মধ্যহইতে বাচিয়া নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য শপথের মত দিব্য করিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে প্রধান সাহেব ও নীচের সাহেবেরা পান্ তাঁহারা স্বং কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সেইরূপ শপথ করিবেন যেরূপ শপথ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে ঐ হজুরে করাণ যায় ইতি।

৫ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার ও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে সাহেবেরা এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে পান্ তাঁহারদিগেরে যে সকল ক্ষমতা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে ভারপাওয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগকে বহালী আইনসকলের মতে অর্পণ হইয়াছিল সেই সকল ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে অর্পণ হইবেক। আর যে সকল কর্ম্ম ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের দাঁড়ায় ছাপা ও জারীহওয়া অন্যং আইনসকলের দৃষ্টে করিতে হয় সেই সকল কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক। আর উপরের প্রস্তাবিত

আইনসকলের

আইনসকলের নিবর্ত্তে ও পরিবর্ত্তে যাহা সাব্যস্থ হইল তদৃষ্টে এবং তদতিরিক্ত যে উপায়ের ধার্য্য নীচের লিখনক্রমে হইল তদনুসারেও কার্য্য করা তাঁহারদিগের উচিত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত খোলা থাকিবার সময়ের এবং দুই জন জজসাহেবের বিনাসাক্ষাৎ তথাকার কোন ডিক্রী কিম্বা হুকুম বলবৎ ও চূড়ান্ত হইতে না পারিবার কথা।

কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে জজসাহেবদিগের মতের অনৈক্য হইলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকিবেক। এবং ঐ কাছারীর উপযুক্ত স্থান মিলিলে তৎকালহইতে তথায় ঐ আদালতের জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে বৈঠক করিবেন। আর ঐ আদালতের দরবারে একত্র দুই জন জজসাহেব বসিবার আবশ্যক হইবেক। এবং দুই জন জজসাহেবের সাক্ষাৎকারব্যতীত ঐ আদালতের কোন ডিক্রী কিম্বা হুকুম বলবৎ ও চূড়ান্ত হইবেক না। ইহাতে তিন জন জজসাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর মতের ফের পড়ে তবে তন্মধ্যে অধিক জনের যে মত হয় তদনুসারে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবেক। কিন্তু দুই জন জজসাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে উভয়তঃ মতের ঐক্য না হয় তবে সে কালে তিনজন জজসাহেবের মধ্যে যে সাহেব উপস্থিত না থাকেন্ সে সাহেব উপস্থিত না হইবাপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত করিতে হইবেক। এবং যে সময়ে এমত গতিক হয় সে সময়ে ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সে বৃত্তান্ত তৎকালের অনুপস্থিত জজসাহেবকে অবগত করাইবেন। এবং সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ প্রধান জজসাহেব নিরূপিত দিনছাড়া স্বতন্ত্র এক দিন বৈঠকের জন্যে নির্ণয় করিবেন অথবা হুকুম দিবেন যে আইন্দা মিসিলের দিবসে এতাবতা তাহার পর নিরূপিত যে দিনে প্রথম বৈঠক হয় সেই দিনে সেই মোকদ্দমা শুনানী করান্ ও সে বৈঠকে সকল জজসাহেবেরা সাক্ষাৎ থাকিবেন। ইহাতে নিয়ম আছে যে জজসাহেবেরা সপ্তাহের মধ্যে নিরূপিত তিন দিন ঐ আদালতে বৈঠক করিবেন এবং নিরূপিত দিনছাড়া স্বতন্ত্র কোন দিনে ঐ আদালতে বৈঠকের আবশ্যক হইলে সেই স্বতন্ত্র দিনে বসিবার আদেশ প্রধান জজসাহেবের স্থানে কিম্বা তিনি পীড়াদি কোন হেতুতে সাক্ষাৎ না থাকিলে দ্বিতীয় জজসাহেবের স্থানে পাইলে তথাকার রেজিষ্টরসাহেব সেই স্বতন্ত্র দিনে বৈঠকের কারণ অন্য জজসাহেবকে সমাচার দিবেন। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কখন প্রধান জজসাহেব সদর মোকামহইতে স্থানান্তরে যাওন কিম্বা পীড়িত হওন অথবা অপর কোনহেতুক উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে যে দুই জন জজসাহেব তৎকালে প্রত্যক্ষ থাকেন্ তাঁহার মধ্যের অগ্রগণ্য সাহেব সেই প্রধান জজসাহেবের স্থানে ভার পাইয়া থাকিলে তৎস্বরূপে সকল কর্ম্ম করিবার হুকুম দিতে পারিবেন ও তাহাতে সেই প্রধান সাহেবের সমস্ত ক্ষমতা সেই অগ্রগণ্য সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবেক। আর প্রধান জজসাহেবের স্বাভাবিক শক্তি আছে তদ্ভিন্ন জজসাহেবদিগের কেহ সকল

সপ্তাহের মধ্যে নির্ণীত তিন দিন এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক দিন ঐ আদালতের বৈঠক হইবার কথা।

উপস্থিত থাকা জজসাহেবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যের ক্ষমতার কথা।

প্রধান জজসাহেব কাহার অনুমতি না লইয়া

জজসাহেবের

এবং অন্য জজসাহেব দিগের কেহ সকলের অনুমতি পাইলে একাকী আরজী লইতে পারিবার ও তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে না পারিবার এবং অপর কার্য্য আইনমতে করিতে পারিবার কথা।

উচিত বুঝিলে জজসাহেবেরা সকলেই রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা জোবানবন্দী না লইয়া নিজে লইতে পারিবার কথা।

জজসাহেবেরা ঐ আদালতের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

যে যে সাহেবের সমক্ষে যে যে ডিক্রী হয় সেই২ সাহেব সেই২ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবার কথা।

জজসাহেবের স্থানে ভার পাইলে শক্তি রাখিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতে লইবার যোগ্য আপীলের মোকদ্দমার কিম্বা অন্য কোন মোকদ্দমার আরজী যদি দরবারের সময়ে পঁহুছে তবে তাহা একাকী লন্ ও তাহাতে আইনমতে যে কর্ত্তব্য তাহাও করেন্। কিন্তু দুই জন জজসাহেব সাক্ষাৎ না থাকিলে সে মোকদ্দমায় কোন হুকুম চূড়ান্তরূপে দিতে পারিবেন না এবং সে মোকদ্দমায় পূর্ব্বে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাও ফেরফার করিতে শক্ত হইবেন না। আর ঐ আদালতের জজসাহেবদিগের জনেকে কি অধিক জনেইবা কাহার জোবানবন্দী আপন কিম্বা আপনারদিগের সমক্ষে করাইয়া লওয়া উচিত জানিলে সাধ্য রাখেন্ যে তাহার জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা না করিয়া লইয়া নিজ সমক্ষে করিয়া লন্। এবং ঐ জজসাহেবেরা আপনারদিগের ভারের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া যে রূপে আইনের মতের বহির্ভূত না হয় সেইরূপে ধার্য্য করিতে পারেন্। আর যে যে জজসাহেবের সমক্ষে যে যে ডিক্রী হয় সেই২ জজসাহেব সেই২ ডিক্রীতে আপন২ দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ আদালতে হওয়া সমস্ত হুকুমের উপরেই তথাকার রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ সেই দাঁড়ায় হইবেক যে দাঁড়ার নির্ণয় তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহের অর্থে তথাকার জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের সেই ৫ পঞ্চম ধারাদৃষ্টে করেন্ যে ৫ পঞ্চম ধারানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে সেই আদালতসকলের সকল আমলার কর্ম্মের বিলি ব্যবস্থা করিবার ভারার্পণ হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

ত্রুটি হইলে আদালতসকলের সাহেবেরা কর্ম্ম হইতে স্থগিত হইবার নিদর্শন পূর্ব্বের আইনসকলে থাকিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ মফঃসল কোর্ট আপীলের জজসাহেবদিগের কেহ কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ করেন্ কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করেন্ অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখেন্ তবে তাঁহাকে তৎকর্ম্মহইতে স্থগিত করিয়া রাখিবেন ও তাহার নিষ্পত্তির কারণ হকীকৎ লিখিয়া সে বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্রসুদ্ধা তজবীজী রোয়দাদ ১০ দশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছাইবেন। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৫ ধারানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ইহাও শক্তি আছে যে যদি মফঃসল কোর্ট আপীলের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ করেন্ কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করেন্ অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখেন্ তবে তাঁহাকেও তৎকর্ম্মহইতে স্থগিত করিয়া রাখিবেন এবং ঐ ৫ পঞ্চম আইনের ১০ দশম

ধারার

ধারার অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব আপন সংক্রান্ত কিছু কার্য্য করিতে শৈথিল্য করিলে কিম্বা যে কোন গর্হিত কর্ম্মের উপায় স্থির স্পষ্টক্রমে করা যায় নাই তাহাতে আসক্ত হইলে তাহার হকীকৎ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এমত হকীকৎ পাইলে তাহাতে কিরূপ আচরণ করিবেন তাহার কিছুই উপায় স্থির ঐ আইনে হয় নাই। এবং কোন মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবপ্রভৃতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ইঙ্গরেজ আমলার মধ্যের কেহ কাহার স্থানে কিছু ঘুষ খাইবার কিম্বা জোর করিয়া লইবার মোকদ্দমা যাহার শাসনের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র নির্ণয় হইয়াছে তাহাছাড়া কোন বিষয়ে শৈথিল্য কিম্বা অপর ত্রুটি করিলে তাহার বৃত্তান্তও সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইবার অর্থে হুকুম ঐ ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেমত বৃত্তান্তলিপি পাইলে তাহাতেও কোন্ ব্যবস্থা করিবেন তাহার কিছু উপায় স্থির সে আইনে করা যায় নাই অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১০ দশম ধারার শেষের লিখিত বিধিক্রমে কিম্বা ঐ সনের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ১০ দশম ধারার উল্লিখিত হুকুমের অনুসারে কাহার শৈথিল্যের কিম্বা অপর ত্রুটির সমাচার অথবা যে কোন গর্হিত কর্ম্মের সম্পর্কে কোন উপায় স্থির আইনসকলে হয় নাই সে কর্ম্মে আসক্ত হইবার তত্ত্ব পাইলে তৎকালে সে বিষয়ের প্রমাণপ্রয়োগার্থে যেপর্য্যন্ত তজবীজ ও তহকীক করিবার আবশ্যক থাকে তাহা করিবেন ও তাহাতে কোন হুকুম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে লইবার প্রয়োজন বুঝিলে তাহা লইবার অর্থে সেই তজবীজী রোয়দাদ সে বিষয়ের পাওয়া সমস্ত কাগজপত্র সমেত ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কোন আদালতের বিষয়লিপ্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের কেহ কখন আদালতের সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমার বিচার কিম্বা হুকুম জারী করিতে জানিয়া ও শুনিয়া শৈথিল্য করিলে অথবা কোন গর্হিত কর্ম্মে আসক্ত হইলে তাহার যে মর্ম্ম কোন মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের চালানী হকীকৎদৃষ্টে কিম্বা আপনারদিগের সাক্ষাৎ হওয়া রোয়দাদের অনুসারে কি আপনারদিগের সমক্ষে দাখিলহওয়া কাগজপত্রদৃষ্টেইবা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন। কিন্তু যে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জানেন্ যে কেবল বুঝিবার ভ্রান্তিতে সেই শৈথিল্যাদি ত্রুটি হইয়া লঘু অপরাধ ঠাহরিয়াছে ও সে অপরাধের শাস্তির সীমা কেবল চেতানপর্য্যন্তই হয় তবে সে সময়ে

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ত্রুটির তত্ত্ব পাইলে তাহাতে কিরূপ আচরণ করিবেন তাহার উপায় পূর্ব্ব আইনে স্থির না হওনের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বৃত্তান্তলিপি পাইলে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

ঐ আদালতের সাহেবেরা মূলের লিখিত হকীকৎ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার সময়ের কথা।

ভ্রান্তিহেতুক লঘু অপরাধ হইলে তাহার শাসনের মতের কথা।

সাধ্য রাখেন্ যে সেমত্তাপরাধের কর্ম্ম করিলে তাঁহাকে চেতাইয়া দেন্। অথবা যদি গুরুতরাপরাধ করেন্ তবে তদুপযুক্ত দমন করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত পূর্ব্ব হুকুমের ফেরফার না হইবার এবং কোন মোকদ্দমার বিচারের ফের থাকিলে তাহাতে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

মফঃসল কোর্ট আপীলে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার ভারলাযবের যে মত স্থির ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনে তথা ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনে হইয়াছে তাহা এইক্ষণেও সাব্যস্থ থাকিবেক। ও তাহাতে এই বিষয় বিশেষ হইবেক যে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয় যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে কোন মোকদ্দমা বহালী আইনসকলের মতে মফঃসল কোর্ট আপীলে আপীল হইবার যোগ্য হয় তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী কেহ নিরূপিত কালবহির্ভূতে দিয়াছিল এহেতুক কিম্বা তাহা বেদাঁড়ায় লিখিয়াছিল সে হেতুক অথবা অপর কোন দোষপ্রযুক্ত সে আরজী মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা লন্ নাই কি তাহা লইয়া পরেইবা কোন দোষহেতুক সে নালিশী মোকদ্দমার বিচার না করিয়া ডিস্মিস্ করিয়াছেন তবে সেই আপীলের দরখাস্তী আরজীর মোকদ্দমা সংখ্যা কিম্বা মূল্যক্রমে যত টাকার দাওয়ার হউক তাহার ধরাট সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা না করিয়া সে আরজী কেবল সদর দেওয়ানী আদালতে অন্যং মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দিবার প্রণালীপূর্ব্বক দিলেই লইবেন ও যদি তাহাতে সেই মফঃসল কোর্ট আপীলের রোয়দাদদৃষ্টে বুঝেন যে সেই কোর্ট আপীলের সাহেবেরা সেই আপীলের দরখাস্তী আরজী বিশিষ্ট হেতু না পাইবার উপলক্ষ করিয়া লন্ নাই কি লইয়া পরেইবা কোন হেতুতে বিনা বিচারে ডিস্মিস্ করিয়াছেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে তাঁহারা তাহা না লইয়া থাকিলে লইবার অর্থে ও লইয়া বিনাবিচারে ডিস্মিস্ করিয়া থাকিলে পুনরায় তাহা সাব্যস্থ করিবার জন্যে হুকুম দিতে সক্ষম হইবেন ও তদনুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আইনসকলের মতে করিতে হইবেক। কিন্তু যদি বিচারমুখে প্রমাণ হয় যে সে দরখাস্তী আরজী নিতান্ত অসঙ্গত তবে তৎকালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ভাব ও আপেলাণ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে অন্যায়বাদি আপেলাণ্টের উপর দণ্ডনির্ণয় করিবার স্থির আছে সেইরূপে তাহার উপর সরকারে দণ্ড লইবার নির্ণয় করিবেন।

আপীলের দরখাস্তী আরজী অসঙ্গত ঠাহরিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

আর জানিবেন যে এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে যে সময়ে যে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী কিম্বা হুকুম মফঃসল কোর্ট আপীলে হইয়াছে সে ডিক্রী কিম্বা হুকুম যদি সে সময়ের বহালী আইনমতে চূড়ান্ত হইয়া থাকে ও সে মোকদ্দমা আপীলের অযোগ্য হয় তবে এইক্ষণেও এ আইনমতে তাহার আপীলের কারণ দরখাস্তী আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া সম্ভব হইবেক না ইতি।

এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমা তৎকালে আপীলের অযোগ্য থাকিলে তাহা এইক্ষণেও আপীলের অযোগ্য হইবার কথা।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

উপরের লিখিত গতিকে যে বিশেষ হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার যোগ্য মোকদ্দমাসকলের সংখ্যা ও মূল্যের পূর্ব্বনির্ণয়ের উপর হইল সেই বিশেষ হুকুম মফঃসল কোর্ট আপীলে বহালী আইনসকলের মতে আপীল হইবার যোগ্য মোকদ্দমাসকলের সংখ্যা ও মূল্যের যে নির্ণয় আছে তাহার উপরেও খাটিবেক। অতএব এ ধারাক্রমে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃতনিষ্পত্তি যে কোন মোকদ্দমা কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট এদেশীয় কমিস্যনরলোকদিগের সমাধাকরা যে কোন মোকদ্দমা বহালী আইনসকলের মতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য হয় তাহার উপর আপীল কিম্বা কিছু হুকুম সেই দেওয়ানী আদালতে হইবার অর্থের দরখাস্ত আরজী কেহ দিলে যদি বুঝেন্ যে সে আরজী পূর্ব্বে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানে নিয়মিত কালগতে দিয়াছিল কিম্বা বেদাঁড়ায় লিখিয়াছিল এহেতুক অথবা অপর কোন দোষহেতুক সে জজসাহেব তাহা লন্ নাই কি লইয়া পরেইবা কোনহেতুক বিনাবিচারে ডিস্মিস্ করিয়াছেন তবে সে আরজীর মোকদ্দমা সংখ্যা কিম্বা মূল্যক্রমে যত টাকার দাওয়ার হউক তাহার ধরাট মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা না করিয়া সে আরজী কেবল মফঃসল কোর্ট আপীলে অন্যং মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দিবার প্রণালীপূর্ব্বক দিলেই লইবেন ও তাহাতে উপরের ধারার লিখনানুসারে কার্য্য করিবেন। আর জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরাও যদি এদেশীয় কমিস্যনর লোকদিগের কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত আরজী ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩ তৃতীয় আইনের অনুসারে প্রাপ্ত ভারক্রমে রেজিষ্টর সাহেবদিগকে সঁপিয়া থাকেন্ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা তাহা কোন দোষহেতুক যথাসঙ্গত বিচার না করিয়া ডিস্মিস্ করিয়া থাকেন্ তবে সে আরজী লইয়া উপরের লিখনানুসারে কার্য্য করিতে মনোযোগী হইবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের আরজী লইবার নিদর্শনী উপরের ধারার লিখিত বিশেষ হুকুম মফঃসল কোর্ট আপীলে এবং দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার যোগ্য মোকদ্দমাসকলের উপর খাটিবার কথা।

১০ ধারা।

উত্তরকালে নিজামৎ আদালতের জজের ভার তিন জন সাহেব পাইবেন ও তাঁহারা একাদিক্রমে প্রধান জজ ও দ্বিতীয় জজ ও তৃতীয় জজ খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন। এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িয্যার ও বারাণসের কাজীয়লকুজ্জাৎ দুই জন মুফ্তীসুদ্ধা সে সাহেবদিগের সহায়তায় থাকিবেন। আর সেই প্রাধান্য ভার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর নিজে না লইয়া ও জেনরলসংজ্ঞক সেনাপতি সাহেবকেও না দিয়া কৌন্সেলী অন্য যে সাহেবকে চাহবেন্ তাঁহাকেই দিবেন। তদিতর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজ দুই সাহেবকে ঐ গবরনর জেন

নিজামৎ আদালতের জজের ভার যে যে সাহেব পাইবেন তাহার কথা।

রল

রল শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কৌন্সেলী সাহেব লোক ছাড়া অন্য সাহেবদিগের মধ্যহইতে বাচিয়া নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য শপথের অনুসারে দিব্য করিবার কথা।

নিজামৎ আদালতের জজের ভার যে প্রধান সাহেব ও নীচের সাহেবেরা পান্ তাঁহারা স্বস্বকার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে কৌন্সেলে যেরূপ শপথ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৩৪ ধারার অনুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে ঐ হুজুরে করাণ যায় সেই রূপ শপথ করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা ও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

নিজামৎ আদালতের জজের ভার যে সাহেবেরা এ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে পান্ তাঁহারদিগেরে যে সকল ক্ষমতা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৬৭ ধারানুসারে ভারপাওয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগকে বহালী আইনসকলের মতে অর্পণ হইয়াছিল সেই সকল ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে অর্পণ হইবেক। আর যে সকল কর্ম্ম ঐ ৯ নবম আইনের অনুসারে এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের দাঁড়ায় ছাপা ও জারীহওয়া অন্যং আইনসকলের দৃষ্টে করিতে হয় সেইসকল কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক। আর উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের নিবর্ত্তে ও পরিবর্ত্তে যাহা সাব্যস্ত হইল তদ্দৃষ্টে এবং তদতিরিক্ত যে উপায়ের ধার্য্য নীচের লিখনক্রমে হইল তদনুসারেও কার্য্য করা তাঁহারদিগের উচিত হইল ইতি।

১৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের কাছারী খোলা থাকিবার সময়ের ও তথাকার সকল কর্ম্ম এ আইনের ৬ ধারার দাঁড়ামতেহইবার কথা।

নিজামৎ আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকিবেক এবং ঐ কাছারীর উপযুক্ত স্থান মিলিলে তৎকালহইতে তথায় ঐ আদালতের জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৬৬ ধারানুসারে বৈঠক করিবেন। আর সদর দেওয়ানী আদালতের দরবারে যত জন জজসাহেব একত্র বসিবার ও তাঁহারা হুকুম দিবার ও সে হুকুম বলবৎ ও চূড়ান্ত হইবার এবং কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে সে জজসাহেবদিগের পরস্পর মতের ফের পড়িলে তাহাতে কর্ত্তব্যাচরণের এবং নিরূপিত দিনে ও তদিতর দিনবিশেষে সে আদালতের বৈঠক হইবার এবং তাঁহারা অন্যং কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে যে যে দাঁড়ার নির্ণয় এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় হইয়াছে সেইং দাঁড়াসমস্তই নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য তদনুযায়ী ব্যাপারের উপর চলিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

জজপ্রভৃতি সাহেবদি

সদর দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ মফঃসল কোর্ট আপী

লের

লের জজসাহেবদিগের কেহ কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ করিলে কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করিলে অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখিলে সে সাহেবকে আর মফঃসল কোর্ট আপীলের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ করিলে কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করিলে অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখিলে সে সাহেবকেও তত্তৎ কর্ম্মহইতে স্থগিত করিয়া রাখিবার অর্থে যে ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতা সমস্তই নিজামৎ আদালতের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ কিম্বা জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কেহ করিলে কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করিলে অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখিলে সে সাহেবকে আর দায়ের ও সায়েরী আদালতের কোন হুকুমের অন্যথাচরণ জিলা কিম্বা শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কেহ করিলে কিম্বা সে হুকুম জারী করিতে শৈথিল্য করিলে অথবা তাহা জারী করিবার হকীকৎ মিথ্যা করিয়া লিখিলে সে সাহেবকেও তত্তৎ কর্ম্মহইতে স্থগিত করিয়া রাখিবার অর্থে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইল। এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কেহ এমত ত্রুটির কর্ম্ম করিলে তৎকালে তাহার হকীকৎ যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৫ ধারার অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কৃত এমত ত্রুটিজনক কর্ম্মের হকীকৎ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন্ সেইরূপে লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন। আর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এ শক্তিও অর্পণ এবং হুকুম হইল যে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কাহার কৃত শৈথিল্যের কিম্বা কোন গর্হিত কর্ম্মের হকীকৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৬৩ ধারার অনুসারে পাঠাইলে তাহাতে এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব যাহার যে ব্যাপ্য রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কাহার অথবা অন্য কোন আমলার কৃত শৈথিল্যের অথবা কিছু গর্হিত কর্ম্মের হকীকৎ ঐ ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে পাঠাইয়া দিলে তাহাতেও যে মতাচরণ এ আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের সমীপে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের জজ কিম্বা রেজিষ্টর অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কাহার কিম্বা অন্য কোন আমলার কৃত শৈথিল্যের অথবা কোন গর্হিত কর্ম্মের হকীকৎ পাঠাইয়া দিলে করেন্

গকে কর্ম্মে স্থগিত করিবার নিদর্শনী ৭ ধারার লিখিত যে ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের আছে সে ক্ষমতা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকেও অর্পণ হইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কৃত অন্যথাচরণাদির হকীকৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে চালাইবার কথা।

মূলের লিখিত হকীকৎদৃষ্টে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

করেন্ সেই মতাচরণ করিবেন। আর যে সকল কৃত শৈথিল্যের ও গর্হিত কর্ম্মের অর্থে কোন উপায় স্থির হয় নাই তাহার কোন বিষয়ে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আদালতসকলের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটী অথবা পোলীসের এলাকার কেহ আসক্ত হইয়াছেন এমত বোধ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হইলে তাহাতেও এ আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত বিধি সমস্তই খাটিতে পারে অতএব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে বিষয়ের হকীকৎ লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছান্ অথবা বিহিত বুঝিলে তদর্থে সেই ত্রুটিকারককে চেতাইয়া দেন্ অথবা দমন করেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

মফঃসল কোর্ট আপীলের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা স্থানান্তরে গমনের পরওয়ানগী হজুর কৌন্সেলহইতে লইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৭ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার তথা ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে এই নিষেধ আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিনাহুকুমে আপনারদিগের সদর মোকাম ছাড়া না হন্ তাহাতে উত্তরকালে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে আপনারা স্থানান্তরে গতি করিতে হইলে যেরূপে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা স্থানান্তরে গমনের পরওয়ানগী ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে লইবার বিধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় আছে সেইরূপে তদর্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে পরওয়ানগী লইবেন।

ঐ সাহেবদিগকে বিদায়ের পরওয়ানগী দিবার পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিবার কথা।

কিন্তু ঐ শ্রীযুত আপন হজুর কৌন্সেলহইতে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের অথবা জিলা কি শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অথবা জিলা কি শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কাহাকেও স্থানান্তরে গমনের পরওয়ানগী দিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্থানে উপস্থিতথাকা ব্যাপারের বেওরা ও তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইবার অর্থে বিদায়ের পরওয়ানগী দিলে কোন কার্য্যের ভণ্ডুল হয় কি না ইহার বেওরা সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসিয়া পরামর্শপূর্ব্বক যে কর্ত্তব্য তাহা করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

মূলের লিখিত সময় ব্যতীত সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের তরজমা ও নকলকরাণ ও উঠান না যাইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ভাষাক্ষরে লেখা যাইত এবং তাহার নকল গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে ও কোর্ট ডৈরেক্টর্সের সন্নিধানে পাঠাইবার অর্থে উঠাইতে হইত। উত্তরকালে তাহার যত রোয়দাদ প্রণালীপূর্ব্বক কার্য্য চলিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ভাষায় রাখিবার প্রয়োজন হয় কেবল তাহাই রাখা যাইবেক তদপেক্ষা অধিক রাখা যাইবেক না এবং তাহার নকল কেবল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের

জের বাদশাহের হজুরে কিম্বা ঐ হজুর কৌন্সেলে নিরূপিত কালে মোকদ্দমার আপীল হইবার সময়ব্যতীত উঠাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু ঐ দুই গতিকে এতাবতা ঐ দুই স্থানে আপীল হইলে তৎকালে সেই আপীলের মোকদ্দমার রোয়দাদের ইঙ্গরেজী তরজমা ও তাহার নকল পূর্ব্বমতে করাইবার ও উঠাইবার আবশ্যক হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের তরজমানবীসী সিরিস্তা মৌকুফের এবং আবশ্যক হইলে তথাকার রোয়দাদের তরজমা করাইবার মতের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের তরজমানবীসী কর্ম্ম নিবৃত্ত করা গেল ইহাতে যদি কখন কোন কাগজের তরজমার আবশ্যক ঐ দুই আদালতে হয় তবে তৎকালে তাহা তথাকার রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের দ্বারা করাইতে হইবেক। কিম্বা যে কোন সময়ে কার্য্যের ভীড়ে তাঁহারদিগের অবসর না থাকে সে সময়ে যেরূপে নিজামৎ আদালতে চালাইবার মোকদ্দমার রোয়দাদের তর্জমা করাইবার সাধ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ আদালতসকলের জজসাহেবেরা সে কাগজের তর্জমা তৎকর্ম্মে নিপুণ ব্যক্ত্যন্তরের দ্বারা করাইতে সাধ্য রাখিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল কাগজ মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা পাঠান তাহার তরজমা বিনাআবশ্যকে কখন করাণ না যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের যে ৩০ ত্রিংশৎ ধারার অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের স্থানে দাখিলহওয়া এদেশীয় ভাষাক্ষরে লেখা আপীলের কি অন্য মোকদ্দমার যে সকল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন সে সকল কাগজপত্রের তরজমা করাইবেন সে ধারা এ ধারাক্রমে নিবৃত্ত হইল॥ আর মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে উত্তরকাল যে সকল আসল কাগজ সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন ও তাঁহারদিগের স্থানে যে সকল কাগজের তরজমা হুকুমনামার দ্বারা তলব হয় কিম্বা আইনমতে অথবা কোন খাটী হুকুমের অনুসারে যে সকল কাগজের তরজমা পাঠাইবার আবশ্যক থাকে কেবল সেই সকল কাগজের তরজমা করাইবেন ইতি।

১৯ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাতলবে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা কোন কাগজের তরজমা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদি

এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ধারা নিবৃত্ত হইল উত্তরকালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের ঐ আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে যে মোকদ্দমার রোয়দাদওগয়রহ কাগজপত্রের তরজমা চাহেন তাহাছাড়া কোন কাগজের তরজমা মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে তলব করি

বেন

গের স্থানে না চাহিবার কথা।

বেন না। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার আপীল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের হুজুরে হইলে সে জন্যে কি কারণান্তরেই বা যে সময়ে যে মোকদ্দমার রোয়দাদের কিম্বা অন্য কাগজপত্রের তরজমা তলব করেন্ সে সময়ে তাহার তরজমা সে মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিতহওয়া জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৪ চতুর্থ ধারানুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে উত্তরকালে যে যে সময়ে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের স্থানে যে যে কাগজের তরজমা তলব হয় তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরছাড়া কোন সাহেবের দ্বারা করাইবার আবশ্যক হইলে সেই২ সময়েই তাহা করাইবার অর্থে ঐ ১৯ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত বিধি সাব্যস্থ ও বলবৎ থাকিবেক ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের তলবমতে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা কাগজের তরজমা করাইবার মতের কথা।

VOL. III. 400.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া সাক্ষিগণের নামে বাদি কিম্বা প্রতিবাদিতে অসঙ্গত নালিশ করিবার এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কারণ সাক্ষিদিগেরে কিছু দিয়াছে কহিয়া একে আরের উপর ফরিয়াদী হইবার যে পদ্য শ্রীযুক্ত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশের অনেক স্থানে পড়িয়াছে সে পদ্য নিবৃত্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ৩ জীকাদে জারী হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪ চতুর্থ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে বারাণসে চলিয়াছে সেই ৪ চতুর্থ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে যদি কোন সাক্ষী কিম্বা অন্য লোকে চেষ্টা পাইয়া কিম্বা লুব্ধ হইয়া দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সে আদালতের জজসাহেব শক্ত কয়েদ করিয়া সেই অপরাধ যে জিলায় হইয়া থাকে সেই জিলার ব্যাপক দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারার্থে সঁপিবেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশের অনেক স্থানে এমত পদ্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছে যে দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দাওয়ায় বাদি কিম্বা প্রতিবাদিতে বিপক্ষের সাক্ষিদিগের নামে এবং আপনারদিগের মানা সাক্ষিগণের নামেও তাহারদিগেরে যে বিষয়ের প্রমাণার্থে সাক্ষী মানিয়া থাকে তাহা সে সকলের সাক্ষ্য দিবাতে প্রমাণ না হইলে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্যে কাহাকেও কিছু দিয়াছে বলিয়া একে আরের নামে অসঙ্গত নালিশ করে ও এমত নালিশ বারেং সেই নালিশকরণিয়াদিগের আনীত সাক্ষিদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দ্বারা সাব্যস্তও ঠাহরিয়াছে। এ কুপদ্য নিবৃত্ত না হইলে বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা দিব্য করিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন আদালতে বিনাশক্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইবেক না এবং বিশ্বস্ত সাক্ষিরা স্বেচ্ছায় দেখা দিবার যে বৈষম্য এইক্ষণে আছে ইহাও যাবৎ সেই নালিশকরণিয়ারা অমর্য্যাদা হইয়া কারাগারে বন্ধনের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য না ঠাহরে তাবৎ উত্তরং বৃদ্ধি পাইবেক অতএব বাদি ও প্রতিবাদিরা এমত নালিশ করণের শক্তিহীন এককালে না হইলে এ কুপদ্য নিবৃত্তের অন্য কিছু উপায় নাই এ নিমিত্তে সাক্ষিগণে

হেতুবাদ।

গণে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে কি না ইহার বিচারের ও বিবেচনার ভার দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি রাখা যায় যে সে সাহেবেরা সাক্ষিগণের স্থানে সাক্ষ্য বাক্য পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিয়া ও আবশ্যক হইলে তাহারদিগেরে বিপক্ষের সাক্ষিগণের সহিত মুখমিল করাইয়া সর্ব্বদা বুঝিতে পারেন। এহেতুক শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইলে তৎকালহইতে ঐ সর্ব্বত্র চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার নালিশ না শুনিবার কথা।

জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে দেওয়ানী আদালতের ফরিয়াদী কিম্বা আসামীতে নিজ সাক্ষিগণের কিম্বা বিপক্ষের সাক্ষিদিগের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া নালিশ করিলে অথবা কেহ কাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কারণ কাহাকেও কিছু দিয়াছে কিহিয়া ফরিয়াদী হইলে তাহা শুনেন।

কাহার উপর মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দায়ওয়ায় নালিশ না হইতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমেও হুকুম আছে যে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিগণের কাহার নামে এমত নালিশ হইবেক না।

তাহার বিশেষ কথা।

কিন্তু যদি তাহারদিগের কাহাকেও এমত কোন মোকদ্দমায় জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদলতের জজসাহেবদিগের কেহ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের চতুর্থ আইনের ১৪ চতুর্দশ ধারার অনুসারে প্রাপ্ত ভারক্রমে দায়ের ওসায়েরী আদালতের বিচারার্থে সঁপেন তবে তৎকালে তাহার নামে এমত নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Traslation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের যে ৯ নবম আইনের অনুসারে রাজাধিপ শ্রীযুত কোম্পা নি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবদিগকে আদালতসকলের ব্যাপার এবং রাজকার্য্য বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে বাঙ্গালার মোতালক ফোর্ট উলিয়ম মোকামে পাঠশালা বসান গিয়াছে তাহার কোন২ বিষয় ফেরফার করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলা য়তী ১২০৮ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১২ বৈশাখ মো তাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ২৬ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ। ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ১৮ অষ্টাদশ তথা ১৯ ঊনবিংশতি ধারায় হুকুম আছে যে কলমজীবী নবযৌবনবিশিষ্ট ইঙ্গরেজ যে সাহেবেরা উত্তর কালে রাজাধিপ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত বাঙ্গালার মোতালক আমলার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া এদেশে আইসেন্ তাঁহারা এদেশে উপ স্থিত হইবার দিনহইতে ৩ তিন বৎসরপর্য্যন্ত ঐ পাঠশালার পঠনিয়া হইবেন এবং ঐ নিরূপিত কাল যাবৎ উত্তীর্ণ না হয় তাবৎ কেবল বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিবেন। এবং ঐ সরকারের অধিকৃত বাঙ্গালার মোতালক কলমজীবী আমলা যে সাহবে দিগের আগমন এদেশে তিন বৎসরের অধিক না হইয়া থাকে তাঁহারাও এ আইন জারীর তারিখহইতে অব্যাজে তিন বৎসরের নিমিত্তে ঐ পাঠশালার পড়ুয়া হই বেন। কিন্তু উচিত জানা গেল যে কলমজীবী যে সাহেবেরা ঐ সরকারের অধি কৃত বাঙ্গালার মোতালক আমলার মধ্যে চিহ্নিত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৪ মাই তারিখের পূর্ব্বে এ দেশে আসিয়া থাকেন্ তাঁহারা যদি ঐ পাঠশালার প ড়ুয়া হইবার কারণ পাঠশালার বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ দাঁড়াক্রমে দরখাস্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে না করেন্ এবং তাহা হইবার অর্থে ঐ হজুরী হুকুম না পান্ তবে তাঁহারা ঐ পাঠশালার পঠনিয়ার মধ্যে নিবিষ্ট হই বেন না। আর ইহাও বুঝা গেল যে ঐ সরকারের অধিকৃত বাঙ্গালার মোতা লক কলমজীবী আমলা যে সাহেবেরা ঐ ৯ নবম আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে এদেশে আগমন করিয়াছেন তন্মধ্যের যাঁহারা ঐ ৯ নবম আইনের ১৯ ঊনবিং শতি ধারার অনুসারে ঐ পাঠশালার পড়ুয়া হইয়াছেন তাঁহারা ঐ ৯ নবম আই নের ১৮ তথা ১৯ ধারার অনুসারে মহলা দিবার অর্থে নির্দ্ধার্য্যহওয়া তারিখের

পূর্ব্বে

পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষায় মহলা দিবার যোগ্য হইতে পারেন্ অতএব ঐ হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৮০০ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারা রদ হইবার এবং ইং ১৮০০ সালের ৪ মাইর পূর্ব্বে এদেশে আগত বাঙ্গালার মোতালক কলমজীবী আমলা সাহেবদিগের মধ্যের যিনি পড়ুয়া হইবেন ও যিনি না হইবেন তাহার কথা।

এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ১৯ ঊনবিংশতি ধারা রহিত হইল। এবং এ ধারাক্রমে ইহাও হুকুম আছে যে বাঙ্গালার মোতালক কলমজীবী আমলা যে সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৪ মাই তারিখের পূর্ব্বে এদেশে পঁহুছিয়া থাকেন্ তাঁহারা যদি ফোর্ট উলিয়ম মোকামের নির্দ্ধারিত পাঠশালার পড়ুয়া হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৪ মাইপর্য্যন্ত পাঠশালার বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ দাঁড়াক্রমে দরখাস্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে না করেন্ ও তাহা হইবার অর্থে ঐ হুজুরী হুকুম না পান্ তবে তাঁহারা ঐ পাঠশালার পড়ুয়া হইবেন না ইতি।

৩ ধারা।

ইং ১৭৯৮ সালে কিম্বা তৎপূর্ব্বে এদেশে আগত পড়ুয়াদিগের মহলা ইং ১৮০১ সালের দিসেম্বর মাসে পৃথক্২ লইবার ও তাহার মধ্যের ১৫ জন মূলের লিখিত মতে কৃতিত্বপত্র পাইবার ও পড়ুয়ার বাহির হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের দিসেম্বর মাসে পাঠশালায় মহলা হইবার কালে যে পড়ুয়ারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে এদেশে পঁহুছিয়া থাকেন্ তাঁহারদিগের মহলা স্বতন্ত্র২ লওয়া যাইবেক এবং সেই পড়ুয়াদিগের মধ্যের ১৫ জনকে বাচনি করিয়া তাহারদিগের মধ্যে যিনি যেমত এদেশীয় ভাষা কহিতে পারগ ও কৃতী হইবেন তাঁহাকে সেইমত পর্য্যায়ী করা যাইবেক এবং তন্নিদর্শনে পাঠশালার আইনের ১ প্রথম কাণ্ডের ৮ অষ্টম নিয়মানুসারে কৃতিত্বপত্র দেওয়া যাইবেক ও তদনন্তর তাঁহারদিগের পড়ুয়াত্ব দূর হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইং ১৭৯৯ সালে কিম্বা তৎপূর্ব্বে এদেশে আগত পড়ুয়াদিগের মহলা ইং ১৮০২ সালের দিসেম্বর মাসে একে২ লইবার ও তন্মধ্যের ৩০ জন মূলের লিখিতমতে কৃতিত্বপত্র পাইবার ও পড়ুয়ার বাহির হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের দিসেম্বর মাসে পাঠশালায় মহলা হইবার কালে যে পড়ুয়ারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে এদেশে পঁহুছিয়া থাকেন্ তাঁহারদিগের মহলা স্বতন্ত্র২ লওয়া যাইবেক এবং সেই পড়ুয়াদিগের মধ্যের ৩০ জনকে তাঁহারদিগের মধ্যে বাচনি করিয়া যিনি যেমত এদেশীয় ভাষা কহিতে পারগ ও কৃতী হইবেন তাঁহাকে সেইমত পর্য্যায়ী করা যাইবেক এবং তন্নিদর্শনে পাঠশালার আইনের ১ প্রথম কাণ্ডের ৮ অষ্টম নিয়মানুসারে কৃতিত্বপত্র দেওয়া যাইবেক ও তদনন্তর তাঁহারদিগের পড়ুয়াত্ব দূর হইবেক ইতি।

VOL. III. 404.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের দ্বিতীয় ধারানুসারে যে সকল জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল ডাকে পরমিট মৌকুফ হইয়াছিল তাহার কোনং দ্রব্যছাড়া সকল জিনিসের উপর পুনরায় ঐ হাসিল নির্ণয় করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ১৪ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ৩০ জীহিজ্জায় জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর উচিত জানিলেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে যে সকল জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল মৌকুফ হইয়াছিল তাহার কোনং দ্রব্যছাড়া সকল জিনিসের উপর ঐ হাসিল পুনরায় নির্ণয় এবং তৎসংক্রান্ত কোনং বিষয়ের ফেরফার করা যায় অতএব পুনর্ব্বার ঐ হাসিল লইবার অর্থে নীচের লিখিত হুকুম বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সম্মুখ জুন মাসের ১প্রথম দিনহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতায় পরমিট তহসীলের কাছারী বসিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পূর্ব্বে জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রের পথে কিম্বা এদেশহইতে শহর কলিকাতায় যে সকল জিনিস আমদানী হইত তাহার উপর ঐ শহরের যেং হাসিল লওয়া যাইত তাহা নীচের লিখনানুসারে বিশেষ করিয়া পুনরায় লইবার কারণ ঐ শহরে পরমিটের এক কাছারী নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

পরমিটের কালেকটর সাহেবের দ্বারা কলিকাতার হাসিল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শহর কলিকাতার হাসিল জনেক সাহেবের দ্বারা লওয়া যাইবেক এবং সে সাহেব ঐ শহরের পরমিটের কালেকটর খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন। আর সেই সাহেব আপন ভারের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে অথবা অন্য যাঁহার সাক্ষাৎ শপথ করিবার অর্থে হুকুম হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবেন। সে পাঠ এই যে আমি শ্রীঅমুক শপথ করিতেছি এই মতে যে শহর কলিকাতার পরমিটের কালেকটরী কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং ইহাতে সরকারের নির্ণীত যে হাসিল সরকারে জমা হইবেক তাহাছাড়া কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে অন্য কাহাকেও লইতে দিব না আর আপন টাকা জিনিসের দ্বারা বিলায়তে চালাইবার প্রবন্ধে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত সুবে বাঙ্গালার মোতালক দেশে কোন জিনিস গোপনে কি অগোপনে ক্রয় করিব না এবং কোন ব্যবসায়ে লিপ্তও হইব

ঐ সাহেবের শপথের পাঠের কথা।

হইব না আর আমার প্রাপ্তির বিষয়ে যাহা ঐ হজুরহইতে নিরূপণ হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাব্যতীত কিছু নগদ বা জিনিস নজর কিম্বা ভেট অথবা রসুমক্রমে কিম্বা অঙ্কান্তর দায়ধরা করিয়া লইব না এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে আপন জ্ঞানেতে লইতেও দিব না ইতি।

ঐ কালেকটরসাহেব প্রভৃতির ফীসের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পরমিটের কালেক্টরসাহেবকে শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে যে সকল জিনিস জাহাজে বোঝাই হইয়া কিম্বা এদেশহইতে শহর কলিকাতায় আমদানী হইবেক তাহার হাসিলের মোটের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে ফীস অর্থাৎ রসুম ধরিয়া আপনার ও আপন ডেপুটি সাহেবের লাভার্থে লইবেন ও তাহার বিভাগ নীচের লিখনানুসারে করিতে হইবেক। মোটে যত টাকা ফীস মিলিবেক তাহার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ঐ কালেক্টরসাহেব বাকী দুই ভাগ ডেপুটি সাহেব পাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

পরমিটের কাছারী খোলা থাকিবার সময় নির্ণয়ের কথা।

পরমিটের কাছারী রবিবারব্যতীত অন্য সকল বারে ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘড়ী দিবাহইতে ২।২ দুই প্রহর দুই ঘড়ীপর্য্যন্ত তৎকার্য্য চালানের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক ইতি।

জাহাজী আমদানী জিনিসের বিবরণ।

৪ ধারা।

কলিকাতার হাসিল লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন জাহাজের কাপ্তিন কিম্বা সুপর্‌কার্‌গো আপনার আনীত জাহাজের জিনিসের চালান দাখিল করিলে এবং শহর করিকাতায় জাহাজী আমদানী জিনিসের উপর সরকারী হাসিল লইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ উনচত্বারিংশৎ আইনের তথা ১৮০০ সালের ১১ একাদশ আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিলে তৎকালে পরমিটের কালেক্টরসাহেব সেই জাহাজী আমদানী জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল লইবেন। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কোন কাপ্তিন্ কিম্বা সুপর্‌কার্‌গো প্রকৃত চালান দাখিল না করে অথবা তাহা দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা যে চালান দাখিল করে তদ্দৃষ্টে ঐ কালেক্টরসাহেবের এমত বোধ হয় যে তাহাতে জিনিসের মূল্য প্রকৃত লিখে নাই অথবা সে জাহাজের আমদানী সমস্ত জিনিস যথার্থরূপে চালানে লিখিয়া দেয় নাই তবে এ গতিকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের তথা ১৮০০ সালের ১১ আইনের নিরূপিত দণ্ড সেই কাপ্তিনের কিম্বা সুপর্‌কার্‌গোর প্রতি কর্ত্তব্য হইবেক। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে শহর কলিকাতার হাসিল লইবার বিষয়ে এমত গতিক উপস্থিত হইলে তাহাতে ঐ দুই আইনের সমস্ত হুকুম খাটিবেক।

শতকরা ৪ টাকার

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নীচের প্রসঙ্গিত কএক দ্রব্যছাড়া জাহাজী আমদানী অন্য

সকল

সকল জিনিসের কলিকাতার দরের উপর শতকরা ৪ চারি টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক।

হারে হাসিল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিনিস শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারের জাহাজে বোম্বাই হইয়া বিলায়ত কিম্বা অন্যং দেশহইতে আইসে তাহার দরের উপর শতকরা ৬০ ষাইট টাকা সরফ ধরিয়া তাহাসুদ্ধা মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

ভিন্নাধিকারের জাহাজের আমদানী জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কিম্বা অন্যং লোকের যে সকল ইঙ্গরেজী জাহাজ বিলায়তহইতে আইসে তাহার কাপ্তিনের কিম্বা আফিসরদিগের অথবা রেসালা লোকের যত জিনিস সে জাহাজে আমদানী হয় তাহার দরের উপর সরফ না ধরিয়া তস্য চালানের লিখিত মূল্যদৃষ্টে হাসিল লওয়া যাইবেক।

ইঙ্গরেজী জাহাজের আমদানী জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মান্দরাজের জন্মান জিনিস আমদানীর চালানের লিখিত দরের উপর শতকরা ১৫ পনের টাকা সরফ ধরিয়া তাহা সমেত মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

মান্দরাজী জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—অমেরিকার জাহাজে তথাকার জন্মিত যে জিনিস আমদানী হয় তাহার বিক্রয়ের সহীকরা সটীক ফর্দ্দের লিখিত মূল্যের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

অমেরিকার জন্মিত যে জিনিস তথাকার জাহাজে আইসে তাহার হাসিল লইবার মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী জাহাজে আমদানীহওয়া ইঙ্গরেজের বিলায়তী জিনিসের হাসিল যে হারে লইবার অর্থে হুকুম আছে সেই হারে কেপ্ গুডহোপের পশ্চিমের যথাহইতে যে জিনিস অমেরিকার জাহাজে আইসে তাহার হাসিল লওয়া যাইবেক। আর শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনীর খাস আড়ঙ্গ অর্থাৎ স্বতন্ত্র চিহ্নিত সীমানার মধ্যহইতে ইঙ্গরেজী জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল যে হারে লওয়া যায় সেই হারে সেই খাস আড়ঙ্গের সীমানার মধ্যহইতে অমেরিকার জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল যাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১৯ নবেম্বরের একরারের ১৩ ত্রয়োদশ দফার লিখিত নিয়ম সাব্যস্থ থাকিবেক ও সেই হারে হাসিল লইবার অর্থে এ আইনের লিখিত হুকুমের ফেরফার যাবৎ না হইবেক তাবৎ লওয়া যাইবেক।

কেপ্ গুডহোপের পশ্চিমহইতে কিম্বা কোম্পানির মহাজনির খাস আড়ঙ্গের সীমানার মধ্যহইতে অমেরিকার জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লইবার হারের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—চীনদেশের আমদানী জিনিসের চালানের লিখিত দরের উপর শতকরা ৩০ ত্রিশ টাকার হারে সরফ ধরিয়া তাহাসুদ্ধা মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

চীনদেশের আমদানী জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—মাকাও মোকামের যে জিনিস জাহাজে আমদানী হয় তাহার বিক্রয়ের ফর্দ্দের লিখিত দরের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক ইহাতে যদি তাহার মালিক সেই বিক্রীর ফর্দ্দ দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা তাহার দাখিলকরা ফর্দ্দদৃষ্টে

মাকাও মোকামের জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লইবার হারের কথা।

ফর্দ্দদৃষ্টে যদি পরমিটের কালেক্টরসাহেব বুঝেন্ যে তাহাতে প্রকৃত দর লিখে নাই তবে সেই চালানের লিখিত দরের উপর শতকরা ৪০ চল্লিশ টাকা সরফ ধরিয়া তাহাসুদ্ধা মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

মনিলার আমদানী নীলের হাসিল লইবার মতের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—মনিলাহইতে যে সময়ে যে নীল জাহাজে আমদানী হয় সে সময়ে তাহার যে দর পরমিটের কালেকটরসাহেব বিবেচনাক্রমে খাটি জানিতে পারেন্ সেই দরের উপর তাহার হাসিল লওয়া যাইবেক।

মদিরাদির হাসিলের হারের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—মদিরাদির হাসিল নীচের লিখনানুসারে লাগিবেক।

পিপায়ভরা মদিরাদি।

রম্ ও ব্রাণ্ডী ও জিন্ ও সির্কা পিপাপ্রতি সিক্কা ১২ বার টাকা।

বাতাবী আরক্ ফি লিগর্ ৫৫ /৩ পঞ্চান্নটাকা এক আনা তিনপাই ইঙ্গরেজী।

শহর কলিকাতায় আমদানীহওয়া দেশীয় আরকের উপর যত হাসিল এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুসারে লাগে তত হাসিল বাতাবী আরক ছাড়া হিন্দুস্থানে জন্মান আরক্ ও সকলপ্রকার মদিরার উপর লাগিবেক।

বীর ও পোর্‌টর্ ও সৈদর ফি হাগ্‌জহেড ২।।০ আড়াই টাকা।

বোতলে ভরা মদিরাদি।

চেরী ও রাস্পবেরী ব্রাণ্ডী ও কারডেল্ নামে ধাতুপোষক দ্রব্য ও স্বীট্ ঐল্ ও সগ্ নামে অনুপান দ্রব্য ফি ডজন্ পৈন্ট ১ এক টাকা।

নাল শরাব ও মদীরাদিগর ও ব্রাণ্ডী ও রম ও বীর ও পোর্‌টর ও সৈদর ও পেরী ও সিরকা ফি ডজন্ ক্বার্ট বোতল ।।০ আট আনা।

জিন ১৫ পনের বোতলী বক্সে হয় ৭।।০ সাড়ে সাত গালন্ তাহার ফি বক্স ১ এক টাকা।

এবং ঐ জিনের ১।৩।৴৬৫ এক ডজন্ তিন গালন্ একতেহাই প্রতি ।।০ আট আনা।

পরমিটের কাছারী হইতে পিপা উঠাইয়া লইলে পর তাহার কমী বাদ না পাইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—পিপায় ভরা মদিরাদির হাসিল যত টাকা হয় তাহার মধ্যে শতকরা ১০ দশ টাকার হারে পিপার বরতী পূর্ব্বমতে বাদ পড়িবেক এবং যে পিপা পূর্ণ না থাকে তাহা পূরাইতে হইবেক এবং তাহা যতকে পূরে তাহার পরিমাণ সে পিপা পরমিটের কাছারীহইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে জানিতে হইবেক নচেৎ সে পিপা ঐ কাছারীহইতে উঠাইয়া লইয়া গেলে পর তাহার কমী কিছুই বাদ পাইবেক না এবং সে কমীর কোন আপত্তিও শুনা যাইবেক না।

১৩ ত্রয়োদশ

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—জাহাজের আমদানী বিলায়তী কি অন্যং দেশীয় যে জিনিস শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে পঁহুছে তা হা সে বন্দরসকলহইতে শহর কলিকাতায় আসিলে তাহার উপর যত হাসিল সে জিনিস এককালে ঐ শহরে আমদানী হইলে লাগিত ততই লাগিবেক।

যে জিনিস আদৌ কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে পঁহুছিয়া ত থাহইতে কলিকাতায় আইসে তাহার হাসিল লাগিবার হারের কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী জাহাজের আমদানী যে সকল জিনিস শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে পঁহুছে তাহার উপর যত হাসিল তাহা শহর কলিকাতায় আসিলে লাগিত ততই লাগিবেক।

কোম্পানির ভিন্নাধি কার বন্দরসকলে ইঙ্গরে জী জাহাজে আমদানী হওয়া জিনিসের হাসিল লাগিবার হারের কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—পরমিটের কালেক্টরসাহেবের শক্তি আছে যে লোক দিগের দরকারী পুলিন্দা ও লওয়াজিমা সরঞ্জাম অর্থাৎ আহার ও ব্যবহারের সা মগ্রী আপন হুকুমে অমনি ছাড়িয়া দেন্।

পরমিটের কালেক্টর সাহেব দরকারী পুলিন্দা দিগর অমনি ছাড়িতে পারিবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—এ প্রকরণানুসারে নীচের প্রস্তাবিত জিনিসের হাসিল মাফ আছে।

হাসিলমাফী জিনি সের বেওরাকথা।

গুঁড়িকাষ্ঠ ও ঘোড়া ও রূপা ও সোণা ও সকলপ্রকার মুদ্রা ও মুক্তাদি সর্ব্বপ্রকার রত্ন এবং মান্দরাজের আমদানী যে তাম্রের সঙ্গে সরকারী চুক্তির টাকা দাখিল হইবার নিদর্শনী লিখন থাকে।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—যদি কোন জিনিস এমত নিয়মে আমদানী হয় যে তাহা পুনরায় জাহাজে রপ্তানী হইবেক তবে সে জিনিস আমদানীর হাসিল যত লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমস্ত সেই জিনিস জাহাজে রপ্তানী হইবার কালে ফিরিয়া দেও য়া যাইবেক।

জাহাজী আমদানী জিনিস জাহাজে রপ্তানী হইলে তাহার আমদা নীর হাসিল ফিরিয়া দে ওয়া যাইবার কথা।

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—জাহাজী আমদানী জিনিসের হাসিল নীচের ডৌলী বহীতে লেখা যাইবেক।

জাহাজী আমদানী জিনিসের হাসিল লিখি বার বহীর কথা।

ফোর্টউলিয়ম।

শহর কলিকাতায় জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিলের বহী সন ১৮০১ ইঙ্গরেজী মাহ মাই।

বহীর নম্বর	তারিখ	[illegible]	জাহাজ	যে বন্দরহইতেআমদানী হয়	যে দেশীয় জাহাজ	সওদাগরের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	হাসিলের হার	মোটহাসিল

১৯ ঊনবিংশতি প্রকরণ।—হাসিলমাফী কিম্বা হাসিলফিরতী জিনিস নীচের ডৌলী বহীতে লেখা যাইবেক।

হাসিলমাফীদিগর জিনিস লিখিবার বহীর কথা।

ফোর্ট

ফোর্ট উলিয়ম।

শহর কলিকাতায় জাহাজে আমদানীহওয়া হাসিলমাফী জিনিসের বহী সন ১৮০১ ইঙ্গরেজী মাহ মাই।

বহীর নম্বর	তারিখ	যত বস্তা যে রকম	জাহাজ	যথাহইতে আমদানী হয়	যেদেশীয় জাহাজ	জাহাজের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	জিনিসের দাম চালান মতে যত টাকা হয়

ফোর্ট উলিয়ম।

শহর কলিকাতায় আমদানীহওয়া হাসিলফিরতী জিনিসের বহী।

বহীর নম্বর	তারিখ	যত বস্তা যে রকম	জাহাজ	যথাহইতে আমদানী হয়	যে দেশীয় জাহাজ	জাহাজের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	হাসিলের হার	যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায়

৫ ধারা।

মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট যাবৎ আড়কাটি দিবেন না তাহার কথা।

মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের কর্ত্তব্য নহে যে যাবৎ জাহাজী আমদানী জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল দাখিল হইবার নিদর্শনী পরমিটের কালেক্টরসাহেবের লিখন না পান্ তাবৎ সে জাহাজের কারণ আড়কাটি দেন্ ইতি।

দেশহইতে আমদানীহওয়া জিনিস।

৬ ধারা।

দেশহইতে আমদানী হওয়া জিনিসের হাসিল লইবার দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দেশহইতে আমদানীহওয়া হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের হাসিল নীচের নির্দ্দিষ্ট দাঁড়ায় লওয়া যাইবেক।

দেশহইতে আমদানী হইবার জিনিসের বিতং।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নীচের বিতঙ্গী যে সকল জিনিস দেশহইতে শহর কলিকাতায় আমদানী হইবেক তাহার কলিকাতার দরের উপর শতকারা ৪ চারি টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক।

বিতং

বিতং।

তামাকু	যোআনিদিগর ...	পিত্তলের ও তা	শতরঞ্জী ....
পান	সমস্ত মসালা ...	ম্রের বাসন ...	গালিচা ....
সুপারী	সর্ষার তৈল ...	প্রস্তরের পাত্র...	কোম্পানির অধিকার
খদির	নারিকেলের তৈল	কয়লা.........	ফোর্টউলিয়মের মো
ঘৃত	অন্য সকল শস্যের	রেশম.........	তালক দেশের জন্মান
জামেকার মরিচ	তৈল	নীল	সাদা কাগজ .. ...
গোল মরিচ ...	ঐ সমস্ত তৈলিক	চিনি	গন্ধক........ ...
পিপ্পলী	শস্য	মিস্‌রী	ঝুরী লাহা ......
এলাচী	কিম্‌খাবওগয়রহ্	গুড়	চপড়া লাহা .. ...
লবঙ্গ	জরীর কাপড়...	শোরা	হিঙ্গু ....
জৈত্রী	সোণালীওরূপালী	হরিদ্রা	
জায়ফল	গোটা	গোলাব	
দারচিনি	চূর্ণ	মোম	
তেজপত্র	চর্ম্ম	মোমবাতী ...	
জীরা	সাবন্ ও চর্ব্বী	শাল	

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সকল প্রকার কাপড়ের ও তুলার সূতার শহর কলিকাতার দরের উপর শতকরা ২ দুই টাকার হারে হাসিল লাগিবেক।

কাপড়ের ও তুলার সূতার হাসিলের হারের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—গাঁজার হাসিল শহর কলিকাতার দরের উপর শতকরা ২০ কুড়ি টাকার হারে লাগিবে।

গাঁজার হাসিলের হারের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এদেশীয় যে মদিরা শহরকলিকাতায় আমদানী হয় তাহার হাসিল নীচের লিখিত হারে লাগিবেক।

এদেশীয় মদিরার হাসিলের হারের কথা।

বিলায়তের ন্যায়ে জন্মান মদিরার ফি গালন্।৵০ ছয় আনা সিক্কা।
এদেশের মতে জন্মান মদিরার ফি গালন্॥০ আট আনা সিক্কা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জষ্টিস অফপীস্‌সাহেবদিগের দেওয়া পাঁটার অনুসারে জন্মান যে মদিরা শহরকলিকাতায় আমদানী হয় তাহার হাসিল লাগিবেক না।

জষ্টিস অফপীসসাহেবদিগের দেওয়া পাঁটাক্রমে জন্মান মদিরার হাসিল না লাগিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী জাহাজে কিম্বা ঐ সরকারী সনন্দী অন্য২ জাহাজে বোঝাই হইয়া যত রেশম ও নীল শহর কলিকাতায় আমদানী হইয়া ফিরিয়া ইঙ্গরেজের বিলায়তে রফ্তানী হইবার আশয়ে রহে তাহার এবং সকলপ্রকার কাপড় ও চিনি ও তুলা ও তুলার সূতা এবং বিলায়তের ন্যায়ে জন্মান মদিরা জাহাজে রফ্তানী হইবার কালে তাহার হাসিল যাহা আমদানীমুখে লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমস্ত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক যদি তাহা

যে যে জিনিস আমদানীর হাসিল তাহা বিলায়তে রফ্তানী হইবার কালে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

শহর

শহর কলিকাতায় আমদানী হইবার তারিখহইতে ৯ নয় মাসের মধ্যে রফ্তানী হয়।

বিলায়তে রফ্তানী হইবার কারণ কলিকাতায় আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল জামিন দিলে না লওয়া যাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী জাহাজে কিম্বা ঐ সরকারের সনন্দী অন্য২ জাহাজে বোঝাই হইয়া যত রেশম ও নীল এবং যে কোন প্রকার কাপড় ও চিনি ও তুলা ও তুলার সূতা ও বিলায়তের ন্যায় জম্মান যে মদিরা ইঙ্গরেজের বিলায়তে রফ্তানী হইবেক তাহার হাসিল আমদানীমুখে লওয়া যাইবেক না যদি তৎকালে সে জিনিসের মালিক তাহা আমদানীর তারিখ হইতে ৯ নয় মাসের মধ্যে জাহাজে বোঝাই করিয়া ঐ বিলায়তে রফ্তানী করিবার একরারে জামিন দেয় ও তাঁহাতে পরমিটের কালেক্‌টরসাহেবের মঞ্জুর হয় ও যদি এমত না করে তবে সে জিনিসের উপর আমদানীমুখে নিরূপিত হাসিল লওয়া যাইবেক।

পরমিটের কাছারীর কোলে নৌকা পঁহুছিলে তাহার জিনিস গুদামে দাখিল করিতে হইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—কোন জিনিসের বোঝাই নৌকা পরমিটের কাছারীর কোলে পঁহুছিলে তৎকালে তাহার মালিকের কিম্বা যাহার জিম্মায় সে জিনিস থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সে জিনিস শীঘ্র উঠাইয়া ঐ কাছারীর গুদামে দাখিল করে এবং সে জিনিস যত ও যে রকম হয় তাহার নির্দ্দশনী চালান পরমিটের কালেক্‌টরসাহেবের স্থানে দেয় সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জিনিস যাচাই কিম্বা ওজন যাহা করাণ উচিত তাহা করিবার অর্থের হুকুম সেই চালানে লিখিয়া দস্তখৎ করেন।

হাসিল ও ফীস দ্বিগুণ লাগিবার গতিকের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—যদি পরমিটের কালেক্‌টরসাহেবের বোধ হয় যে চালানের লিখনাপেক্ষা কোন বস্তার রকম প্রভেদ আছে তবে তাহার মালিককে কিম্বা যাহার জিম্মায় সে জিনিস থাকে তাহাকে তলব করিবেন ও তদনুসারে হাজির হইলে তাহার সাক্ষাৎ সে জিনিস যাচাই করাইবেন এবং তাহার দর ধরাইবেন তাহাতে যদি সে জিনিস চালানের লিখনাপেক্ষা সরস দরা ঠাহরে তবে তাহার উপর দ্বিগুণ হাসিল এবং দুনা ফীস লইবেন।

গুফ্‌জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—গুফ্ জিনিস অর্থাৎ মোটামুটি যে২ দ্রব্য পরমিটের কাছারীতে পঁহুছে তাহা তথাহইতে নীচের লিখনানুসারে ছাড়া যাইবেক এতাবতা তাহার গড়হইতে কিছু তৌলমাপ করিয়া সেই হারহারিতে তাহার সম্যক্ বস্তাদিগরের সংখ্যাক্রমে মোটে যত জিনিস হয় তাহাই ধর্ত্তব্য হইবেক এবং সেই মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

গুফ্‌জিনিস বিনাপাস ছাড়া না যাইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যে কোন রকম গুফ্ জিনিস শহর কলিকাতার কোন ঘাটে কিম্বা তৎসমীপে উঠান যায় তাহা তথায় সরকারী চাকর লোকের দ্বারা তৌলমাপ করিয়া ছাড়া যাইবেক তাহাতে সেই চাকরের কর্ত্তব্য হইবেক যে পরমিটের কাছারীহইতে জিনিস ছাড়িবার গতিকে সে জিনিস ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে জিনিস তৌলমাপ হইলে পর যাবৎ পরমিটের কালেক্‌টরসাহেবের দস্তখতে পাস্

 এতাবতা

এতাবতা ছাড়চিঠী নীচের লিখিত পাঠে না মিলে তাবৎ না ছাড়ে। ও সে ছাড় চিঠী যে দিন জিনিস তৌলমাপ হয় তাহার পর দিনে কিম্বা আবশ্যক হইলে সেই দিনেই দেওয়া যাইবেক।

পাসের পাঠ।

সন ১৭৯৩ ইঙ্গরেজীর তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর।

রামনারায়ণ দাস। ... ...

চিনি ৭৫ বস্তার কাত ওজন ১৫০ মোনের দাম চলন ১২১৪ টাকা

হাসিল শতকরা ৪ টাকার হিসাবে। .... ৯৮॥৴০

ফীস্। ... ...

দাং ৪৫১ নম্বর বহীতে। ... ...

দস্তখৎ শ্রীঅমুক অর্থাৎ
হাসিলের কালেক্টরসাহেব।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—যে দিনে যে জিনিস হাসিলের কাছারীতে দাখিল হয় ও জাচা যায় তাহার পর দিনে সে জিনিস তস্য মালিকের দরখাস্তক্রমে ছাড়া যাইবেক কিম্বা আবশ্যক হইলে সেই দিনেই ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক।

জিনিস ছাড়িবার সময়ের কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—যে সকল জিনিস এ দেশহইতে তরিতে আমদানী হয় সে জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইবার সময়ে কিম্বা জাহাজে বোঝাই করিবার কালে তাহার হাসিল লওয়া যাইবেক। আর যাহা এ দেশহইতে খুশ্কীতে আমদানী হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমানায় পঁহুছিলে তাহার হাসিল লইতে হইবেক।

হাসিল লইবার সময়নির্ণয়ের কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—হাসিলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে কলিকাতাহইতে তিন২ মৈল্ অর্থাৎ দেড়২ ক্রোশ অন্তরে পিয়াদাদিগেরে তৈনাৎ করেন্ এবং জাহাজে বোঝাইর কারণ যে নৌকায় জিনিস বোঝাই হয় তাহার সঙ্গে এক পিয়াদা হাসিলের কাছারীতক্ আইসে এবং সে নৌকাকে না ছাড়ে ও তাহার বোঝাই জিনিস ঐ কাছারীছাড়া কোন স্থানে উঠাইতে না দেয়। ও সে জিনিস যাবৎ তাহার মালিক তাহা জাহাজে বোঝাই না করে ও তাহার হাসিল না দেয় তাবৎ গুদামে আমানৎ থাকিবেক।

হাসিলের কালেক্টরসাহেব যদর্থে পিয়াদাদিগেরে তৈনাৎ করিবেন তাহার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—যদি কেহ আপন নৌকার তালাশ হাসিলের কাছারীতে না দিয়া তাহা চালাইতে উদ্যত হয় তবে হাসিলের কালেক্টরসাহেবের ও তাঁহার আমলালোকের কর্ত্তব্য যে সে নৌকা ক্রোক্ করেন্ ও তাহাতে যদি কিছু জিনিস মিলে তবে তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দ করিতে শক্ত হইবেন।

কেহ কোন জিনিস হাসিলের কাছারীহইতে বিনাতালাশে লইতে উদ্যত হইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—হাসিলের কালেক্টরসাহেব যে সকল জিনিস এ দেশহইতে শহর কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার হাসিল নীচের লিখিত ডৌলী বহীতে লিখিবেন।

এ দেশহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লিখিবার বহীর কথা।

 ফোর্ট

ফোর্ট উলিয়ম্।

শহর কলিকাতায় এদেশহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিলের বহী সন ১৮০১ ইঙ্গরেজী মাহ্ মাই।

বহীর নম্বর	তারিখ	যত বস্তা যে রকম	নৌকা কিম্বা বলদ	যথাহইতে আমদানী হয়	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	চালানের লিখিত টাকার মোট	হাসিলের হার	সৈং হাসিল

হাসিলমাফী ও হাসিলফিরতী জিনিস লিখিবার বহীর কথা।

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—শহর কলিকাতায় এ দেশহইতে আমদানীহওয়া হাসিলমাফী এবং হাসিলফিরতী জিনিস নীচের ডৌলী বহীতে লেখা যাইবেক।

ফোর্ট উলিয়ম।

শহর কলিকাতায় এদেশহইতে আমদানীহওয়া হাসিলমাফী জিনিসের বহী সন ১৮০১ ইঙ্গরেজী মাহ্ মাই।

বহীর নম্বর	তারিখ	যত বস্তা যে রকম	নৌকা কিম্বা বলদ	যথাহইতে আমদানী হয়	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	চালানের লিখিত টাকার মোট

ফোর্ট উলিয়ম।

শহর কলিকাতায় এ দেশহইতে আমদানীহওয়া হাসিলফিরতী জিনিসের বহী সন ১৮০১ ইঙ্গরেজী মাহ্ মাই।

বহীর নম্বর	তারিখ	যত বস্তা যে রকম	নৌকা কিম্বা বলদ	যথাহইতে আমদানী হয়	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	চালানের লিখিত টাকার মোট	হাসিলের হার	যত টাকা হাসিল ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহার মোট

৭ ধারা।

৭ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেব শহর কলিকাতায় জাহাজে কিম্বা এ দেশহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিলের হিসাব আপনার ও আপন ডেপুটি সাহেবের ফীসমুদ্ধা ধরিয়া তাহার বিল দস্তখৎ করিয়া দিবেন এবং সে হাসিলের ও ফীসের টাকা নগদ লইবেন কিম্বা তদর্থে ত্রেজরির বিল যাবৎ চলন থাকিবেক তাবৎ লইতে পারিবেন ইতি।

হাসিলের কালেক্টর সাহেব হাসিলদিগরের বিল করিবার কথা।

৮ ধারা।

যদি কেহ জাহাজে কিম্বা এ দেশহইতে শহর কলিকাতায় আমদানীহওয়া জিনিসের নির্ণীত হাসিল ফীসমুদ্ধা না দেয় কিম্বা দিতে না চাহে অথবা তদর্থে জামিন দিতে চাহিলে যদি সে জামিনকে মাতবর বোধ না হয় তবে সেই হাসিলের ও ফীসের টাকা শোধের অনুসার যত জিনিস হয় তাহা হাসিলের কাছারীর গুদামে আমানৎ রাখিতে হইবেক পরে এক মাসের মধ্যে যদি সে টাকা না মিলে তবে সেই আমানতী জিনিস নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি।

কেহ হাসিলদিগর না দিলে হাসিলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

৯ ধারা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে যে জিনিস নীলামে বিক্রয় হয় তাহার মূল্যের টাকায় হাসিলের ও ফীসের টাকা খরচাসমেত কর্ত্তন হইয়া যে বাকী থাকে তাহা সে জিনিসের মালিক লইবার দরখাস্ত করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

জিনিস নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা তাহার মালিককে দেওয়া যাইবার কথা।

১০ ধারা।

যদি কেহ হাসিল লাগিবার যোগ্য কোন জিনিস হাসিল না দিয়া শহর কলিকাতার ভিতরে লয় তবে সে জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

যে জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

যদি কখন কিছু জিনিস কোন হেতুতে ক্রোক হয় ও তাহা সেই হেতুতে জব্দের যোগ্য ঠাহরিতে পারে তবে হাসিলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎকালে তাহার বেওরাহকীকৎ লিখিয়া অব্যাজে বোর্ড ত্রেডে পাঠাইয়া দেন ইতি।

হাসিলের কালেক্টর সাহেব জব্দের যোগ্য ক্রোকী জিনিসের হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবার কথা।

১২ ধারা।

এ আইনের অনুসারে কখন কোন জিনিস জব্দ হইলে তাহা নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক। ও তাহার মূল্যের টাকা নীচের লিখনক্রমে বিভাগ হইবেক। সে ক্রম এই যে মূল্যের টাকা মোটে যত হয় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরমিটের কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার ডেপুটিসাহেবকে অর্পিয়া সেই এক ভাগের দুই

জব্দী জিনিসের মূল্য বিভাগের মতের কথা।

তেহাই

তেহাই কালেক্টরসাহেব ও এক তেহাই ডেপুটিসাহেব পাইবেন। বাকী চারি ভাগের দুই ভাগ তৎসন্ধানী এবং সরকারী যে আমলায় সে জিনিস ক্রোক্ করিয়া থাকে তাহারদিগেরে সমানাংশক্রমে দেওয়া যাইবেক। অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দী জিনিস ছাড়িতে ও দণ্ডকরা ক্ষমা করিতে পারিবার কথা।

এ ধারানুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে বিহিত বুঝিলে জব্দ হওয়া জিনিস ছাড়িয়া দেন্ কিম্বা কেহ এ আইনের অন্যথাচরণ করিলে তাহাতে যে দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য তাহাও ক্ষমা করেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ভারি দণ্ডের বদলে হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণ লইতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমেও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে ভারার্পণ হইতেছে যে কখন কোন বিষয়ে হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণাপেক্ষা অধিক দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইলে যদি তাহাতে লাঘব করা উচিত হয় তবে সে দণ্ডের পরিবর্ত্তে হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণ দণ্ড লইতে হুকুম দেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

যে আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

শহর কলিকাতার হাসিলের কালেক্টরসাহেব আপন এলাকার কাছারী ঐ শহরের ভুক্ত সীমানার মধ্যে রাখেন্ এবং ঐ সীমানার ভিতরেই সরকারী বিষয় কার্য্য করেন্ ইহাতে যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে সেই কালেক্টরসাহেব কিম্বা তাঁহার ডেপুটিসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার ব্যাপ্য অন্য কোন ইঙ্গরেজ অথবা এ দেশীয় আমলায় আপন২ প্রাপ্ত হুকুমের অবলম্বনে কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের স্থানে পাওয়া হুকুমের অনুক্রমে অথবা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে প্রাপ্ত হুকুমের অনুসারে কোন কর্ম্ম করিবাতে কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তবে সেই উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি সেই উৎপাতের প্রতিকারার্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১০ দশম তথা ১১ একাদশ ধারামতে কোন্ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনজন্যে এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কলিকাতার নিকটে যে দেওয়ানী আদালত রহে তথায় সে নালিশ করিতে পারিবেক। এবং এমত মোকদ্দমায় কলিকাতার হাসিল লইবার সংক্রান্ত মোকদ্দমার সম্পর্কে চলিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারাহইতে শেষ ধারাপর্য্যন্তের লিখিত সমস্ত হুকুম এ ধারানুক্রমে খাটিবেক ইতি।

ইং ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারা হইতে শেষ ধারাপর্য্যন্তের হুকুম শহর কলিকাতার হাসিল লইবার সংক্রান্ত মোকদ্দমায় চলিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

বিনাহুকুমে নিমকপোখ্তানী ও আমদানী ও রফ্তানী ও বিক্রয় হইবার নিবারণ পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৪ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ৮ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ৮ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২১ সফরে জারী হইল।

হেতুবাদ।

বিনাহুকুমে নিমকপোখ্তানী ও আমদানী ও রফ্তানী ও বিক্রয় না হইতে পারিবার জন্যে যত উপায় বারেং করা গেল তাহাতে উপকার দর্শিল না এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের খাসে নিমক পোখ্তানী ও আমদানী হইবার প্রসাদে ঐ সরকারের যে আয়ের সংস্থান আছে তাহার ক্ষতিও হইয়াছে অতএব এ গতিক না থাকিতে পারিবার এবং সরকারের আয়ের সংস্থাপন হইবার নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে এ নির্দ্দিষ্ট আইন আগামী আগস্ত মাসের ১ প্রথম দিনহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার মধ্যে ঐ সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানায় চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

মূলের লিখিত আইন সকলের পরিবর্ত্তে নীচের উল্লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

এ ধারাদৃষ্টে আগামী আগস্ত মাসের ১ প্রথম দিনহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩০ ত্রিংশৎ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইন রহিত হইবেক এবং ঐ দিনইস্তক নীচের লিখিত হুকুম চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

বিদেশীয় লবণ আনিতে নিষেধের ও তাহা আনিলে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

জানিবেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার মধ্যের শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার বাহিরে যত প্রকার নিমকপোখ্তানী হয় ও জন্মে তাহা সমস্তই বিদেশীয় লবণের স্থানে গণ্য হইল। সে নিমক ঐ সরকারের নিজের নিমিত্তব্যতীত কিম্বা সরকারের হুকুমব্যতিরেকে অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুক্রমে ছাপা ও জারীহওয়া আইনসকলের বিধির অনুসারে নহিলে ঐ সরকারের অধিকৃত দেশের ভিতরে আসিতে পারে না। যদি তাহা এ ধারার লিখিত নিষেধের অন্যথায় আইসে

কিম্বা

কিম্বা আসিবার উদ্যোগ হয় তবে সে নিমক সরকারে জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

৪ ধারা।

মসকাটের লবণ আনিবার পূর্ব্বদাঁড়া সাব্যস্থ রাখিবার এবং সাম্ভরাদি লবণ বারাণসে আনিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বম্বাইর দ্বীপের কিম্বা তাহার কাছাকাছি স্থানের জন্মিত লবণকে মস্কাটের নিমক কহিয়া উপর্য্যুপরি বাঙ্গালায় লইয়া আসিত এ কারণ বন্দর বম্বাইহইতে একং জাহাজে দুইং শত মোন মস্কাটের নিমক আনিবার যে সাধ্য পূর্ব্বে ছিল তাহা রহিত হইয়া ঐ মস্কাটের নিমক আনিবার অর্থে কএক দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এপ্রযুক্ত মস্কাটের নিমক আনিবার নিদর্শনী পূর্ব্বনির্দ্ধারিত দাঁড়াকে সাব্যস্থ রাখা গেল। আর এইক্ষণে উচিত বোধ হইল যে সাম্ভরাদি অন্য কএক প্রকার লবণ কোনং নিষেধ ও বিধিক্রমে সুবে বারাণসে আনিবার সাধ্য বলবৎ রাখা যায় অতএব সাম্ভরাদি কএক প্রকার লবণ বারাণসে আনিবার অর্থে নীচের লিখিত বিধি নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

মস্কাটের লবণ আনিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মস্কাটের লবণ কহিয়া কোন প্রকারে কিছু নিমক কোন জাহাজে বোঝাই করিয়া যদি সে জাহাজ বন্দর মস্কাটহইতে চালান না হইয়া থাকে ও তাহার সঙ্গে সে নিমক মস্কাটের জন্মিত এমত নিদর্শনী ঐ বন্দরের পর মিটের সাহেবের দত্ত রওয়ানা না রহে তবে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার মধ্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানায় আনিতে পারিবেক না।

একং জাহাজে যত লবণ আসিতে পারিবেক তাহার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ৫০০ পাঁচ শত মোনের অধিক নিমক কোন জাহাজে পুরিয়া আনিতে পারিবেক না।

কোন জাহাজে মস্কাটের লবণ ৫০০ মোনের অধিক আনিলে তাহা জব্দ হইবার কথা।

মস্কাটহইতে নিষিদ্ধ লবণ আনিবার বার্ত্তাদায়কাদির প্রাপ্য পুরস্কারের ও তাহা বিভাগ হইবার মতের কথা।

সরকারী আমলায় পর সন্ধানব্যতীত নিষিদ্ধ লবণ আটকাইলে যত পুরস্কার যে মতে পাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন জাহাজে মস্কাটের নিমক ৫০০ পাঁচ শত মোনের অধিক আনিলে তাহা সমস্তই সরকারে জব্দ হইবেক। এবং যে কেহ এমত নিষিদ্ধ মস্কাটের নিমক আনিবার সন্ধান করিবেক সে ব্যক্তি সে প্রকার নিমকের গত নীলামী দরের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হারে পুরস্কার পাইবেক। এতদ্ভিন্ন সরকারের চাকর যে আমলারা সে নিমক ক্রোক করিয়া থাকে তাহারাও সে নিমকের ঐ দরের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে ইনাম জনেং বাটিয়া পাইবেক। কিন্তু যদি সরকারী আমলায় অন্যের স্থানে সন্ধান না পাইয়া সে নিমক ক্রোক্ করিয়া থাকে তবে তাহারদিগেরে সে নিমকের উপরের উল্লিখিত দরের উপর শতকরা ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ টাকার হিসাবে ইনাম দেওয়া যাইবেক। ইহাতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কিছু নিমক দুই কিম্বা ততোধিক জন আমলায় ক্রোক্ করিয়া থাকে তবে তাহারদিগের কৃত সেই হিত কর্ম্মের গতিক বুঝিয়া সেই ইনামের মধ্যহইতে যত যাহাকে দেওয়া উচিত জানেন্ ততই তাহাকে বাটিয়া দেন্।

৫ পঞ্চম

৫ পঞ্চম প্রকরণ। এ আইনের অনুসারে যে সৈন্ধব লবণ বন্দর মস্কাটহইতে আনিবার সাধ্য আছে তাহা আনিলে ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনের শতকরা সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার হিসাবে মূল্য ধরিয়া সে লবণ সমস্ত সরকারে লইয়া মোকাম সালিকার সরকারী গোলায় দাখিল করা যাইবেক। এবং সে লবণের ওজন যত হয় তাহার বার্ত্তা বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারিসাহেব সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টর অর্থাৎ কষ্টম্‌মাস্তরকে দিবেন। এবং সে গোলার গোলদার সে লবণ গোলাজাৎ হইবার রসীদ দিলে তৎকালে তাহার মূল্য যত টাকা ঐ দরে হয় তত টাকা নিমকদপ্তরহইতে দেওয়া যাইবেক। ও তাহার মূল্যের উপর শতকরা ৩০ ত্রিশ টাকার হিসাবে রওয়ানার যে হাসিল লাগিবার নির্ণয় ছিল তাহা এবং সে লবণ আমদানীর মুখে নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর শতকরা যে ৪ চারি টাকার হারে মাসুল লাগিত তাহাও উত্তরকালে লওয়া যাইবেক না।

মস্কাটের লবণ নিরূপিত দরে সরকারে দাখিল হইবার কথা।

ঐ লবণ আমদানীও জমা যত হয় তাহার বার্ত্তা কষ্টম্‌মাস্তরকে দিবার কথা।

ঐ লবণের মূল্য দিবার সময়ের কথা।

যে যে হাসিল মৌকুফ হইল তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এ ধারাক্রমে নীচের লিখিত নামনির্দ্দিষ্ট কএক প্রকার লবণ সুবে বারাণসে আনিবার সাধ্য আছে। কিন্তু তাহাতে যে হাসিল লাগিবার নির্ণয় অদ্যাবধি আছে তাহার পরিবর্ত্তে নীচের উল্লিখিত হাসিল লাগিবেক। ও জানিবেন যে সে লবণ সুবে বারাণসহইতে সুবে বাঙ্গালায় কিম্বা বেহারে অথবা উড়িষ্যার মধ্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানায় চালাইলে তাহা নিষিদ্ধ নিমক ঠাহরিয়া সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক।

বারাণসে কএকপ্রকার লবণ আনিতে পারিবার ও তাহার হাসিল নির্ণয়ের কথা।

ঐ লবণ জব্দ হইবার সময়ের কথা।

লবণের নাম।

কাশীয়া। কর্। নীলা। নামা। গেউলিয়া। পাট্। সোচর্। লাহোরী। এই কএক প্রকার লবণের উপর ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা সিক্কা ১ এক টাকার হারে। আর সালম্বা ও বালম্বা এই দুই প্রকার লবণের উপর ঐ ওজনী সেরের মোনপ্রতি ২।০ দুই টাকা চারি আনার হিসাবে ধরা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে ইশ্‌তিহারনামা ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২৫ আপ্রিলে জারী হইয়াছিল সে ইশ্‌তিহারনামাকে এ ধারানুসারে এ আইনভুক্ত করিয়া নীচের প্রকরণক্রমে পুনঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইং ১৭৯৬ সালের ২৫ আপ্রিলের ইশ্‌তিহারনামা এ আইনভুক্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মনস্থ হইল যে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিম্বা গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাসনন্দে যে সকল জাহাজে নিমক বোঝাই হইয়া আইসে সেসকল জাহাজের এবং তাহার অধিকারিগণের সম্পর্কে যে প্রতিফল হইবেক তাহার বেওরা সকল লোকের গোচর হয়। অতএব উচিত জানিলেন যে এ বিষয়ের বেওরা মোকাম

সেই ইশ্‌তিহারনামার পাঠের কথা।

কাম কলিকাতা ও মান্দরাজ ও বম্বাই এই তিন স্থানের আখবারের কাগজে ইঙ্গরেজী ও পারসী ও অন্য ভাষায় উঠাইয়া ইশ্‌তিহার দেওয়ান্। এপ্রযুক্ত ঘোষণা দেওয়া যাইতেছে যে এইক্ষণের বহালী আইনের মতছাড়া কিম্বা ঐ হজুর কৌন্সেলের সনন্দী হুকুমব্যতীত যে নিমক জাহাজে বোঝাই হইয়া বাঙ্গালার কোন বন্দরে আসিবেক সে নিমক সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং সে নিমক বোঝাই হইয়া আসা জাহাজের ঠিকানা হইলে তাহাও সরকারে জব্দের উপযুক্ত ঠাহরিবেক। ও জানিবেন যে এরূপে আনীত নিষিদ্ধ নিমক সমস্তই সরকারের লাভার্থে ক্রোক ও বিক্রয় হইবেক। এবং এমতে নিমক যে২ জাহাজে বোঝাই হইবার নিমিত্তে সনন্দ দেওয়া গিয়াছে ও পশ্চাৎ দেওয়া যায় সেই২ জাহাজব্যতীত অন্য কোন জাহাজে কিছু নিমক বোঝাই হইলে সে জাহাজ জব্দ হইবেক। ইহাতে আগামী আগস্ত মাসের ১ পহিলা তারিখের পর যে জাহাজে বিনাসনন্দে নিমক বোঝাই হইয়া আসিবেক সে জাহাজ ক্রোক হইলে তাহা ক্রোক্ হইবার দিন হইতে চারি মাসের মধ্যে তাহার বোঝাই নিমকের মোনকরা সিক্কা ১০ দশ টাকার হারে দণ্ড সরকারে দাখিল না করিলে কোনপ্রকারে সে জাহাজকে ছাড়িয়া ও ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না এবং সে জাহাজ পুনরায় কোন স্থানে চলিবার অর্থেও ছাড়চিঠী হইবেক না। এবং যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে দণ্ডের টাকা সরকারে দাখিল না হয় তবে সে জাহাজ বিক্রয় হইবার সমাচার তাহার অধ্যক্ষ কিম্বা অধিকারিকে পুনর্ব্বার না জানাইয়া ঐ মিয়াদগতে অবিলম্বে সরকারের লাভার্থে সে জাহাজ বিক্রয় হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

সরকারের অধিকৃত স্থানসকলে সরকারের নিমিত্তছাড়া কিছু লবণ জন্মাইতে নিষেধের কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার মধ্যে সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানায় কিছু নিমক সরকারের নিজের নিমিত্তব্যতীত কিম্বা সরকারের মঞ্জুরী অথবা হজুর কৌন্সেলের হুকুমী সনন্দব্যতিরেকে জন্মাইতে পারিবেক না। যদি এ ধারার নিষেধের অন্যথায় কিছু নিমক কেহ গোপনে কিম্বা অগোপনে জন্মায় তবে তাহা ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আপন অধিকারের সরবরাহ নিজে করে এমত কোন ভূম্যধিকারির অধিকারে আগামি ৩১ আগস্তের পর সরকারের নিমিত্তছাড়া লবণের খালাড়ী থাকিলে তাহার যত দণ্ড হইবেক ও সে দণ্ড যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমান এমত হয় যে কোন২ লোকে নিজের নিমিত্তে নিমকের খালাড়ী করিয়াছে অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে সরকারের খাস পোখ্তানীর জন্যে ছাড়া নিমক পাকাইবার কারণ কিছু খালাড়ী করসম্পর্কীয়. কোন অধিকারভূমিতে আগামি আগস্ত মাসের ৩১ তারিখের পর বর্ত্তমান আছে কিম্বা ঐ তারিখের পর পত্তন হইয়াছে ও সে ভূমির অধিকারী নিজে আপন অধিকারের সরবরাহ করে এমত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে হইলে সে ভূম্যধিকারী তদর্থে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দণ্ডক্রমে সরকারে

কারে দাখিল করিবার নিমিত্তে ডিক্রী হইবেক। ও সে দণ্ড আদায়ের মত এই যে সে অধিকারির যে গ্রামাদিসংজ্ঞক ভূমিতে সে খালাড়ী হইয়া থাকে সে গ্রামাদি সংজ্ঞক ভূমিসমুদায় কিম্বা তাহার মধ্যের যত ভূমি বিক্রয় করিলে সে দণ্ডের কুলান্ জজসাহেবের বিবেচনাক্রমে হইতে পারে তত ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হই বেক। ও যে গ্রামাদিসংজ্ঞক ভূমিতে সে খালাড়ী থাকে সে ভূমিসমুদায় বিক্রয় হইলেও যদি সে দণ্ডের কুলান্ না হয় তবে তাহার অন্য যে ভূমি থাকে তাহা বি ক্রয় করা যাইবেক। তাহাতেও যদি অকুলান্ হয় তবে তাহার অস্থাবর বস্তু যে রহে তাহা বিক্রয় করিতে হইবেক তাহাতেও যদি না কুলায় তবে সেই ডিক্রী জারী করণিয়া জজসাহেব ডিক্রী জারী করিবার আইনমতে যে কর্ত্তব্য হয় তাহাই করি বেন।

হজুরী ইজারদারের ইজারা কিম্বা খাসতহসীলী কোন মহালে নিষিদ্ধ লবণের খালাড়ী থাকিলে সেই ইজারদারের কিম্বা খাসের আমলার যে দণ্ড হইবেক এবং সে দণ্ড যত ও যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সে মহালের অধিকারির দণ্ড না হইবার কথা।

তাহার বিশেষ কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি হজুরহইতে ইজারা দেওয়া কিম্বা খাস তহসিলী কোন মহালে উপরের উক্ত কিছু খালাড়ী আগামি ৩১ আগস্ত তারিখপর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহে কিম্বা ঐ তারিখের পর পত্তন হইয়াছে এমত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে খালাড়ী বর্ত্তমান থাকিবার কিম্বা পত্তন হইবার কালে সে মহাল হজুরী যে ইজারদারের ইজারায় কিম্বা খাসের তরফ যে আমলার জিম্মায় থাকে সেই ই জারদার কিম্বা আমলায় তৎপ্রযুক্ত সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দণ্ডক্রমে সর কারে দাখিল করিবার নিমিত্তে ডিক্রী হইবেক। ও সে দণ্ডের টাকা ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার আইনমতে আদায় করিতে হইবেক ও। তাহাতে সে মহালের অধিকারী সে দণ্ডের দায়ে ঠেকিবেক না। কিন্তু যদি সাব্যস্থ হয় যে সে অধিকা রির অধিকার সেই মহালে সে খালাড়ী তাহার জ্ঞাতসারে হইয়াছিল তথাচ সে তাহার সমাচার মাজিস্ট্রেট্সাহেব কিম্বা সরকারী অন্য যে আমলা অথবা পোলী সের দারোগারা এই নিষিদ্ধ নিমক ক্রোক্ করিবার সাধ্য রাখেন্ তাঁহারদিগের কাহাকেও দেয় নাই তবে তৎপ্রযুক্ত সেই হজুরী ইজারদারের কিম্বা খাসের তরফ আমলার স্থানে যে দণ্ড লওয়া যায় তাহাছাড়া সেই অধিকারির দণ্ডও এ ধারার ১প্রথম প্রকরণের অনুসারে সে আপন অধিকারের সরবরাহ্ নিজে করিলে যেরূপে কর্ত্তব্য হইত সেইরূপে করা যাইবেক।

নিষ্কর ভূমির ভোগবানদিগের যে দণ্ড হইবেক ও তাহা যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি এ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের উক্ত কিছু খালাড়ী কোন নিষ্কর ভূমিতে আগামি ৩১ আগস্ততক বর্ত্তমান রহে কিম্বা তাহার পর পত্তন হই য়াছে এমত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে ভূমির ভোগবানের দণ্ড সি ক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ও যেমতে এ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অ নুসারে করসম্পর্কীয় ভূমির অধিকারিগণের স্থানে দণ্ড আদায় করিবার নির্ণয় আছে সেই মতে সে দণ্ড উসুল করা যাইবেক।

কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য ভূম্যধিকারিগণের অধিকারের সরবরাহকার

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি এ ধারার ১প্রথম প্রকরণের উক্ত কিছু খালাড়ী কোর্ট ও য়ার্ডসের সাহেবদিগের ব্যাপ্য কোন ভূম্যধিকারির অধিকারে আগামি ৩১ অগাস্ত তক

দিগের যে দণ্ড হইবেক ও তাহা যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

তক বর্ত্তমান থাকে কিম্বা তাহার পর পত্তন হইয়াছে এমত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে ভূমির সরবরাহকারের দণ্ড সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ও সে দণ্ডের টাকা নগদী ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার আইনমতে আদায় করা যাইবেক।

এ ধারাক্রমে মেলা দণ্ড যেমতে বিভাগ হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এ ধারাক্রমে যত টাকা দণ্ড মিলে তাহার অর্দ্ধেক যে কেহ নিষিদ্ধ খালাড়ী থাকিবার সন্ধান কহিবেক তাহাকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি কখন এমত সন্ধান দুই কিম্বা ততোধিক জন সন্ধানির দ্বারা মিলে তবে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা সে সন্ধানিদিগের যে ব্যক্তি যেমত যোগ্যের তাহা বিবেচিয়া সেই টাকার যত যাহাকে দেওয়া উচিত জানেন্ তাহা বাটিয়া দিবেন। আর বাকী অর্দ্ধেক টাকা নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা নিমকের চৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব অথবা মহাজনী কুঠীর সাহেব কিম্বা মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেব অথবা হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেব এ সকলের যে কোন সাহেব সেই সন্ধানিদিগের স্থানে সন্ধান পাইয়া সে সমাচার লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইয়া থাকেন্ সেই সাহেবকে দেওয়া যাইবেক। ও যদি সরকারী কোন আমলায় সন্ধানির স্থানে সন্ধান না পাইয়া নিজ সন্ধানক্রমে সে সম্বাদ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে দিয়া থাকেন্ তবে সেই আমলাতেই সে দণ্ডের অর্দ্ধেক পাইবেন ইতি।

জজসাহেবেরা ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে যাহা করিবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে কোন আদালতের সাহেব এ ধারাক্রমের দণ্ডের ডিক্রী জারী করিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে তাহার নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহাতে ঐ হজুরের কিছু হুকুম না হইবাপর্য্যন্ত সে ডিক্রী জারী করিতে নিরস্ত থাকেন্। এমতে ঐ হজুরের কর্ত্তৃত্ব আছে যে দণ্ডের টাকা আদায়ের কারণ কোন অপরাধি ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি নীলামের ডিক্রী হইলে বিষয় বুঝিয়া সে দণ্ডের টাকা সমুদায় কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু নগদ লইতে হুকুম দেন্। এবং সেই নগদ দণ্ডের টাকার তুল্যমূল্যের যত ভূমি হয় তাহা নীলাম করিতে নিষেধের হুকুম করেন্। এতদ্ভিন্ন যদি সে মোকদ্দমার ভাব লইয়া সে দণ্ড সমস্ত কিম্বা তন্মধ্যের কিছু ক্ষমা দেওয়া বিহিত জানেন্ তবে তাহা ক্ষমিতেও শক্তি রাখেন্ ইতি।

হজুর কৌন্সেলে দণ্ডের টাকা সম্যক কিম্বা তাহার কিছু ক্ষমা করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা।

কেহ রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীব্যতীত কিছু লবণ মূলের উক্ত সুবেজাতের মধ্যে চালাইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী দিবার সাধ্যবান্ লোকের দত্ত রওয়ানা অথবা ছাড়চিঠীব্যতীত কেহ কিছু নিমক সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং সুবে উড়িষ্যার মধ্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরে তরি কিম্বা খুশ্কীপথে চালাইতে পারিবেক না। ইহাতে যদি কেহ রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী দিবার সাধ্যবান্ লোকের স্থানহইতে রওয়ানা

অথবা

অথবা ছাড়চিঠী না লইয়া কিছু নিমক ঐ সুবেজাতের মধ্যে চালাইতে উদ্যত হয় তবে সে নিমক ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য হইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী যেমত পাঠে হইবেক তাহার বেওরা সকলের গোচরার্থে নীচে লেখা যাইতেছে এই যে রওয়ানার উপর নিমক দফ্তরের মোহর এবং বোর্ড ত্রেডের মোতালক ঐ দফ্তরের সেক্রেটারি সাহেবের দস্তখৎ হইবেক। আর যে পথে সে নিমক চলে সেই পথের চৌকীয়াতের আমলার সহী এবং সে রওয়ানাদৃষ্টে যত নিমক চলিতে পারে তাহার পরিমাণ এবং যে স্থানহইতে সে নিমক চালান হয় সে স্থানের নাম ও নৌকাদিধুরীণ অর্থাৎ ভারবহ যে বস্তুতে সে নিমক বোঝাই হয় সে বস্তুর নাম এবং যথায় যাইবেক তথাকার নাম সে রওয়ানার পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক। ও সে রওয়ানা তাহা লিখিবার তারিখহইতে কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত চলিবার যোগ্য হইবেক। আর নিমক চৌকীয়াতের যে কোন দারোগার কিম্বা মুহুরিরের দ্বারা ছাড়চিঠী হইতে পারে তাহার দস্তখৎ সেই ছাড়চিঠীর উপর হইবেক এবং সে ছাড়চিঠীদৃষ্টে যত নিমক চলিবার হয় তাহার পরিমাণ তাহাতে লেখা থাকিবেক ও সে পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ১০০ এক শত মোনের কম হইবেক এবং তাহা যত দিনপর্য্যন্ত চলিতে পারিবেক তাহার মিয়াদ সে ছাড়চিঠীতে লেখা যাইবেক ও সে মিয়াদ ছয় মাসের ঊর্দ্ধ কদাচ হইবেক না এবং সে নিমক যে রওয়ানার পেটার হয় সে রওয়ানার নম্বর ও তাহা যে স্থানহইতে যথায় চলিবেক সেই স্থানের নাম সে ছাড়চিঠীতে লেখা যাইবেক।

রওয়ানার পাঠের কথা।

ছাড়চিঠীর পাঠের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সময়ে নিমক কোন চৌকীতে পঁহুছিবেক সে সময়ে যাহার জিম্মায় সে নিমক থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী সেই চৌকীর দারোগার স্থানে দর্শায়। তাহাতে সে দারোগার উচিত যে সেই রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণের অনুসারে সে নিমক মিলে কি না ইহার তহকীক তৎক্ষণাৎ করে ও যদি সেই লিখিত পরিমাণের সহিত সে নিমক মিলে তবে সেই রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর পৃষ্ঠে তাহার লিখিত পরিমাণের সহিত সে নিমক মিলিবার ও সেই নিমক সে চৌকীতে পঁহুছিবার ও তথাহইতে চলিয়া যাইবার নিদর্শন তারিখ বান্ধিয়া লিখিয়া দেয় ইতি।

চৌকীতে লবণ পঁহুছিলে তৎকালে তথাকার দারোগার কর্ত্তব্যের কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কেহ রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর দ্বারা তাহার লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত নিমক উপরের উল্লিখিত সীমানার মধ্যে তরি কিম্বা খুশ্কীপথে চালাইতে উদ্যত হয় তবে সে পরিমাণের অপেক্ষা যত নিমক অতিরিক্ত ঠাহরে তাহা সেই রওয়ানাআদির লিখিত পরিমাণের নিমকসুদ্ধা ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য হইবেক।

কেহ রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণের অধিক লবণ চালাইতে উদ্যত হইলে সে অধিক সমেত সেই লিখিত লবণ সমস্তই জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয়

রওয়ানা কিম্বা ছাড় চিঠী শীঘ্র দেখাইতে না পারিলে লবণ জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যাহার জিম্মায় নিমক থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সে নিমকের সঙ্গে রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী রাখে। আর এই ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কখন কিছু নিমক ধরা পড়িলে যদি সে নিমকের অধিকারী কিম্বা জিম্মাদার লোকে কহে যে এ নিমকের রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী আছে কিন্তু তাহা সম্প্রতি দর্শাইতে পারি না তবে তাহার সে কথা গ্রাহ্য না হইয়া সে নিমক ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

১০ ধারা।

নিষিদ্ধ লবণ বোঝাই হওয়া নৌকাদি ভারবহ বস্তু জব্দ হইবার ও তাহার মূল্যের টাকা বাঁটিবার মতের কথা।

এ আইনের নিষেধের অন্যথায় পোশ্তানী কিম্বা আমদানী অথবা রফ্তানীহওয়া নিমক যদি কোন নৌকায় কিম্বা বলদ গরুআদি পশুতে অথবা গাড়ী কিম্বা শগড়প্রভৃতি ভারবহ কোন বস্তুতে বোঝাই হয় তবে যেরূপে সে নিমক জব্দের ও বিক্রয়ের যোগ্য হয় সেইরূপে সে ভারবহ বস্তু জব্দের ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক। এবং জব্দী নিমকের মূল্যের টাকার যে অংশ যে নিষেধ ও বিধিক্রমে তাহা ক্রোক করনিয়াদিগের জনাজাৎকে বাটিয়া দেওয়া যায় সেই নিষেধ ও বিধিপূর্ব্বক সেই জব্দী নৌকা ও পশ্বাদি ভারবহ বস্তুর মূল্যের টাকার অংশও তাহা ক্রোককরণিয়াদিগের জনাজাৎকে বাটিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

নিষিদ্ধ লবণ পোশ্তানী দিগরের পদ্যের নিবারণ মূলের উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ আদি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সরকারের নিষিদ্ধ নিমক পোশ্তানীর ও আমদানীর ও রফ্তানীর ও বিক্রয়ের পদ্য সর্ব্বতোভাবে উঠাইবার জন্যে উচিত জানিলেন যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ও পোলীসের আমলাসকল এবং মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা ও হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা এবং মহাজনী কুঠীসকলের রেসিডেণ্ট ও এজেণ্টসাহেবেরা আপনং ব্যগ্য সীমানার মধ্যে এমত নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইবার নিবারণ অশেষমতে করেন্। এবং তদ্ভিন্ন সাহেবেরা ও নিমক চৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট খ্যাতিতে খ্যাত ও নিযুক্ত হইয়া নিমক দফ্তরের মোতালক বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের আদেশক্রমে নিমকের অন্যং চৌকীয়াতে হুকুম চালাইবার ভার পান্। অতএব নীচের লিখিত বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল।

নিমক চৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মে সাহেবেরা নিযুক্ত হইবার ও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

পোলীসের আমলারা মূলের উক্ত সাহেবদিগের দরখাস্তমতে তাঁহারদিগের সহায়তা করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি নিমকপোশ্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা নিমকে চৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা অথবা নিমকদফ্তরের সাহেবপ্রভৃতি কোন আমলা কিম্বা মহাজনী কুঠীসকলের রেসিডেণ্ট অথবা এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা অথবা হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা সরকারের বিনাহুকুমে পোশ্তানী কিম্বা আমদানী অথবা রফ্তানী কিম্বা বিক্রয়হওয়া কিছু নিমক ক্রোকের কারণ সহায় চাহেন্ তবে পোলীসের আমলাসকলের কর্ত্তব্য যে সে সাহেবদিগের দরখাস্তমতে সহায়তা করে।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন আমলায় এমত সন্ধান পায় যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার মধ্যের শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার বাহিরের জন্মিত কিছু নিমক বিনাহুকুমে ঐ সরকারের অধিকারের ভিতরে আমদানী হইয়াছে কিম্বা রওয়ানা অথবা ছাড়চিঠীব্যতীত কিছু নিমক রফ্তানী হইয়াছে কিম্বা সরকারের পোখ্তানী খালাড়ীতে মলঙ্গীরা অথবা অন্য কোন লোকে অপর কাহার কারণ কিছু নিমক পোখ্তানী করাইয়াছে কিম্বা অন্য ২ লোকে নিজার্থে কি পরার্থেইবা নিমক পাকাইবার কারণ কিছু খালাড়ী পত্তন করিয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ সে সমাচার তাহার সন্নিকটে নিমকদফ্তরের মোতালক নিমক ক্রোক্ করিবার সাধ্যবান যে আমলা থাকে সে আমলাকে এবং আপনি যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ব্যাপ্য হয় সে সাহেবের স্থানে দিবেক। ও পোলীসের আমলাসকলের কর্ত্তব্য কেবল ইহাই হইবেক যে তাহারা এমত সন্ধানের সমাচার নিমকদফ্তরের মোতালক আমলাকে এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে দেয় ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হুকুমমতে কিম্বা নিমকদফ্তরের মোতালক আমলার দরখাস্তক্রমে সে আমলাদিগের সহায়তা করে। এতভিন্ন তাহারা রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী সঙ্গে না থাকে এমত কালব্যতিরেকে কখন কিছু নিমক নিজসাধ্যক্রমে ধরিতে ও ক্রোক্ করিতে পারিবেক না কিন্তু অন্য২ সময় ছাড়া এমত কালে সাধ্য রাখিবেক যে সেই রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী সঙ্গে না থাকা নিমক ধরে ও ক্রোক্ করে এবং সে নিমক ধরিবার ও ক্রোক্ করিবার সমাচার অব্যাজে আপনার উপর ব্যাপক মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের স্থানে ও তৎসমীপের নিমকচৌকীর আমলার নিকটে পাঠায়। যদি পোলীসের কোন আমলায় এ প্রকরণের উক্ত কালছাড়া কখন কিছু নিমক ক্রোক্ করে তবে নিজকার্য্যহইতে অবসরের যোগ্য হইবেক। এবং সে নিমকের অধিকারী কিম্বা জিম্মাদার তাহার ক্ষতি ও খতরার দাওয়া সে আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক।

পোলীসের আমলারা নিষিদ্ধ লবণ আমদানী ও রফ্তানীদিগরের সন্ধান পাইলে সে সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব দিগকে এবং নিকটস্থ নিমকী এলাকার আমলাকে দিবার কথা।

পোলীসের আমলায় কেবল সমাচার দিবার ও দরখাস্তমতে সহায়তা করিবার কথা।

তাহার বিশেষ কথা।

পোলীসের আমলায় এ প্রকরণের অন্যথাচরণ করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের আমলার দেওয়া সমাচারক্রমে যে নিমক ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক সে নিমকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকার হারে পুরস্কার সে আমলায় পাইবেক কিন্তু যদি সে আমলাদিগের দুই কিম্বা ততোধিক জনের চেষ্টায় সে নিমক ক্রোক্ হইয়া থাকে তবে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা তাহারদিগের কৃত সেই বিহিত চেষ্টা বিবেচিয়া সে পুরস্কারের যত যাহাকে দেওয়া উচিত জানেন্ তাহা বিভাগ করিয়া দেওয়াইবেন। ও সে জব্দী নিমকের মূল্য সেমত নিমকের গত নীলামী দরের দৃষ্টান্তে ধরা যাইবেক।

লবণক্রোকের অর্থে পোলীসের আমলাদিগেরে যত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কেহ জানেন্ যে সরকারের বিনাহুকুমে কিছু নিমক পোখ্তানী কিম্বা আমদানী অথবা রফ্তানী কিম্বা বিক্রয় হইয়াছে ও সে নিমক ক্রোক্ করাইবার কারণ তাহার সমাচার নিমকক্রোকের

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা সময়বিশেষে লবণ ক্রোক্ করাইতে পারিবার কথা।

সাধ্যবান্

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা লবণক্রোকের সম্বাদ বোর্ড ত্রেডে লিখিবার কথা।

সাধ্যবান্ নিমকদফ্তুরের মোতালক আমলার স্থানে পঁহুছাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অপেক্ষা না সহিতে সে নিমক কেহ উঠাইয়া লইবেক বুঝেন। তবে এমত কালে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে এবং কর্ত্তব্যও বটে যে সে নিমক ক্রোক্ করান্। এবং তৎক্ষণাৎ সে ক্রোকের সামাচার বিবরিয়া লিখিয়া বোড ত্রেডের সাহেদিগের স্থানে পাঠান্।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে সমাচার বোর্ড ত্রেডে লিখিবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিমকের বিষয়ে যে সমাচার পোলীসের আমলার স্থানে পান্ তাহার বেওরা এবং নিমকক্রোকের সাধ্যবান নিমক দফ্তুরের মোতালক আমলায় কি অন্য কোন আমলাতেই বা নিমকক্রোকের কারণ সহায়তা পাইবার অর্থে যে দরখাস্ত পোলীসের আমলার নিকটে করেন্ তাহার বিবরণ ও তাহাতে আপনার সদ্বিবেচনা যে হয় তাহা লিখিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের সমীপে পাঠান।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে দেওয়া শক্তি মূলের উক্ত কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিকেও অর্পণ হইবার এবং তাঁহারদিগের আমলারা স্বং মনিবের বিনাহুকুমে লবণ ক্রোক্ না করিতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে অর্পিত আছে সে ক্ষমতা মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগকে ও হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগকে এবং মহাজনী কুঠীসকলের রেসিডেণ্টসাহেদিগকে ও এজেণ্টসাহেবদিগকেও অর্পণ হইল। কিন্তু সে সাহেবদিগের আমলাদিগেরে নিষেধ আছে যে যদি তাহারা সরকারের বিনাহুকুমে কোন নিমক পোগুানী কিম্বা আমদানী অথবা রফ্তানী কিম্বা বিক্রয় হইয়াছে এমত বুঝে তথাচ তাহা আপনারদিগের মনিবদিগের বিশেষ হুকুমব্যতীত স্বয়ংকর্তৃত্বে না ধরে ও ক্রোক্ না করে। যদি তাহারা সে নিমক বিনাহুকুমে ধরে ও ক্রোক্ করে তবে আপনারদিগের কর্ম্মহইতে অবসর হইবেক। এবং তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি ও খতরার দাওয়ায় তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। অতএব সে আমলাদিগের কেবল ইহাই কর্ত্তব্য যে যদি ক্রোকের যোগ্য কোন নিমকের সন্ধান পায় এবং সরকারের বিনাহুকুমে অন্য লোকের স্বার্থের কারণ কোন স্থানে নিমকপোগুানীর খালাড়ী আছে কিম্বা পত্তন হইয়াছে এমত তত্ত্ব জানে তবে সে সমাচার আপনারদিগের মনিবদিগকে কিম্বা নিমক দফ্তুরের মোতালক আমলার স্থানে দেয়। ও সে সমাচার দিলে সেহেতুক যত পুরস্কার এ আইন মতে অন্যং লোককে দেওয়া যায় তত পুরস্কার সে আমলাদিগেরেও দেওয়া যাইবেক।

হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা লবণের চৌকীয়াৎ মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের এবং হাসিল তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা করিতে পারিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নিমকের চৌকীয়াৎ মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের ও হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের জিম্মা করেন্ এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবের কিম্বা অন্য ইঙ্গরেজ সাহেবদিগের অথবা এ দেশীয় লোকসকলের যে যে ব্যক্তি নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগেরে হুকুম দেন্

যে

যে তাঁহারা মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের ও হাসিল তহসীলের কালেক্টর সাহেদিগের আদেশক্রমে কার্য্য করেন্। ও নিমকপোখ্তানীর এজেন্টসাহেবেরা আপনারদিগের আমলার দ্বারা জব্দকরা নিমকের বিষয়ে সেই জব্দী নিমকের মূল্যের টাকার যে বিভাগ পুরস্কারক্রমে পান্ সেই বিভাগে পুরস্কার মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা ও হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবেরাও যে নিমক তাঁহারদিগের হুকুমে ক্রোক্ ও জব্দ হয় কিম্বা তাঁহারদিগের দেওয়া সমাচারক্রমে নিমকদফ্তরের মোতালক আমলায় ক্রোক্ ও জব্দ করে তদ্বিষয়ে পাইবেন।

মূলের উক্ত সাহেবেরা যদনুসারে পুরস্কার পাইবেন তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে নিমকের চৌকীয়াৎ মহাজনী কুঠীসকলের যে সাহেবদিগের ও হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের জিম্মা হয় এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবেরা নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিন্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ সেই সকল সাহেবেরা আপন২ প্রাপ্ত কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা অন্য যাঁহার স্থানে শপথ করিবার নির্ণয় হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবেন। আমি শ্রীঅমুক অমুক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি এই মতে যে আমি আপন প্রাপ্ত কর্ম্ম মনোযোগপূর্ব্বক প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং আমি নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা গোপনে কিম্বা অগোপনে নিমকের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইব না। আর আপনার এ কর্ম্মের উপলক্ষে স্পষ্টক্রমে কি অস্পষ্টেইবা কিছু রসুম কিম্বা নজর অথবা লৌকিকতা কিম্বা অপর কোন অঙ্ক দায়ধরা করিয়া লইব না এবং আপন জ্ঞানেতে কাহাকেও লইতে দিব না আর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে আমার এ কর্ম্মের সম্পর্কে যে প্রাপ্তির ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা পশ্চাৎ হইবেক তদ্ভিন্ন কিছু লাভ গোপনে কিম্বা অগোপনে করিব না।

নিমকচৌকীয়াতের ভারপ্রাপ্ত সাহেবেরা নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবার কথা।

শপথের পাঠের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—এ ধারাক্রমে যত নিমক ক্রোক্ হয় তাহা সমস্তই যথাসাধ্য ত্বরাতে নিমকদফ্তরের মোতালক আমলার নিকটে কিম্বা অন্য যাহাকে বোর্ডত্রেডের সাহেবেরা নিযুক্ত করেন্ তাহার সমীপে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

লবণ ক্রোকহইয়া যাহার নিকটে দাখিল হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর এজেন্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলাসকলের এবং নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবপ্রভৃতি আমলাদিগের ও বোর্ড ত্রেডের মোতালক নিমকদফ্তরের চিহ্নিত আমলাবর্গের ক্ষমতা আছে যে নিষিদ্ধ নিমকপোখ্তানী কিম্বা আমদানী অথবা রপ্তানী কিম্বা বিক্রয় হইবার সন্ধান পাইলে তাহার সমাচার তথাকার জজসাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার বিলম্ব যাবৎ হয় তাবৎ সে নিমককে নিজে ক্রোক্ করিয়া রাখেন্ ও তাহা ক্রোক্ করিবার অর্থে যদি সেই এজেন্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের আমলাপ্রভৃতিতে সহায়তার আবশ্যক

নিমকদফ্তরের মোতালক যে যে আমলায় জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অগোচরে নিজে লবণক্রোক্ করিতে এবং আবশ্যক হইলে তাহার সহায়তার দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে কিম্বা পোলীসের আম

লার নিকটে দিতে পারিবেন তাহার কথা।

আবশ্যক বুঝেন্ তবে সে নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে কিম্বা পোলীসের আমলার নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

নিমকদফ্তরের মোতালক সরকারী ক্ষুদ্র আমলারা যত পুরস্কার পাইবেক তাহার কথা।

পুরস্কার বণ্টনের মতের কথা।

নিমকদফ্তরের মোতালক সরকারী যে ক্ষুদ্র আমলারা আপন২ মনিবের হুকুম মতে নিষিদ্ধ নিমক ক্রোক করে কিম্বা উপরের ধারার উক্ত নিমকের সন্ধান কাহার দ্বারা পাইবাতে তাহা ক্রোক করিতে আসক্ত হয় তাহারা সেমত নিমকের গত নীলামী দরের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হারে পুরস্কার পাইবেক। কিন্তু তাহাতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি সে নিমক দুই কিম্বা ততোধিক জনে ক্রোক্ করিয়া থাকে তবে তাহারদিগের যাহার যে কৃত হিতচেষ্টা বুঝিয়া সে পুরস্কারের যত যাহাকে দেওয়া উচিত জানেন্ তত তাহাকে বাঁটিয়া দেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

নিমকদফ্তরের মোতালক সরকারী ক্ষুদ্র আমলারা নিজসন্ধানে লবণ ক্রোক্ করিলে যত পুরস্কার পাইবেক তাহার কথা।

যদি সরকারী ক্ষুদ্র আমলাদিগের কেহ অন্যের স্থানে সন্ধান না পাইয়া স্বযোগ্যতায় অসাধারণে কিছু নিমক ক্রোক্ করে তবে সে নিমক যে জিলার কিম্বা আড়ঙ্গের উৎপন্ন কিম্বা জন্মান প্রমাণ হয় অথবা বুঝা যায় তথাকার নিমকের গত নীলামী দরে সেই ক্রোকী নিমকের মূল্য ধরিয়া তাহার উপর শতকরা ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ টাকার হারে পুরস্কার সেই আমলায় পাইবেক। ও যদি এরূপে কিছু নিমক দুই কিম্বা ততোধিক জন আমলায় ক্রোক্ করে তবে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সেহেতুক উপরের উক্ত নিয়মিত পুরস্কারের মধ্যে সে আমলাদিগের যে যত পাইবার যোগ্য হয় তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক বাঁটিয়া দেওয়ান্ ইতি।

১৫ ধারা।

লবণপোক্তানীর এজেণ্ট সাহেবেরা ও নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা যত পুরস্কার পাইবেন তাহার কথা।

নিমকপোক্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা ও নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা যত নিমক তাঁহারদিগের নিজ হুকুমের অনুসারে কিম্বা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলার দ্বারা ক্রোক্ ও জব্দ হয় তত নিমকের মূল্যের উপর শতকরা ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ টাকার হারে পুরস্কার পাইবেন ও সে নিমকের মূল্য তাহা যে জিলার কিম্বা আড়ঙ্গের উৎপন্ন কিম্বা জন্মান সাব্যস্ত হয় কিম্বা বুঝা যায় তথাকার সেমত নিমকের গত নীলামী দরের অনুসারে ধরিতে হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আমলারা লবণক্রোকের সমাচার অব্যাজে আপন২ উপরবর্ত্তি ব্যক্তির স্থানে লিখিবার কথা।

নিমকপোক্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের উচিত এবং বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের চিহ্নিত আমলাসকলের আর পোলীসের সমস্ত আমলাদিগের এবং অন্য সকলপ্রকার ক্ষুদ্র আমলাবর্গের কর্ত্তব্য

যে

যে তাঁহারা যে ক্ষণে যে নিমক ক্রোক্ করেন্ তাহার সমাচার সেই ক্ষণেই অবিলম্বে আপনার উপরবর্ত্তি ব্যক্তির স্থানে লিখেন্। যদি উপরের উক্ত কোন জনে কিছু নিমক ক্রোক্ করিয়া তাহার যথার্থ সমাচার উপরবর্ত্তি ব্যক্তির স্থানে না পাঠান্ কিম্বা পাঠাইতে অনর্থক বিলম্ব করেন্ ও সে নিমক জব্দ না হয় তবে সেই ক্রোক্কর্ণিয়া লোকের নামে সে নিমকের অধিকারী আপন ক্ষতি ও খতরার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং সে লোক তৎপ্রযুক্ত নিজ পদচ্যুতির যোগ্য হইবেন। আর যদি সে নিমক জব্দ হয় তথাচ সে লোক তৎকর্ম্ম হইতে অবসর হইবার যোগ্য ঠাহরিবেন এবং সে ক্রোকের প্রসাদে যে পুরস্কার তাঁহার প্রাপ্তব্য হয় তাহাও সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

লবণ ক্রোকের সংবাদ লিখিয়া না পাঠাইলে কিম্বা পাঠাইতে বিলম্ব করিলে দণ্ড হইবার কথা।

১৭ ধারা।

নিমকদফ্তরের মোত্তালক সমস্ত ক্ষুদ্র আমলাকে এই নিষেধ আছে যে তাহারা যত নিমক ক্রোক্ করে তাহা নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিনাহুকুমে না ছাড়ে। ও সে আমলাদিগের কেহ যদি এ ধারার নিষেধের অন্যথাচরণ করে তবে আপন কার্য্য হইতে অবসর হইবেক এবং যত নিমক ছাড়িয়া দেয় তাহার মোনের শতকরা সিক্কা ২৫০ আড়াই শত টাকার হারে দণ্ড দিবেক। আর নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগকে এবং চৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে তাঁহারা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলারা যে নিমক ক্রোক্ করে কিম্বা সে আমলাদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের অথবা মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের অথবা মহাজনীকুঠীসকলের সাহেবদিগের দ্বারা ক্রোক্ হওয়া যে নিমক গতান হয় সে নিমক বিচারতঃ জব্দের যোগ্য না ঠাহরিলে তাহা ছাড়িয়া দিতে পারেন্। কিন্তু নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে নিমক যেহেতুক ছাড়িয়া দেন্ তাহার বেওরা সমাচার লিখিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্। আর যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা নিমকচৌকীয়াতের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা অথবা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলারা কিম্বা ঐ বোর্ডের চিহ্নিত আমলাসকলে কিছু নিমক ক্রোক করেন্ তবে তাহাও যে জন্যে ক্রোক্ করেন্ তাহার বিস্তারিত লিখিয়া যত শীঘ্র হয় ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে চালান করিবেন ইতি।

ক্ষুদ্র আমলারা যে লবণ ক্রোক্ করিবেক তাহা মূলের উক্ত সাহেবদিগের বিনাহুকুমে না ছাড়িবার কথা।

ঐ হুকুমের উল্লঙ্ঘন করিলে দণ্ড হইবার কথা।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতিতে ক্রোকী নিমক ছাড়িতে পারিবার কিন্তু তাহার সম্বাদ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইতে হইবার কথা।

ক্রোকী লবণ ছাড়িবার বার্ত্তা লখিয়া ঐ বোর্ডে চালানকরণ মূলের উক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য হইবার কথা।

১৮ ধারা।

যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কিম্বা মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের অথবা হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের আমলাদিগের কাহার দ্বারা কিম্বা সে সাহেবদিগের হুকুমের অনুসারে

মূলের উক্ত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবপ্রভৃতিতে ক্রোকী লবণ ছাড়িতে পারিবার ও তাহার সমাচার

বোর্ড ত্রেডে লিখিবার কথা।

সারে কিছু নিমক ক্রোক্ হয় ও তাহা নিমকদফ্তরের মোতালক আমলার স্থানে যাতাইবার পূর্ব্বে বুঝা যায় যে সে নিমক মিথ্যা সমাচারের অনুক্রমে ক্রোক্ হই য়াছে ও জব্দের যোগ্য নহে তবে এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে তাঁহারা তৎকালে সে নিমক ছাড়িয়া দেন্ এবং তাহা ক্রোক্ হইবার ও ছাড়িয়া দিবার বিবরণ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের জ্ঞাপনার্থে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

১৯ ধারা।

সন্ধানিরা পুরস্কার পাইবার ও তাহার নির্ণয় হইবার কথা।

কেহ সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার মধ্যের শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরে নিষিদ্ধ নিমক পোশ্তানী কিম্বা আমদানী অথবা রপ্তানী কিম্বা বিক্রয় হইবার সন্ধান কহিলে যদি তদনুসারে সে নিমক ক্রোক্ ও জব্দ হয় তবে সে ক্রোক যে জিলায় হয় সেই জিলার নিমক তাহার পূর্ব্ব নীলামে যে দরে বিকাইয়া থাকে সেই দরের অনুসারে সে ক্রোকী নিমকের মূল্য ধরিয়া শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হারে পুরস্কার সেই সন্ধানিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২০ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেদিগের বিবেচনাক্রমে লবণ জব্দ হইবার ও তাহার পুরস্কার তৎকালে দেওয়া যাইবার কথা।

জব্দের যোগ্য নিমক বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে জব্দ হইবেক ও তাহা জব্দের অর্থে হুকুম যে সময়ে হয় সেই সময়েই সে জব্দের উপলক্ষে যত পুরস্কার যাহারদিগের প্রাপ্তব্য হইবেক তাহারা তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানহইতে পাইবেক কিম্বা তাহা অন্য যেরূপে মিলিবার হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবেরা করেন্ সেইরূপেই মিলিবেক ইতি।

২১ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা লবণ ক্রোকের বার্ত্তা পাইলে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

ক্রোকী লবণ জব্দের যোগ্য না হইলে সে লবণ ক্রোককরণিয়া সাহেব দণ্ড্য হইবার কথা।

এ গতিকে বোর্ড ত্রেডের সাহেদিগের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

নিমক ক্রোকের বেওরাসমাচার বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে তৎকালে তাঁহারা অব্যাজে তাহার বিচার করিবেন। ও সে বিচারমুখে যদি সেই নিমক ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য না হয় তবে তাহা ছাড়িয়া দিবার অর্থে হুকুম দিবেন তাহাতে যে সাহেবের হুকুমে সে নিমক ক্রোক্ হইয়া থাকে সে সাহেব মাজিস্ট্রেট না হইলে তাঁহার নামে সে নিমকের অধিকারী তাহার ক্ষতি ও খতরার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক। ও তাহা করিলে সেই আসামী সাহেব সে ক্ষতি ও খতরার দায়ী নিজে হইয়া সে মোকদ্দমার জওয়াব দিবেন। কিন্তু এমত গতিকে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে নালিশহওয়াতে যত ক্ষতি ও খতরা সে নিমক ক্রোককরণিয়া সাহেবের হয় তাহা যদি সে মোকদ্দমার বেওরা বুঝিয়া সরকারহইতে দেওয়া উচিত জানেন্ তবে দিবেন অথবা সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারহইতে করা বিহিত জানিলে তাহাই করাইবেন অথবা সে নিমকের অধিকারিকে তাহার ক্ষতিপূরণ যত দেওয়া

কর্ত্তব্য ঠাহরেন্ তাহা দিবেন এবং এমত সকল মোকদ্দমায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যেরূপ বিবেচনা করেন্ তাহা বিবরিয়া লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

২২ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ক্রোকী লবণ জব্দের যোগ্য ঠাহরিলে যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

নিমক ক্রোকের বেওরা সমাচার বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে যদি তাঁহারা বিবেচনাক্রমে সে নিমককে জব্দের যোগ্য ঠাহরেন্ তবে সে নিমক এবং তাহা যে নৌকায় কিম্বা পশুতে অথবা গাড়ীতে কিম্বা শগড়আদিতে বোঝাই থাকে তাহাসমেত জব্দ করিবার অর্থে হুকুম দিবেন এবং তাহা যত ত্বরাতে পারেন্ নীলামে বিক্রয় করাইবেন। ও যদি কেহ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দেওয়া সেই জব্দী হুকুমে সম্মত না হয় তবে তাহার সাধ্য আছে যে সে নিমক যে জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের ভুক্ত সীমানায় ক্রোক্ হইয়া থাকে সেই আদালতে তদর্থে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের নামে নালিশ করে। তাহাতে সে আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

কেহ ঐ বোর্ডের সাহেদিগের কৃত বিচারে সম্মত না হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা।

বিদেশীয় লবণ জব্দের অর্থে দাতব্য পুরস্কারের নির্ণয়ের কথা।

মান্দরাজআদির উৎপন্ন কিছু নিমক কিম্বা সাম্বর অথবা সালম্বা লবণ কিম্বা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন কোনপ্রকার নিমক জব্দ হইলে তাহার নিমিত্তে যত পুরস্কার এ আইনের নিরূপণক্রমে দিতে হয় তাহার সংখ্যানির্ণয় সেই জাতীয় নিমকের পূর্ব্ব নীলামী দরের দৃষ্টান্তে করিতে হইবেক। ও পূর্ব্ব নীলামে সে জাতীয় নিমক নীলাম না হইয়া থাকিলে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা তাহার যে দর ধার্য্য করা বিহিত জানেন্ তাহাই করিবেন এবং সেই ধার্য্যক্রমে সে পুরস্কারের সংখ্যাবধারণ হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর উপর খাউকী করিলে যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যদি এক জনের নামের রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর উপলক্ষে অন্য লোকে সেই রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীরাখণিয়ার সহিত অথবা অপর কাহার সঙ্গে যোগ করিয়া খাউকী দিয়া কিছু নিমক চুরী করিতে উদ্যত হয় তবে যে কেহ এমত খাউকী করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার উপর সেই রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত নিমকের মোনের শতকরা সিক্কা ২৫০ আড়াই শত টাকার হারে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

সরকারী গোলাহইতে লবণ লইতে যত নৌ

১ প্রথম প্রকরণ।—নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যে নিমক নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহা সরকারী

গোলাহইতে

কা যায় তাহার তালিকা রাখিবার কথা।

গোলাহইতে উঠাইয়া লইবার কারণ যত নৌকা পঁহুছে তাহার তালিকাফিরিস্তি লিখিয়া রাখেন্।

লবণ রওয়ানাআদির নির্দ্দিষ্ট স্থানে চল্তি পথে না চালাইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ কিছু নিমক রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত স্থানে লইয়া যাইবার কালে তাহা সচরাচর চল্তি পথে না চালাইয়া অন্য পথ দিয়া চালায় তবে তাহার সঙ্গে রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী থাকিলেও সে নিমক জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

২৬ ধারা।

জব্দহওয়া লবণের অধিকারিগণের উপর যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যদি কিছু নিমক রওয়ানার কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা অধিক ঠাহরণহেতুক কি এ আইনের মতের বহির্ভূত অন্য কোন কারণেইবা জব্দ হয় তবে সে নিমকের পরিমাণ যত হয় তাহার মোনের শতকরা সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার হারে দণ্ড তদধিকারির উপর করা যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

নিমকচৌকীয়াতের দারোগারা যত টাকার দায়ধরা করিয়া জামিন দিবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।

নিমকচৌকীয়াতের দারোগারা আপন২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে আপনারা প্রত্যক্ষ থাকিয়া বিশিষ্টরূপে কার্য্য করিবার নিমিত্তে এক২ হাজার টাকার দায়ধরা করিয়া দুই২ জন জামিন জনে২ দিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

নিমকচৌকীয়াতের দারোগারা নিষিদ্ধ লবণের ব্যাপারের অন্তর্বর্ত্তী থাকিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

দারোগারা বিনাহুকুমে চৌকীছাড়া হইলেও তাহারদিগের প্রতিনিধি লোক উপরের উক্ত কর্ম্মের অন্তর্বর্ত্তীথাকিলে তাহাতেও সে দারোগাদিগের দণ্ড হইবার কথা।

যদি এমত প্রমাণ হয় যে নিমকচৌকীয়াতের কোন দারোগার অন্তর্বর্ত্তিতায় অর্থাৎ জানিয়া না জানা ভারের উপর নিষিদ্ধ নিমকের কিছু কারবার হইয়াছে তবে সে দারোগা তৎকর্ম্মহইতে অবসর হইবেক এবং তাহার জামিনীর দায়ধরা টাকাও সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক। ও তাহার চৌকীর সীমাতল দিয়া চলিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ যত নিমক ক্রোক্ ও জব্দ হয় তাহার মোনের শতকরা সিক্কা ২৫০ আড়াই শত টাকার হারে দণ্ড সে দারোগার প্রতি করা যাইবেক। আর যদি দারোগাদিগের কেহ বিনাহুকুমে আপন চৌকীহইতে স্থানান্তরে যায় ও আপনার প্রতিনিধিতে অন্য কাহাকেও সে চৌকীতে রাখে ও সেই অন্য লোকের অন্তর্বর্ত্তিতায় নিষিদ্ধ নিমকের কোন ব্যাপারহওয়া সাব্যস্ত হয় তবে সে কারণেও এ ধারার উল্লিখিত দণ্ড সে দারোগার উপর কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

মূলের উক্ত লোকদিগের স্থানে কেহ নিষিদ্ধ লবণ দাদনী কিম্বা ক্রয়াদি করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

যদি এমত প্রতিপন্ন হয় যে নিমকের পাইকারদিগের কিম্বা ক্রেতাদিগের কেহ নিষিদ্ধ নিমকপোখ্তানীর কারণ মলঙ্গীদিগের কাহাকেও কিছু দাদনী করিয়াছে কিম্বা নিমক জন্মাইবার অথবা প্যাইবার জন্যে নিমকদফ্তরের মোতালক কোন আমলাকে কিম্বা অন্য কোন লোককে কিছু দিয়াছে অথবা তাহারদিগের স্থানে কিছু নিমক

কোনপ্রকারে

কোনপ্রকারে নিষিদ্ধমতে ক্রয় করিয়াছে তবে যত নিমকের দাদনী করিয়া থাকে কিম্বা যত নিমক জন্মাইয়া থাকে অথবা কিনিয়া থাকে কিম্বা এমত কোন গতিকে পাইয়া থাকে তাহার মোন্‌করা সিক্কা ৫ পাঁচ টাকার হারে দণ্ড সেই ব্যক্তির উপর করা যাইবেক এবং সে নিমক ধরা পড়িলে তাহাও সরকারে ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

যদি নিমকদফ্তরের মোতালক কোনপ্রকার আমলায় মলঙ্গীদিগের কাহার স্থানে কিম্বা নিমকী এলাকার অন্য কোন লোকের নিকটে কিছু নিমক পাকেপ্রকারে গোপনে বা অগোপনে ওজন বেশীক্রমে অথবা অপর কোন অসঙ্গতমতে লয় কিম্বা আপনার কি পরের লাভার্থেইবা কিছু নিমক বিনাহুকুমে পোপ্তানী করায় তবে যত নিমক লইয়া কিম্বা পোপ্তানী করাইয়া থাকে তাহা ক্রোকের ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং সে নিমকলওনিয়া কিম্বা পোপ্তানীকরণিয়া আমলার প্রতিও তত নিমকের মোনের শতকরা সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার হারে দণ্ড করা যাইবেক। অধিকন্তু সেই আমলাকে এক বৎসরের ঊর্দ্ধ না হয় এমত নিয়মে যত দিন কয়েদ রাখিবার নির্ণয় জজসাহেব করেন্‌ তত দিন কয়েদ থাকিবার যোগ্য সে ব্যক্তি হইবেক। আর যদি কেহ সে বিষয়ের সন্ধানী থাকে তবে তাহাকে তাহার দেওয়া সন্ধানক্রমে নিমক জব্দ হইবার উপলক্ষে যে পুরস্কার দিতে হয় তাহা এবং তাহা ছাড়া এরূপে মেলা দণ্ডের অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবেক ইতি।

নিমকদফ্তরের মোতালক আমলায় বন্ধনার্হ হইবার গতিকের কথা।

দণ্ডের সংখ্যাবধারণের কথা।

বন্ধ থাকিবার মিয়াদের কথা।

সন্ধানি লোক দণ্ডের অর্দ্ধেক পাইবার কথা।

৩১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নিমকচৌকীয়াতের দারোগাপ্রভৃতি আমলাদিগেরে নিষেধ আছে যে নিমকের সংক্রান্ত কোন মহাজনের কিম্বা অন্য কাহার স্থানে তলবানা কিম্বা লৌকিকতা অথবা রসুম কিম্বা অপর কোন দায় ধরিয়া কিছু নগদ কিম্বা জিনিস না লয়। ইহাতে যদি প্রমাণ হয় যে উপরের উক্ত আমলাদিগের কেহ এ নিষেধের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে তদন্যথায় যাহা লইয়া থাকে তাহা টাকা হইলে সে টাকার চতুর্গুণ ও জিনিস হইলে তাহার মূল্যের চারিগুণ দণ্ড সে আমলার উপর করা যাইবেক। অধিকন্তু সে আমলাকে এক বৎসরের ঊর্দ্ধ না হয় এমত নিয়মে যত দিন কয়েদ রাখিবার নির্ণয় জজসাহেব করেন্‌ তত দিন কয়েদ থাকিবার যোগ্য সে ব্যক্তি হইবেক। এবং তাহাকে তৎকর্ম্ম হইতে অবসর করাও যাইবেক।

মূলের উক্ত দারোগাপ্রভৃতিকে লবণের সংক্রান্ত মহাজনাদির স্থানে তলবানাদিগর লইতে নিষেধের কথা।

ঐ হুকুমের অতিক্রম করিলে দণ্ড হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণানুসারে যত দণ্ড মিলিবেক তাহা যেমতে খরচ করিবার বিবেচনা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা করেন্‌ সেই মতেই খরচ হইবেক।

মূলের উক্ত দণ্ডের টাকা খরচ হইবার মতের কথা।

২৮ ধারানুসারে কোন চৌকীর দারোগার দণ্ড হইলে সে সঙ্গে তাহার মুহরিরের দণ্ড হইবার গতিকের কথা।

দণ্ডের সংখ্যাবধারণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কখন কোন নিমকচৌকীর দারোগার উপর ২৮ ধারার উক্ত দণ্ড করা কর্ত্তব্য হইলে যদি তৎকালে সে চৌকীর মুহরির হুকুমমতে বিদায় হইয়া স্থানান্তরে না গিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবেক যে সেই দণ্ড্য কর্ম্মের অর্থেসে দারোগার সহিত সে মুহরিরের যোগ আছে। এবং সে যোগে যত নিষিদ্ধ নিমক পোস্তানী কিম্বা রফ্তানী হইয়া থাকে তত নিমকের মোনকরা সিক্কা ।।০ আটআনার হারে দণ্ড সেই মুহরিরের প্রতি করিতে হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এ আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের দাওয়ার মোকদ্দমা যেমতে যথায় করা যাইবেক তাহার কথা।

এ আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড পাইবার দাওয়ার মোকদ্দমা আদালতের আইনের অনুসারে যে জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতের যোগ্য হয় সেই আদালতেই তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে উপস্থিত করা যাইবেক এবং এরূপের সমস্ত মোকদ্দমার বিচার আদালতে উপস্থিত থাকা অন্য২ লোকের মোকদ্দমাসকলের অগ্রে করিতে হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানিলে তাহার প্রতিফলের নিমিত্তে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

এ আইনের অনুসারে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের অথবা নিমক ক্রোক্ করিবার সাধ্যবান অন্য আমলাদিগের কাহার কৃত কোন কর্ম্মের দ্বারা কিম্বা হুকুমেতে কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানিলে সে তাহার প্রতিফল দিবার জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারাদৃষ্টে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

Vol. III. 434.

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

দুনী নামে জাহাজসকলের হাসিল ফেরফার করিবার এবং হাসিল লইবার কার্য্য অতিসুন্দররূপে চলিবার আর হুগলীর গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজসকলের বারুদ উঠাইয়া রাখিবার অর্থে মাগজীন্ সংজ্ঞক ঘর প্রস্তুত হইবার খরচের কারণ ঐ গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজসকলের ওজনী তনপ্রতি ৴০ এক আনার হারে হাসিল নির্ণয় করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ১৬ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ২০ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ২০ আষাঢ় মোতাবেকে হিজ্রী ১২১৬ সালের ৪ রবীয়ল্‌আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ১৬ নবেম্বরের হুকুমের অনুসারে এবং তদ্দৃষ্টে সেই তারিখে দেওয়া ঘোষণাপত্রের অনুক্রমে মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের প্রতি ভার হইয়াছিল যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চাকর আড়কাটিছাড়া এদেশীয় লোকদিগের দ্বারা যে সকল দুনী জাহাজের আমদরফ্ত হুগলীর গাঙ্গে হয় সে সকল জাহাজ যত মোনী হয় তাহার পরিমাণের উপর মোনের শতকরা ১ এক টাকার হারে হাসিল লন্। কিন্তু তাহা লইবার দাঁড়া বিশিষ্টরূপে ধার্য্য হয় নাই এজন্যে সে হাসিল মধ্যেং মিলে নাই। আর ঐ গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজের বারুদ উঠাইয়া রাখিবার নিমিত্তে মাগজীন্‌সংজ্ঞক ঘর প্রস্তুত হইবার খরচের কারণ ঐ গাঙ্গে আমদরফ্তী জাহাজের উপর হাসিল লওয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ হইয়াছে এই সকলহেতুক নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

দুনী জাহাজসকলের হাসিল ফেরফার কারবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চাকর আড়কাটিছাড়া এদেশীয় লোকদিগের দ্বারা যে সকল দুনী জাহাজ হুগলীর গাঙ্গে আসিত সে সকল জাহাজের উপর যত হাসিল ইহার পূর্ব্বে লওয়া যাইত তাহা এ ধারাক্রমে সম্মুখ ১৫ আগস্ত তারিখহইতে মৌকুফ হইবেক। এবং সেই তারিখহইতে সরকারের চাকর আড়কাটির সঙ্গব্যতীত অন্য যাহারদিগের দ্বারা সে সকল দুনী জাহাজের আমদরফ্ত হয় সে সকল জাহাজ যত মোনী হয় তাহার পরিমাণের উপর মোনের শতকরা ১ টাকার হারে হাসিল সরকারী বয়া অর্থাৎ ফাৎনার প্রসাদে তাহারদিগের উপকার দর্শিবার অর্থে লওয়া যাইবেক এবং তাহাতে এই বিশেষ হইবেক যে কোন

দুনী জাহাজ ছয় হাজার মোনীর অধিক পরিমাণের হইলেও তাহার হাসিল ৬০ ষাইট টাকা চূড়ান্ত হইবেক এবং যে দুনী জাহাজ যত মোনী হউক তাহার কাহাতেও ৬০ ষাইট টাকার অতিরিক্ত হাসিল লাগিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেব মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের বিল্দৃষ্টে হাসিল লইবার কথা।

দুনী জাহাজসকলের হাসিল জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেবের দ্বারা লওয়া যাইবেক। ইহাতে কর্ত্তব্য যে দুনী জাহাজসকলের মালিকেরা আপন২ দুনী জাহাজ রফ্তানী হইবার পূর্ব্বে সে দুনীর হাসিলের বিল্ অর্থাৎ হিসাবের ফর্দ্দ মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের স্থানে চাহে ও মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট সে বিল্ নীচের লিখিত ডৌলে দেন্।

জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেব বরাবরেষু।

অমুক মালিকের অমুক নম্বরের এত মোনী অমুক জাহাজের হাসিল ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে এত টাকা হইল ইতি সন অমুক তারিখ অমুক রোজ অমুক মোকাম কলিকাতা।

দস্তখৎ

অমুক মাস্তরআটেণ্ডাণ্ট।

ঐ ডৌলী বিল জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেবের স্থানে দিতে হইবেক। এবং তদ্দৃষ্টে সে হাসিল মিলিলে বখ্শীসাহেব সেই দুনী জাহাজের মালিককে নীচের লিখিত ডৌলে দাখিলা দিবেন।

হাসিলের কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু।

অমুক মালিকের অমুক নম্বরের অমুক দুনী জাহাজের হাসিল অদ্য দাখিল হইল ইতি সন অমুক তারিখ অমুক রোজ অমুক।

দস্তখৎ।

জাহাজী দফ্তরের

অমুক বখ্শীসাহেব।

হাসিলের কালেক্টর সাহেব জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেবের দাখিলা না পাইলে জাহাজের ছাড়চিঠী না দিবার কথা।

ঐ দাখিলা হাসিলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ও যাবৎ ঐ দাখিলা সেই কালেক্টরসাহেবের নিকটে না পঁহুছিবেক তাবৎ সে সাহেব সেই দুনী জাহাজ চালাইবার অর্থে ছাড়চিঠী দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

হাসিল না দিয়া দুনী জাহাজ চালাইলে দণ্ড হইবার কথা।

যদি কেহ হাসিল না দিয়া কোন দুনী জাহাজ চালায় কিম্বা চালাইতে উদ্যত হয় তবে মাস্তরআটেণ্ডাণ্টের কর্ত্তব্য যে তাহা আটক করেন্ এবং তাহার হকীকৎ লিখিয়া জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেবের স্থানে পাঠান্। ইহাতে যদি সে

সাহেব

সাহেব নিশ্চয় বুঝেন্ যে সেই দুনী জাহাজ হাসিল না দিয়া চালাইতে উদ্যত হই য়াছিল তবে তাহার উপর দ্বিগুণ হাসিল চড়াইবেন এবং সেই দ্বিগুণ হাসিল না মিলিবাপর্য্যন্ত সে দুনী জাহাজকে চালাইতে দিবেন্ না। এ গতিকে দ্বিগুণ লইবাতে যত হাসিল অতিরিক্ত মিলিবেক তাহা অকর্ম্মণ্য আড়কাটিদিগের ভরণপোষণার্থে জমা থাকিবেক ইতি।

ঐ দণ্ডের টাকা জমা খরচ হইবার মতের কথা।

৫ ধারা।

বন্দর কলিকাতায় আমদরফ্তী সকল দুনী জাহাজের উপর নম্বর আঁকিতে হইবেক ও সে নম্বর মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট দুনী জাহাজসকলের পাছায় হালির নিকটে আঁকি বেন ইতি।

দুনী জাহাজসকলে নম্বর আঁকিবার কথা।

৬ ধারা।

মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট বন্দর কলিকাতায় আমদরফ্তী দুনী জাহাজসকলের ফিরিস্তি নীচের ডৌলী বহীতে রাখিবেন।

দুনী জাহাজসকলের ফিরিস্তি বহীর ডৌলের কথা।

বন্দর কলিকাতায় আমদরফ্তী দুনী জাহাজসকলের ফিরিস্তি।

নাম	নম্বর	যত মোনী	মালিকের কিম্বা সারঙ্গের নাম	যথাকার দুনী জাহাজ

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হু গলীর গাঙ্গে আমদানীহওয়া ও তথায় তিষ্ঠা জাহাজের বারুদ উঠাইয়া রাখিবার কারণ মোকাম আচীপুরে মাগজীন্ সংজ্ঞক ঘর প্রস্তুত করিবার অর্থে হুকুম এ আই নজারীর তারিখ ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১৬ জুলাইতে হইয়া তাহা কলিকাতার গা জেটে ছাপা করাইয়া ঘোষণা দেওয়া যাইতেছে অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে সেই মাগজীন্ প্রস্তুত করিবার এবং তাহার মোতালক আমলার খরচের কারণ বন্দর কলিকাতায় আমদরফ্তী কোনং দুনী জাহাজ এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ই ঙ্গরেজের বাদশাহের সরকারী জাহাজছাড়া অন্য সকল জাহাজের উপর মাপের মুখে যে যত মোনী হয় তাহার পরিমাণের তনপ্রতি /০ এক আনার হারে হা সিল লওয়া যাইবেক এবং সে হাসিল জাহাজী দফ্তরের বখ্শীসাহেব আড়কাটির খরচা লইবার নিরূপিত কালে তহসীল করিবেন।

জাহাজসকলের ওজনী তনপ্রতি /০ আনা হাসিল মাগজীনের খরচের কারণ লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয়প্রকরণ।—যদি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক এ ধারার নির্ণীত

এ ধারার নির্ণীত হাসি

হাসিল

ল না মিলিলে ছাড়চিঠী দেওয়া না যাইবার কথা।

হাসিল না দেয় কিম্বা দিতে না চাহে তবে হাসিলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে নির্ণীত হাসিল দাখিল না হইবাপর্য্যন্ত সে জাহাজ চালাইবার অর্থে ছাড়চিঠী না দেন্ ইতি।

VOL. III. 438.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৮ অষ্টম আইন।

কতল্‌খতা অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত বধের এবং সেমত্নান্যাপরাধের মোকদ্দমায় শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহার ফেরফার করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৩১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ১৯ রবীয়ল্‌আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

নিজামৎ আদালতের আমলাসকলের দেওয়া শরার সম্মত ফতওয়াক্রমে এবং তাঁহারা যে সকল মাতবর কেতাবের প্রমাণ দেন্ তদনুসারে বুঝা যায় যে কেহ কোন জনকে কুচেষ্টাপূর্ব্বক বধিতে উদ্যত হইলে যদি সেই উপলক্ষে দৈবাৎ কেহ হত হয় তবে সেই উদ্যত ব্যক্তি কেসাস্ অর্থাৎ প্রতিহত্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরে না। এবং এরূপে অন্য যে বধ নিহন্তার ভ্রান্তিপ্রযুক্ত কিম্বা তদুপলক্ষিত কোন দৈববিঘটনে হয় তাহাতেও কেসাস্ শাস্তিজনক কতল্ অমদ্ যাহাকে জ্ঞানকৃত বধ বলা যায় তাহা না হইয়া দীয়ৎ দণ্ডজনক কতল্‌খতা ঠাহরে। এবং এই দুইরূপেই কেবল নিহতের উত্তরাধিকারিকে দীয়ৎ অর্থাৎ বধমূল্য দিয়া অপরাধ তণ্ডন করিতে পারে। আর ইহাও জানা গেল যে যেমত লক্ষবিদ্ধের কারণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্তাস্ত্র বিচলিত হইয়া দৈবাৎ কাহাকেও লাগিয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় সেইমত যদি কেহ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কতল্‌খতা হয়। কিম্বা যেমত কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধিতে উদ্যত হইলে তাহার উদ্দিশ্য সন্ধানিতাস্ত্র বিচলিত হইয়া দৈবঘটনায় অনুদ্দিশ্য কাহাকেও লাগিয়া সে ব্যক্তি হত হয় সেইমত যদি কেহ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কতল্‌খতা হয় অথবা যেমত কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধিবার উদ্দেশে অস্ত্র চালাইলে সে অস্ত্র আদৌ ব্যর্থ হইয়া চলিয়া গিয়া দৈবঘটনায় কিছুতে ঠেকিয়া ফিরিয়া সেই উদ্দিশ্য ব্যক্তিকে লাগিলে সেই প্রতিঘাতে সে হত হয় সেইমত যদি কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও হানিতে উদ্যত হইলে তদুপলক্ষে দৈববিঘটনে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় তবে যদ্যপি ইহার প্রথমোক্তমতে হন্তার কুচেষ্টা নাই এবং শেষোক্ত দুইমতে নিহন্তার কুচেষ্টা আছে তথাচ এই তিন মতেই শরার সম্মত সর্ব্বসামান্য ভাবে সমান শাস্তির ফতওয়া হয়। ইহাতে আদালত এক বস্তু কেবল একের ক্ষতি পূরণার্থে নহে সকলের সংরক্ষণের নিমিত্তে

আছে

আছে অতএব উপরের উক্ত মতভেদে কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কহ্নাকেও হানিতে উদ্যত হইলে যদি তদুপলক্ষ দৈবাৎ কাহার প্রাণবধ হয় তথাচ তাহাতে ন্যায়তঃ ফতওয়ার বিশেষকরা কর্ত্তব্য। আর যদি কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহার শরীর ক্ষত কিম্বা অঙ্গহীন অথবা দেহ জরা করিতে উদ্যত হইলে তদুপলক্ষে দৈবাৎ কোন ব্যক্তির শরীর ক্ষত কিম্বা অঙ্গহীন অথবা দেহ জরা হয় তবে তাহাতেও উপরের উল্লিখিত বিশেষ কর্ত্তব্যানুসারে বিচার করা উচিত। অতএব এমত বিষয়ের শাসনার্থে এবং কেহ কখন এমত কুচেষ্টা না করে একারণ জানান যাইতেছে যে যদি কখন কাহার কৃত কুচেষ্টার উপলক্ষে দৈবাৎ অপকার দর্শে তবে সে দায়ে তাহাকে ঠেকিতে হইবেক এ নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর শরার সম্মত ফতওয়ার ফেরফার করিবার জন্যে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ও বিলায়তী ১২০৮ সালের ১৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ও সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ৭ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২০ রবীয়ল্‌আউয়লে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইলে যদি সেই উপলক্ষে দৈবাৎ কেহ বধ হয় তবে সে নিহন্তা প্রতিহত্যার্হ হইবার কথা।

যদি প্রমাণ হয় যে এ আইন চলন হইবার নির্দ্ধারিত তারিখের পর কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই উপলক্ষে দৈবাৎ কোন ব্যক্তি বধ হইয়াছে তবে সে নিহন্তা সেই নিহত ব্যক্তিকে কুচেষ্টাপূর্ব্বক বিনাদৈববিঘটনে বধিলে যে মতে প্রতিহত্যার যোগ্য হইত সে মতে সেই উপলক্ষে দৈবাৎ বধ হইবাতে প্রতিহত্যার যোগ্য হইবেক। এবং এমত সকল মোকদ্দমা দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের স্থানে সর্ব্বদা সঁপা যাইবেক। ও তাহাতে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে কেহ কাহাকেও কুচেষ্টাপূর্ব্বক বিনাদৈববিঘটনে বধ করিলে তাহার প্রতি যে ফতওয়া দেওয়া উচিত হয় সেই ফতওয়া তৎকর্ত্তৃক কুচেষ্টার উপলক্ষে দৈবাৎ কেহ বধ হইলে তদর্থে দেন্। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের যে ৪ চতুর্থ আইন তথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের যে ৮ অষ্টম আইন কিম্বা অন্য যে যে আইন শরার সম্মত হুকুমের ফেরফার করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সকল আইনের অনুসারে যে ফতওয়া তাঁহারা দেন্ তদনুক্রমে যদি নিহন্তা প্রতিহত্যার যোগ্য হয় ও তদৃষ্টে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় বুঝেন্ যে সেই নিহন্তা কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই উপলক্ষে দৈবঘটনায় নিহত ব্যক্তি হত হইয়াছে তবে সে নিহন্তার সম্পর্কে প্রতিহত্যার হুকুম দিবেন। অথবা যদি তাহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করা কিম্বা লঘু শাস্তি দেওয়া উচিত হয় তবে তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন এবং যেহেতুক ক্ষমা করা কিম্বা লঘু শাস্তি দেওয়া উচিত তাহাও লিখিবেন ইতি।

এমত সকল মোকদ্দমায় আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

জানিবেন যে উপরের ধারার লিখিত হুকুম অন্য যে সকল প্রকার বধে দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের দেওয়া শরার সম্মত ফতওয়ার অনুসারে কতলখতা কিম্বা কায়েমমোকাম বখতাপ্রভৃতি কোনপ্রকার অজ্ঞানকৃত বধ চাহরে তাহাতেও খাটিবেক যদি প্রমাণ হয় যে নিহন্তা কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই উপলক্ষে দৈববিঘটনায় কেহ হত হইয়াছে কিম্বা অপর কোন দুষ্কর্ম্মকরণাধীন প্রতিহত্যার্হ হয় তাহা করিয়াছে ইতি।

উপরের ধারার লিখিত হুকুম কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহাকেও বধিতে উদ্যত হইলে তদুপলক্ষে যদি দৈবাৎ কেহ হত হয় তবে তাহাতেও খাটিবার কথা।

৪ ধারা।

উপরের লিখনানুসারে যদি প্রমাণ হয় যে এ আইন চলন হইবার নির্দ্ধারিত তারিখের পর কেহ কুচেষ্টাপূর্ব্বক কাহার শরীর ক্ষত কিম্বা অঙ্গহীন অথবা দেহ জরা করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই উপলক্ষে দৈবাৎ কোন ব্যক্তির শরীর ক্ষত বা অঙ্গহীন অথবা দেহ জরা হইয়াছে তবে যে শাস্তি বিনাদৈববিঘটনাৎ সে কর্ম্ম করিলে দেওয়া উচিত হইত তাহাকে সেই শাস্তি দেওয়া উচিত হইবেক। ও এমত সকল মোকদ্দমায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা সে অপরাধ বিনা দৈবাৎ করিলে যেরূপে দিতেন সে অপরাধিগণের শাস্তির ফতওয়া সেইরূপে দেন। ও দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যদি সচরাচর চলন আইনসকলের অনুসারে সে ফতওয়া জারী করিতে হুকুম দিবার শক্তি থাকে তবে দিবেন নতুবা সে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান করিবেন ইতি।

কেহ কাহার শরীর ক্ষতাদি করিতে উদ্যত হইলে তদুপলক্ষে যদি দৈবাৎ কেহ ভগ্নকায় হয় তবে সে কুকর্ম্মির যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

এমত সকল মোকদ্দমায় আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

৫ ধারা।

উপরের ধারাক্রমে যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান হয় তাহাতে সে আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল মোকদ্দমার সংক্রান্ত অপরাধিগণকে তাহারদিগের কুচেষ্টাপূর্ব্বক বিনাদৈবঘটনাৎ অপরাধ হইলে যে শাস্তি দেওয়া উচিত হইত সেই শাস্তি আপনারদিগের ফতওয়ায় লিখেন। ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সে ফতওয়া এবং রোয়দাদদৃষ্টি করিয়া বধের হুকুমছাড়া অন্য যে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য বুঝেন তাহা দিতে হুকুম দিবেন। অথবা যদি সে অপরাধিগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা দেওয়া উচিত হয় তবে তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন এবং যেহেতুক ক্ষমা দেওয়া উচিত তাহাও লিখিবেন ইতি।

এমত সকল মোকদ্দমায় নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

৬ ধারা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার যে পর্য্যন্তের

ইং ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার

যেপর্য্যন্ত এ আইনের ২। ৩ ধারার উক্ত মোকদ্দমায় চলিবেক না তাহার কথা।

পর্য্যন্তের লিখনানুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা কতল্অমদ্ছাড়া কতল্খতার ও অন্য২ প্রকার অজ্ঞানকৃত বধের মোকদ্দমার অপরাধিগণের দীয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সে অপরাধিগণকে কয়েদ রাখিবার অর্থে হুকুম দিতে পারিতেন সেপর্য্যন্ত এ আইনের ২ দ্বিতীয় তথা ৩ তৃতীয় ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমায় চলিবেক না। কিন্তু উপরের কএক ধারায় যে যে কতল্খতার মোকদ্দমার অর্থে কিছু উপায় স্থির হয় নাই সেই২ মোকদ্দমায় সেপর্য্যন্ত পূর্ব্বমত চলন সাব্যস্থ ও বলবৎ রহিবেক।

কেহ বিনাকুচেষ্টায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণাধীন কতল্খতা করিলে তাহাকে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা কয়েদ করিতে কিম্বা শাস্ত্যান্তর দিতে হুকুম না দিবার কথা।

কিন্তু দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার উক্ত কতল্খতার কোন মোকদ্দমায় কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া শরার সম্মত ফতওয়ার অনুসারে কোন অপরাধির দীয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে যদি অপরাধিকর্ত্তৃক সেই কতল্খতা তাহার কুচেষ্টাব্যতীত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণাধীন হইয়া থাকে নিশ্চয় বুঝেন্ তবে তাহাকে কয়েদ করিবার কিম্বা শাস্ত্যান্তর দিবার অর্থে হুকুম দিবেন না ইতি।

VOL. III. 442.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৯ নবম আইন।

নিমকপোক্তানীর এবং সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের সম্পর্কে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার হুকুম চলিবার ও না চলিবার সময় নির্ণয়ের আর সেই এলাকাদারেরা এবং অন্য যাহারা হুকুম না মানিবার অপবাদগ্রস্ত হয় তাহারদিগের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ একাদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৩১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ১৯ রবীয়ল্আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

মালগুজারীর বাকীর কিম্বা দেওয়ানী মোতালকের অন্য দাওয়ার অথবা জামিন লইবার যোগ্য ফৌজদারী এলাকার মোকদ্দমার বিচারার্থে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের স্থানে তলব হইবার অত্যাবশ্যক সময়ছাড়া নিমকপোক্তানীর কালে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্তহইতে আষাঢ় মাসের শেষ হওনের মধ্যে নিমক পোক্তানীর এলাকাদারেরা ধরা পড়িলে ও কয়েদ হইলে নিমক পোক্তানীর কার্য্যে যে ক্ষতি হয় তাহা না হইতে পারিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ ঊনত্রিংশৎ আইনের ১৯ তথা ২০ তথা ২১ ধারায় কএক উপায় স্থির করা গিয়াছে। এবং তদনুসারে ঐ ১৭৯৩ সালের ৩১ একত্রিংশৎ আইনের ৯ তথা ১০ তথা ১২ ধারায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী কুঠীসকলের কার্য্যে অযথা প্রতিবন্ধক না হইবার জন্যে ঐ সরকারের মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদার তাঁতিপ্রভৃতির সম্পর্কে কএক উপায় স্থির পড়িয়াছে। এবং সেই আইনসকলে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের প্রতি তাহারা নিমকপোক্তানীর কিম্বা সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদার আপনারদিগের প্রজাবর্গের স্থানে পাওনা মালগুজারী তাহারদিগের ভূমির শস্য এবং অন্য অস্থাবর বস্তু কএক নিষেধ ও বিধিমতে ক্রোক্ ও বিক্রয় করিয়া লইবার অথবা তাহা উসুলের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার কিম্বা নিমকমহালের ও সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সমীপে আপনারদিগের সেই দাওয়ার দরখাস্ত দিবার শক্ত্যর্পণ এবং যথেষ্টোপায় স্থির হইয়াছে। আর সে সাহেবদিগের প্রতিও এমত ভার দেওয়া গিয়াছে যে যদি সে কালে সে বাকীদারেরা সরকারের এলাকাদার থাকে তবে তাহারদিগের কার্য্যের বাধা না জন্মে এবং

মালগুজারী

মালগুজারী দিতেও বিলম্ব না হয় এমত গতিকে সে বাকী সরকারহইতে আপ নারা দেন্ কিম্বা সে বাকীদারদিগের স্থানহইতে দেওয়ান্। কিন্তু তাহাতে এমত মর্ম্ম ছিল না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ ধারার হুকুম মল ঙ্গীপ্রভৃতি নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের প্রতি কিম্বা তাঁতিওগয়রহ সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের উপর খাটে। এবং তদনুসারে হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা আপনারদিগের যে প্রজাবর্গের উপর মালগুজারীর বাকী পাইবার দাওয়া রাখে সে প্রজাবর্গের শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ হইলেও যদি সে বাকী শোধ না পড়ে তবে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদার দিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারদিগ্‌কে ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে সেই আইনসকলের লিখনক্রমে ধরাইয়া দেয় ও তাহার বিচার জজসাহেবেরা সংক্ষেপে করিয়া পরে তাহারদিগকে কয়েদ করেন্। সেই সকল হুকুম বিশেষক্রমে না হইয়া সামান্যরূপে থাকিবাতে সন্দেহ জন্মিল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের তথা ৩১ আইনের লিখিত ঐ যে পূর্ব্বোক্ত উপায় নিমকপোখ্তানীর এবং সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের সম্পর্কে স্থির পড়িয়াছে তাহা রদ হইয়া ছিল কি না এবং তদনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ ধা রার হুকুম সেই এলাকাদারদিগের উপর খাটিবেক কি না। আর ইহাও সন্দেহ হইল যে জিলাসকল কিম্বা শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের অথবা পোলীসের আমলার হুকুম না মানিবার অপবাদগ্রস্ত লোকদিগেরে ধরিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ একাদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার উল্লিখিত হুকুমের অনুসারে কখন সেমতাপবাদগ্রস্ত নিমকপোখ্তানীর কিম্বা সরকারী মহাজনী কুঠীর কোন এলাকাদারের অথবা অন্য কোন লোকের স্থানে জামিন লইতে পারা যায় কি না। অতএব এই সকল সন্দেহভঞ্জনার্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ধারার অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মাজি ষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা নিজে করিবার ভার পাইয়াছেন সে সকল মোকদ্দমায় ঐ শেষের উক্ত জামিন লইবার বিষয়ের হুকুম খাটিবার জন্যে তাহা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করি বার কারণ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণ সের যথায় এ নির্দ্দিষ্ট আইনের যত চলিতে পারে তথায় ততই অব্যাজে চলন হই বেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বি চারকর্ত্তব্যের হুকুম নিম কপোখ্তানীর এলাকাদার

মালগুজারীর বাকীদার প্রজাগণকে ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে ধরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চ দশ ধারার ১।২।৩।৪।৫।৬ প্রকরণের নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্ত ব্যের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা

লের

লের ২৯ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত পোশ্তানীর কাল কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্তহইতে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত খাটিবেক না এইহেতুক যে তাহারদিগের মালগুজারী এত ভারী হইবেক না যে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের অনুসারে তাহারদিগের ভূমির শস্য ও অস্থাবর বস্তু সময়শিরে ক্রোক্ করিবাতে উমুল না হইতে পারে। কিন্তু যদি নিমকপোশ্তানীর এলাকাদার কোন প্রজার শিরের মালগুজারীর বাকী তাহার ভূমির শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ করিবাতে এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনহইতেও আদায় না হয় তবে সেই বাকী পাইবার স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাধ্য রাখিবেক। জানিবেন যে সেই আইনের ঐ ১৯ ধারার এবং ২০ ধারার তথা ২১ ধারার সকল হুকুম তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের কিম্বা এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে জারীহওয়া অন্য কোন আইনের অনুসারে রদ হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ সাব্যস্থ ও বলবৎ রাখা গেল ইতি।

দিগের উপর পোশ্তানীর কালে না খাটিবার কথা।

বাকীর দায়ী নিমক পোশ্তানীর এলাকাদার দিগের নামে পোশ্তানীর কালে ইং ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারাক্রমে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ৯ তথা ১০ তথা ১২ ধারার হুকুম শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী কুঠীসকলের মোতালক তাঁতিওগয়রহের উপর তাহারা ঐ কুঠীসকলের এলাকা রাখিবাপর্য্যন্ত চলানার্থে সাব্যস্থ ও বলবৎ রাখা গেল। ইহাতে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ঐ কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের স্থানে বাকীর দাওয়া রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা উসুলের কারণ সেই ৩১ আইনের ৯ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে এবং অন্য যে সকল হুকুম বাকীদার প্রজাবর্গের ভূমির শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ করিবার নিদর্শনে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনে এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনে লেখা আছে তদনুসারেও কার্য্য করে। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে বাকীদারদিগকে ধরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ১ প্রথম প্রকরণহইতে ৬ ষষ্ঠ প্রকরণপর্য্যন্তের নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্তব্যের হুকুম যাহারা যে কালে সরকারের সহিত মহাজনী কারবারের করারদাদ করিয়া থাকে কিম্বা সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদার রহে তাহারদিগের উপর তৎকালে চলিবেক না। কিন্তু যে সময়ে সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদার তাঁতিওগয়রহের কাহার করারদাদ নিষ্পত্তি পায় কিম্বা তাহার স্থানে পাওনা বাকীর শোধ মিলিয়া থাকে সে সময়ে তাহার নামে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ ঐ ৭ আইনের অনুসারে কিম্বা কুঠীসকলের এলাকাদারছাড়া অন্য২ লোকদিগের সম্পর্কীয় অপর আইনসকলের অনুক্রমে নালিশ হইবার গতিকে নালিশ হইতে পারিবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের

মূলের উক্ত কএক ধারা সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদার তাঁতিপ্রভৃতির সম্পর্কে সাব্যস্থ রাখিবার কথা।

তাঁতিপ্রভৃতিতে সরকারের এলাকাছাড়া হইলে তৎকালে অন্য২লোকের ন্যায় বাধিত হইবার কথা।

ইং ১৭৯৩ সালের

৩১ আইনের ১২ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।

আইনের ১২ ধারার অনুসারে এমত নিষেধ ছিল না যে যে তাঁতিরা সরকারের যথার্থ পাওনার দায় শুধিয়া থাকে এবং পুনরায় সরকারহইতে দাদনী না লইয়া থাকে কিম্বা সরকারের সহিত নয়া করারদাদ না করিয়া থাকে ও তাহারদিগেরে কয়েদ করিবাতে সরকারের ক্ষতি না দর্শে সে তাঁতিরা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর অনুসারে বাজে মহাজনেরদের ও অন্য২ লোকদিগের ন্যায় বাধিত না হয়। অতএব আদালতসকলের সাহেবেরা সেই ১২ ধারার হুকুমের এই অর্থ স্পষ্ট জানিবেন ইতি।

৪ ধারা।

মাজিস্ট্রেটী হুকুম না মানিবার শাসনীয় ইং ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।

জিলা কিম্বা শহরসকলের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের অথবা পোলীসের আমলার দস্তক ও পরওয়ানাওগয়রহ হুকুম না মানিবার অপবাদগ্রস্ত লোকদিগেরে ধরিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার হুকুমক্রমে এমত নিষেধ ছিল না যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কেহ সেমতাপরাধের অপবাদগ্রস্ত কাহাকেও সে লোক হুকুম না মাননঅপেক্ষা গুরুতরাপরাধের কর্ম্ম না করিলে কিম্বা তাহার নামে সেমত নালিশ হইলে তৎকালে অথবা তাহার বিচারকালে কিম্বা দায়ের ও সায়েরা আদালতে বিচারার্থে সঁপিবার হুকুম হইলে পরেও যদি তাহার স্থানে জামিন লওয়া উচিত জানেন্ তবে তাহা সে আইনের অনুসারে না লন্। বরং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যে যে অপরাধের মোকদ্দমায় জামিন লইতে নিষেধ আছে তাহার শামিলে হুকুম না মানিবার মোকদ্দমা ধর্ত্তব্য হয় নাই এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় সেমতাপরাধের অপরাধির সমুচিত তাহার ধনসম্পত্তি জব্দ কি অন্য দণ্ড করিবার অথবা নিরূপিত দণ্ড না দিলে তাহাকে কয়েদ করিবার কিম্বা শারীরিক শাস্তি দিবার দ্বারা করা যাইবেক লেখা গিয়াছে। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কেহ সে আইনের অনুসারে কিম্বা অন্য আইনের অনুক্রমে হুকুম না মানিবার মোকদ্দমায় ধরা পড়ে ও তদপেক্ষা গুরুতরাপরাধের কর্ম্ম না করিয়া থাকে তবে তাহাতে এবং যে কর্ম্মকরণে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার কিম্বা ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার অনুসারে জামিন লওয়া যোগ্য না হয় তাহাতেও সেই অপরাধির স্থানে সে মোকদ্দমার বিচার ও চূড়ান্ত হুকুম না হইবাপর্য্যন্ত মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব কিম্বা অন্য যাঁহার সমীপে সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তিনি এমত জামিন বুঝিয়া লইবেন যে সে জামিনদার সেই মোকদ্দমার বিচারকালে সে অপরাধিকে হাজির করিতে পারে।

জামিন লইতে পারিবার গতিকের কথা।

মূলের উক্ত আইনসকলের কএক ধারার হুকুম যাহার২ উপর যাবৎ খাটিবেক তাহার কথা।

আর এই ব্যক্তকরা মর্ম্মক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ২০ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের এবং ঐ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের উপর পোখ্তানীর কালে এবং সরকারী মহাজনী কুঠীসকলের এলাকাদারদিগের প্রতি তাহারা কুঠীর এলাকা রাখিবাপর্য্যন্ত কেবল হুকুম না মানিবার মোকদ্দমায়

দমায় খাটিবেক এতাবতা সেমত মোকদ্দমায় সে এলাকাদারদিগের স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

নিজামৎ আদালতের বিনাঅনুমতিতে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা মূলের উক্ত অপরাধিগণকে শাস্তি দিতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে হুকুম না মাননের অপরাধছাড়া অন্য গুরুতর অপরাধের কর্ম্ম না করা গিয়া থাকনের এমত কোন মোকদ্দমায় যদি মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কেহ বুঝেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ধারার অনুসারে লঘু অপরাধে অপরাধিদিগেরে যে শাস্তি দিতে পারেন্ তাহাই সেই হুকুম না মানা অপরাধির যোগ্য হয় তবে তাহার তজবীজের রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের মঞ্জুরের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুসারে চালাইতে হইবার হুকুমদৃষ্টে চালাইবার প্রয়োজন নাই তাহাতে নিজামৎ আদালতের অনুমতিব্যতীত আপনার যে হুকুমজারী করা কর্ত্তব্য হয় তাহা জারী করিবেন। কিন্তু সে রোয়দাদ যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার লিখিত সচরাচর হুকুমের অনুসারে জিলাসকল ও শহর সকলের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের তজবীজী রোয়দাদ দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরদের দৃষ্টি করিবার যোগ্য হয় সেইরূপে দৃষ্টি করিবার দায় রাখিবেক। আর যদি বুঝা যায় যে বিনাবিশিষ্ট কারণে সে হুকুম হইয়াছে তবে তাহা ফের ফার কিম্বা রদ করিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা শক্ত হইবেন। অতএব এ হুকুমজারী হইলে দায়ের ও সায়েরী আদালতের যে সাহেবদিগের স্থানে ভ্রমণেৎ মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের তজবীজী আসল রোয়দাদ পঁহুছে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কেহ তাহার সেমতাপরাধের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে হইলে পর যে ভ্রমণ প্রথম হয় সেই ভ্রমণের কালে সেই মাজিস্ট্রেটী নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সংঘটিত কোন নালিশী আরজী তাঁহারদিগের কাহার সমীপে দেয় তবে তাহার সেই মোকদ্দমার মাজিস্ট্রেটী তজবীজী রোয়দাদ অতি সাবধানে যথেষ্ট মনোযোগী হইয়া দৃষ্টি করেন্। এবং উচিত জানিলে উপরের ধারার লিখনানুসারে তাহার হকীকৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠান্ অথবা সে নালিশ অগ্রাহ্য হইলে যে হেতুতে অগ্রাহ্য হয় তাহা সেই আরজীর পৃষ্ঠে লিখিয়া দেন্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের দেওয়া রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া নিজামৎ আদালতে চালাইবার সময়ের কথা।

VOL. III. 447.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ১০ দশম আইন।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার উপর শহরের হাসিল নির্ণয় করিবার এবং শহর কলিকাতায় আমদানীমুখে যে সকল জিনিসের উপর ঐ হাসিল লাগিবার ধার্য্য হই য়াছে তাহা ছাড়াও কোন২ জিনিসের উপর ঐ হাসিল নির্দ্ধার্য্য করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২৫ রবীয়ল্ আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ সপ্তবিংশতি আইনে তথা ১৭৯৫ সালের ৪ চতুর্থ আইনে কোন২ সায়েরছাড়া সমস্ত সায়েরাৎ মৌকুফ হইবার হেতু লেখা গিয়াছে এবং সেই সায়েরাতের পরিবর্ত্তে সরকারের আয়ের সংস্থানার্থে যেরূপে হাসিল নির্ণয় হইবেক তাহাও সেই আইনসকলের অনুসারে জানান গিয়াছে অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের মতে শহর কলিকাতার যে হাসিল রহিত হইয়াছিল তাহা ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে পুনরায় বলবৎ হইয়াছে। আর এইক্ষণে হুকুম হইল যে শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে যত জিনিস আমদানী হয় তাহার উপর ঐ শহরসকলে পূর্ব্বে গঞ্জওগয়রহের যে হাসিল লাগিত তাহার বদলে ঐ শহরসকলের হাসিল লওয়া যায়। এবং ঐ ৫ পঞ্চম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে ঐ হাসিল যত যে জিনিসের উপর লাগে তাহাছাড়াও কোন২ জিনিসের উপর ঐ প্রকরণানুক্রমের হাসিল নির্দ্ধার্য্য হয় অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম শহর কলিকাতায় ও শহর মুরশিদাবাদে সম্মুখ সেপ্তেম্বর মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে এবং শহর ঢাকায় ও শহর পাটনায় ও শহর বারাণসে ঐ সেপ্তেম্বর মাসের ১০ দশমি তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে হাসিলের কাছারী বসিবার কথা।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে হাসিলের এক২ কাছারী নীচের বিতঙ্গী যে যে জিনিস ঐ শহরসকলে আমদানী হয় তাহার উপর নীচের লিখিত দাঁড়ায় বিশেষ করিয়া হাসিল লইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

যাঁহারং দ্বারা শহর সকলের হাসিল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

শপথের পাঠের বেওরা কথা।

শহর পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ইহার যে শহরের হাসিলের কালেক্টর খ্যাতিতে খ্যাত যে সাহেব হইবেন সেই সাহেবের দ্বারা সেই শহরের হাসিল লওয়া যাইবেক। এবং সেইং সাহেব আপনং পদের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা অন্য যাঁহার সাক্ষাৎ শপথ করিবার অর্থে হুকুম হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবেন। সে পাঠ এই যে আমি অমুক শহরের হাসিলের কালেক্টর হইয়া শপথ করিতেছি যে এই কালেক্টরী কর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং ঐ হজুরের নির্ণীত যে হাসিল সরকারে জমা হইবেক তাহাছাড়া কিছু লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না। আর আপন টাকা বিলায়তে পাঠাইবার প্রবন্ধে কোন জিনিস সরকারের অধিকার বাঙ্গালার মোতালক কোন স্থানে গোপনে বা অগোপনে ক্রয় করিব না এবং কোন ব্যবসায়ে লিপ্তও হইব না। এবং আমার প্রাপ্তির বিষয়ে যে কিছু ঐ হজুরহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাছাড়া আর কিছুই নজর কিম্বা ভেট অথবা রসুম কিম্বা অঙ্কান্তর দায়ধরা করিয়া লইব না এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও লইতে দিব না ইতি।

৪ ধারা।

হাসিলের কাছারীসকল খোলা থাকিবার সময়নির্ণয়ের কথা।

হাসিলের সমস্ত কাছারী রবিবারব্যতীত অন্য সকল বারে ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘড়ী হইতে ২। ২ দুই প্রহর দুই ঘড়ী দিবাপর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম চালানের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা ফীস্ লইবার হারের কথা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা সরকারের নির্দ্দিষ্ট হাসিলের মোটের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে আপনারদিগের নিজ রসুম ডাকে ফীস্ লইতে সাধ্য রাখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

নীচের লিখিত দ্রব্য বিশেষের মূল্যের উপর শতকরা ৪ টাকার হারে হাসিল লাগিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকারহইতে এবং নেপালের রাজার রাজ্যহইতে যত জিনিস আইসে তাহাছাড়া স্থানান্তরহইতে নীচের বিতঙ্গী যে সকল জিনিস ঐ শহরসকলে আমদানী হয় তাহার মূল্যের উপর শতকরা ৪ চারি টাকার হারে শহরের হাসিল লওয়া যাইবেক এবং সে সকল জিনিসের মূল্য ঠাহর নিরিখনামা বহীর অনুসারে হইবেক এবং সে বহীসকল লোকের দৃষ্টির কারণ ঐ কাছারীসকলে রাখা যাইবেক।

বিতং

বিতং।

তামাকু ...... যোআনীদিগের ... পিত্তলের ও তাম্বের শতরঞ্জী ....
পান .... সমস্ত মসালা..... বাসন .. .. গালিচা ....
সুপারী ...... সর্ষার তৈল .... প্রস্তরের পাত্র...... কোম্পানির অধি
খদির .... নারিকেলের তৈল কয়লা............ কার ফোর্ট উলিয়
ঘৃত .. .. অন্য সকল শস্যের রেশম .... মের মোতালক দে
জামেকার মরিচ তৈল .... নীল............... শের জন্মান সাদা
গোলমরিচ .. ঐ সমস্ত তৈলিক .. চিনী... .... কাগজ ....
পিপ্পলী ...... শস্য .... মিসরী .... গন্ধক ....
এলাচী ...... কিমখাবওগয়রহ.. গুড় .... ঝুরী লাহা .....
লবঙ্গ .... জরির কাপড় ... শোরা .... চাপড়া লাহা ...
জৈত্রী .... সোণালী ও রুপালী হরিদ্রা...... ..... হিঙ্গু ....
দারুচিনি ...... গোটা .... গোলাব. . ... ধূনা..........
জায়ফল ...... চূর্ণ............ মোম............. গৃহ সজ্জ ... ..
তেজপত্র ...... চর্ম্ম .... মোমবাতী .. .... পটী ....
জীরা .... সাবন্ ও চর্‌বি ... শাল...... ...... নিশাদল .....
থল্যা .... হুকার নল ..... লোহা ও লোহার দ্রব্য বিদরীর দ্রব্য ..
চটী .... চন্দন .... নীলের বীজ ...... শুণ্ঠী ....
কম্বল .... বকম .... নানাজাতীয় গঁদ ... চামর ......
হস্তিদন্ত ...... সোণালী ও রুপালী কুচল্যা .... বচ ....
মহিষের শৃঙ্গ ... তার .... সাজামাটি .... জাঙ্গাল ......
কুসুম পুষ্প ... কাঁচা সোহাগা ... গোলাবীদিগর আতর সিন্দূর ....
সকল প্রকার জুতা পাকা সোহাগা .. তুতিয়া ....
মোগলানা টুপী সকল রকম চামড়া

৭ ধারা।

স্থানবিশেষের দ্রব্য ছাড়া মূলের উক্ত জিনিসের হাসিলের হারের কথা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকারহইতে ও নেপালের রাজার রাজ্যহইতে আমদানীহওয়া জিনিসছাড়া স্থানান্তরের আমদানী নীচের বিতঙ্গী জিনিসের হাসিল নিরিখনামা বহীর লিখিত দরের উপর শতকরা ২ দুই টাকার হারে লওয়া যাইবেক।

বিতং।

সকল রকম কাপড় ... ...
তূলা ... ...
তূলার সূতা ... ...

 ৮ ধারা।

৮ ধারা।

হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা হাসিলের হারের ফেরফার করিবার যুক্তি দিতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমে হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা সাধ্য রাখেন্ বরং হুকুম আছে যে তাঁহারা কোন জিনিসের হাসিলের হারের ফেরফার করা উচিত বুঝিলে তাহার এবং এ আইনের অনুসারে যে সকল জিনিসের হাসিল মাফ আছে তন্মধ্যের কোন জিনিসের উপর হাসিল চড়ান উচিত জানিলে তাহারো বেওরাহকীকত লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা হইবার কারণ বোর্ড ত্রেডে চালান করেন্ ইতি।

৯ ধারা।

নওয়াব উজীরের অধিকারহইতে আমদানী হওয়া জিনিসের হাসিলের হারের কথা।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকারহইতে ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম ধারার বিতঙ্গী যে জিনিস আমদানী হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১ সেপ্তেম্বরে ঐ নওয়াব তথা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুর উভয়তঃ মহাজনীর বিষয়ে হওয়া নীচের লিখিত নিয়মানুসারে গঞ্জওগয়রহের হাসিল যে হারে পূর্ব্বে লওয়া যাইত সেই হারে লওয়া যাইবেক। সে নিয়ম এই যে কোন জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসহইতে ঐ নওয়াবের অধিকারে গেলে এবং তাহা তথায় বিক্রয় হইলে সে জিনিসের উপর ঐ নওয়াবের সরকারে উপরের ধারার লিখিত হারে ও দাঁড়ায় আমদানী হাসিল লাগিয়া অধিকন্তু তাহা যে গঞ্জওগয়রহে বিক্রয় হয় সেই গঞ্জওগয়রহের হাসিল লাগিবেক। আর যদি সে জিনিস সে অধিকারে খরচ না করিবার ও দেশান্তরে লইয়া যাইবার একরারে বিক্রয় করে তবে সে জিনিসের উপর গঞ্জওগয়রহের হাসিল লাগিবেক না। এবং হাসিলের কালেক্টর কিম্বা গঞ্জওগয়রহের প্রধান আমলা সেই আমদানী জিনিসের রওয়ানার উপর আপন দস্তখৎ করিয়া সেই জিনিসের খরীদারের হাওয়ালে করিবেন সে খরীদারও সে জিনিস অবাধে ঐ নওয়াবের অধিকারের বাহিরে চালাইতে পারিবেক। কিন্তু যদি সে খরীদার তাহার পর সে জিনিস ঐ নওয়াবের সরকারের মোতালক কোন গঞ্জে কিম্বা হাটে তথায় খরচ হইবার নিমিত্তে বিক্রয় করে তবে সেই গঞ্জওগয়রহের হাসিল সে জিনিসের উপর লাগিবেক। আর এরূপে কোন জিনিস ঐ নওয়াবের অধিকারহইতে কোম্পানির অধিকারে আসিলে ও তাহা এখানকার কোন গঞ্জে কিম্বা হাটে বিক্রয় করিলে সে জিনিসের উপর উপরের লিখিত হারে ও দাঁড়ায় আমদানী হাসিল লাগিয়া অধিকন্তু যে গঞ্জওগয়রহে সে জিনিস বিক্রয় হয় সেই গঞ্জওগয়রহের হাসিল তাহার উপর উপরের ধারার উল্লিখিত নিষেধ ও বিধিদৃষ্টে লাগিবেক। কিন্তু তাহাতে সে গঞ্জওগয়রহের হাসিল পূর্ব্বের হারাপেক্ষা অধিক হইবেক না এবং উভয় সরকারের সম্মতিব্যতীত অধিক হইতেও পারিবেক না ইতি।

১০ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা হাসিল মি

এ ধারাক্রমে হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা সাধ্য রাখেন্ বরং হুকুম আছে যে

হাসিল

হাসিল অনায়াসে মিলিবার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের সৎপরামর্শে হয় তাহা লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

লিবার বিষয়ে সদ্যুক্তি দিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।

শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে আমদানীহওয়া কাপড়ের ও রেশমের ও নীলের উপর যত হাসিল এ আইনের অনুসারে লওয়া যায় তাহা যদি সেই আমদানীর তারিখহইতে ৬ ছয় মাসের মধ্যে তথাহইতে রফ্তানী হয় তবে সেই আমদানীমুখে যত হাসিল লওয়া গিয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি কেহ এমত জিনিস ঐ শহরসকলে আনিয়া তথাহইতে ফিরিয়া রফ্তানী করিবার করার করে ও তাহার হাসিলের দায়ের অর্থে মাতবর জামিন দেয় তবে তাহার স্থানে আমদানীমুখে হাসিল লওয়া যাইবেক না কিন্তু যদি সে জিনিস ছয় মাসের মধ্যে বাহিরে না লইয়া যায় তবে তাহার স্থানে আমদানীর হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

হাসিল ফিরিয়া দিবার গতিকের কথা।

হাসিলের জামিন লইবার গতিকের কথা।

১২ ধারা।

হাসিল লাগিবার যোগ্য সকল জিনিস ঘাটে কিম্বা অন্য যে স্থানে আমদানী করিবার নির্ণয় হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা করেন্ তথাতেই আমদানী করা কর্ত্তব্য হইবেক। এবং হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের বিতঙ্গী ফিরিস্তি ও তাহার হাসিলের নিরিখনামা সেই ঘাটে কিম্বা অন্য স্থানে সর্ব্বদা লট্কান থাকিবেক ইতি।

জিনিস আমদানী করিবার স্থাননির্ণয়ের কথা।

১৩ ধারা।

হাসিল লাগিবার যোগ্য গুফ অর্থাৎ মোটামুটি জিনিসছাড়া নীচের লিখিত সকল জিনিস হাসিলের কাছারীতে পঁহুছাইতে হইবেক এবং সে জিনিসের মালিকের কিম্বা যাহার জিম্মায় সে জিনিস থাকে তাহার কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহা উপরের উল্লিখিত যে শহরে আনে তথাকার হাসিলের কাছারীর গুদামে দাখিল করে ও সে জিনিস যে রকম যত হয় তাহার নিদর্শনী চালান হাসিলের কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেয় ইহাতে সে সাহেবের উচিত যে সে জিনিস যাচাই কিম্বা ওজন যাহা করাইয়া বুঝিতে হয় তাহা করিবার শব্দযুত হুকুম সেই চালানে লিখিয়া দস্তখৎ করেন্ ইতি।

গুফছাড়া সকল জিনিস শহরসকলের হাসিলের গুদামে দাখিল করিতে হইবার ও তাহার চালান কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিতে হইবার কথা।

১৪ ধারা।

যদি হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ বুঝেন্ যে কোন কাপড় চালানের লিখিত রকমঅপেক্ষা বিশেষ আছে তবে তাহার মালিক কিম্বা যাহার জিম্মায় সে কাপড় থাকে তাহাকে তলব করিবেন ওতদনুসারে সে লোক হাজির হইলে তাহার

হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণ লাগিবার গতিকের কথা।

হার সাক্ষাৎ সে কাপড় যাচাই করাইবেন এবং তাহার দর ধরাইবেন্ তাহাতে যদি চালানের লিখনাপেক্ষা সরসদর ঠাহরে তবে তাহার উপর দ্বিগুণ হাসিল ও দুনা ফীস লইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

জিনিস জব্দের যোগ্য হইবার গতিকের কথা।

যদি কেহ চালানের লিখনাপেক্ষা অধিক জিনিস চালাইতে উদ্যত হয় তবে তাহা জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

গুফ্ জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

গুফ জিনিস যে হাসিলের কাছারীতে পঁহুছে তাহা তথাহইতে নীচের লিখনানুসারে ছাড়া যাইবেক এতাবতা তাহার গড়হইতে কিছু তৌলমাপ করিয়া সেই হারহারিতে তাহার সম্যক বস্তাদিগরের সংখ্যাক্রমে মোটে যত জিনিস হয় তাহাই ধর্ত্তব্য হইবেক এবং সেই মোটের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

গুফ্ জিনিস হাসিলের কালেক্টরসাহেবের ছাছাড়চিঠীব্যতীত ছাড়া না যাইবার কথা।

পাস্ দিবার সময়নির্ণয়ের কথা।

যে কোন রকম গুফ জিনিস উপরের ধারার প্রস্তাবিত শহরসকলের কোন ঘাটে কিম্বা পথে পঁহুছে তাহা তথাকার সরকারী আমলার দ্বারা তৌল মাপ করিয়া ছাড়া যাইবেক। ও তাহাতে সে আমলার কর্ত্তব্য হইবেক যে হাসিলের কাছারীহইতে জিনিস ছাড়িবার গতিকে সে জিনিস ছাড়িয়া দেয় কিন্তু সে জিনিস তৌল মাপ করিয়া যাবৎ হাসিলের কালেক্টরসাহেবের দস্তখতী ছাড়চিঠী নীচের লিখিত পাঠে না মিলে তাবৎ না ছাড়ে। ইহাতে সে জিনিস তৌল মাপ হইলে পর পাস্ পাইবার দরখাস্ত যে দিন করিবেক তাহার পর দিনে কিম্বা আবশ্যক হইলে সেই দিনেই দেওয়া যাইবেক ইতি।

ছাড়চিঠীর পাঠ।

সন ১৭৯৩ ইঙ্গরেজীর তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর।

রামনারায়ণ দাস। ... ...

চিনি ৭৫ বস্তার কাত। ... ...

ওজন ১৫০ মোনের দাম। ... ...

চলন ১২১৪ টাকার কাত। ... ...

হাসিল শতকরা ৪ টাকার হিসাবে। ৯৮৸৵০

ফীস্। ... ...

দাং ৪৫১ নম্বর বহীতে। ... ...

দস্তখৎ শ্রীঅমুক অর্থাৎ
হাসিলের কালেক্টরসাহেব।

১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ শহরসকলে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিলের ফিরিস্তি বহী এবং এ আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে যে জিনিসের হাসিল ফিরিয়া দিতে হয় তাহার ফিরিস্তি বহী যে ডৌলে রাখিবার বিবেচনা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা করেন্ সেই ডৌলে রাখেন্ ইতি।

হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা ফিরিস্তি বহী রাখিবার মতের কথা।

১৯ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে হাসিলের হিসাব ফীসসুদ্ধা ধরিয়া বিল্ করিয়া দেন্ ইতি।

ঐ কালেক্টরসাহেবেরা বিল করিবার মতের কথা।

২০ ধারা।

যদি কেহ কোন জিনিসের নির্ণীত হাসিল না দেয় কিম্বা তাহা দিতে না চাহে অথবা হাসিলের ও ফীসের অর্থে জামিন দিলে সে জামিন মাতবর না হয় তবে যাবৎ সে হাসিল ও ফীস না মিলে তাবৎ তাহার ভুক্তানের অনুসারে জিনিস হাসিলের কাছারীতে আমানৎ রাখিতে হইবেক। তাহাতে যদি সেই হাসিলদিগর তাহা দেওয়া কর্ত্তব্যের দিনহইতে এক মাসের মধ্যে দাখিল না করে তবে সে জিনিস নীলামে বিক্রয় করিতে হইবেক ইতি।

হাসিল ও ফীস্ না মিলিলে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

২১ ধারা।

উপরের ধারার অনুসারে যে জিনিস নীলামে বিক্রয় হয় তাহার মূল্যের টাকাহইতে হাসিলের ও ফীসের টাকা খরচাসমেত কর্ত্তন হইয়া যে উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা তাহার মালিক লইবার দরখাস্ত করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

নীলামী জিনিসের উদ্বর্ত্ত টাকা তাহার মালিককে দেওয়া যাইবার কথা।

২২ ধারা।

যদি কেহ হাসিল লাগিবার যোগ্য কোন জিনিসের হাসিল না দিয়া তাহা কোন শহরের ভিতরে লইতে উদ্যত হয় তবে সে জিনিস জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

জিনিস জব্দের যোগ্য হইবার গতিকের কথা।

২৩ ধারা।

যদি কখন কোন জিনিস কোন হেতুতে জব্দের যোগ্যে ঠাহরিয়া ক্রোক্ হয় তবে তৎকালে হাসিলের কালেক্টরসাহেব তাহার বেওরাহকীকৎ লিখিয়া শীঘ্র বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবেন ইতি।

হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা ক্রোকী হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবার কথা।

২৪ ধারা।

যদি এ আইনের অনুসারে কখন কোন জিনিস ক্রোক্ হইয়া নীলামে বিক্রয় হয় তবে তাহার মূল্যের টাকা নীচের লিখিত নিয়মে বিভাগ হইবেক। সে নিয়ম এই

জব্দী জিনিসের নীলামী মূল্য বিভাগের মতের কথা।

যে মোটে

যে মোটে পাঁচ ভাগ হইয়া তাহার এক ভাগ হাসিলের কালেক্টরসাহেব পাই বেন আর দুই ভাগ তস্য সন্ধানী এবং সরকারী যে আমলায় ক্রোক করিয়া থাকে তাহারদিগেরে সমানাংশক্রমে দেওয়া যাইবেক অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা জব্দের যোগ্য জিনিস ছাড়িয়া দিতে এবং কর্ত্তব্য দণ্ডও ক্ষমিতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমে বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা জব্দ হইবার যোগ্য কোন জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত বুঝিলে তাহা ছাড়িতে এবং এ আইনের অন্যথাচরণ করণাধীন দণ্ডার্হহওয়া কোন লোকের দণ্ডকরণে ক্ষান্ত হওয়া উচিত জানিলে তাহাও ক্ষমা করিতে শক্তি রাখিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা ভারি দণ্ডের বদলে হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণ লইতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমে বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা কোন বিষয়ে হাসিলের ও ফীসের দ্বিগুণাপেক্ষা অধিক দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইলে যদি তাহা ক্ষমা দেওয়া উচিত বুঝেন্ তবে সে দণ্ডের পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ হাসিল ও দুনা ফীস্ লইতে সাধ্য রাখিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

হজুরের নির্ণীতাপেক্ষা অধিক হাসিলে ও ফীস্ দিগর লওয়া হাসিলের আমলার অকর্ত্তব্যের কথা।

শহরসকলের হাসিলের আমলাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এ আইনের নির্ণীত কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে ছাপা ও জারীহওয়া অন্য আইনের নিরূপিতঅপেক্ষা কোন বিষয়ে কিছু অধিক হাসিল কিম্বা ফীস অথবা অক্তাতুর প্রকারে লয় ইতি।

২৮ ধারা।

এদেশীয় আমলায় উপরের ধারার লিখিত হুকুমের অতিসরিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন হাসিলের কালেক্টরসাহেবের স্থানে প্রমাণ হয় যে তাঁহার অধীন এ দেশীয় কোন আমলায় ২৭ ধারায় লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে আমলাকে তৎকর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেন্। আর যে জিনিস কিম্বা অন্য যাহা লইয়া থাকে তাহাও ফিরাইয়া দেওয়াইবার এবং তদ্ভিন্ন তাহার ছয় মাসের মাহিনার অধিক না হয় এমতানুসারে তস্য দণ্ডের নির্ণয় করেন্। এবং যে কালে সে আমলার প্রতি এমত দণ্ডের নির্ণয় করেন্ তৎকালে সেই দণ্ডের সংখ্যা ও যাহা ফিরাইয়া দেওয়াইতে হয় তাহার বেওরাযুক্তে হকীকৎ লিখিয়া সেই অপরাধী আমলা যে জিলার কিম্বা শহরের আদালতের ব্যাপ্য হয় তথাকার জজসাহেবের স্থানে সরকারী উকীলের দ্বারা পাঠান্। সেই জজসাহেব সে হকীকৎ পাইলে পর উচিত যে আপন আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার মতে সেই অপরাধি আমলার দেনা সেই দণ্ডের টাকাদিগর উসুল করান্ ইতি।

দণ্ডদিগর উসুল করিবার মতের কথা।

২৯ ধারা।

২৯ ধারা।

জানিবেন যে হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা এবং তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা এবং এদেশীয় আমলারা আপনারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের নিদর্শনী আইনের অন্যথাচরণ করিলে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুক্রমে সেই২ জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হইবেন যে যে আদালতের ব্যাপ্য সীমানার মধ্যে তাঁহারদিগের সংক্রান্ত হাসিলের কাছারী থাকে। ইহাতে যদি এ আইনের কিম্বা পরমিটসংজ্ঞক শহরের হাসিলের বিষয়ী অন্য আইনের অনুযায়ী কোন কর্ম্ম ঐ হাসিলের কালেক্টরসাহেব প্রভৃতিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা বোর্ডত্রেডের হুকুমের অনুসারে অথবা আপনং প্রাপ্ত ক্ষমতাপূর্ব্বক করিবাতে কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে তবে সে ব্যক্তি সেই উপদ্রবের শাসনার্থের নালিশে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারার কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৭ সপ্তম ধারার হুকুম যত খাটে তাহার অনুসারে নালিশ করিতে পারিবেক। এবং ঐ ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণহইতে সেই আইনের শেষপর্য্যন্তের লিখিত সমস্ত হুকুম এ ধারাক্রমে শহর কলিকাতার ও পাটনার ও ঢাকার ও মুরশিদাবাদের ও বারাণসের হাসিলের সংক্রান্ত এ প্রকার নালিশী সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক ইতি।

হাসিলের কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতি দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হইবার কথা।

উপদ্রুত লোকেরা উপদ্রবের নালিশ যথায় ও যেরূপে করিতে পারিবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা।

এ আইনের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম ধারার বিতঙ্গী যে কোন জিনিস নেপালের রাজার রাজ্যহইতে আমদানী হয় তাহার মালিক ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ১ মার্চে ঐ রাজার সহিত শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হওয়া নিয়মানুসারে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে হাসিল দিলে সেই নিয়মনির্ভরে সে জিনিসের উপর এ আইনের ধারাসকলের নির্ণীত হাসিল মাফ হইবেক ইতি।

নেপালের রাজার রাজ্যের জিনিস আমদানীর হাসিল লাগিবার মতের কথা।

৩১ ধারা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের বিতঙ্গী জিনিসছাড়া নীচের বিতঙ্গী সকল জিনিসের উপরে ও শহর কলিকাতার পরমিটসংজ্ঞক হাসিল লাগিবেক এবং এদেশহইতে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার উপরেও সেই আইনদৃষ্টে হাসিল লওয়া যাইবেক।

বিশেষ যে যে জিনিসের উপর শহর কলিকাতার হাসিল লাগিবেক তাহার কথা।

বিতং।

ধুনা ... ... কুসুম পুষ্প ... সকল রকম চামড়া নিযাদল ......

 গৃহসজ্জ

গৃহসজ্জ	সকলপ্রকার জুতা ...	লাহা	বিদরীরদ্রব্য
মঞ্জিষ্ঠা	মোগলানা টুপী ...	লোহার দ্রব্য ...	শুণ্ঠী ......
সপ	হুকার নল	নীলের বীজ ...	চামর্ ...
পটী	চন্দন	নানাজাতীয় গঁদ	বচ্ ......
থল্যা	বকম	কুঁচল্যা	জাঙ্গাল ...
চটী	সোনালী ও রূপালী তার	সাজীমাটি	সিন্দূর ...
কম্বল	কাঁচা সোহাগা	গোলাবিদিগরআতর	
হস্তিদন্ত	পাকা সোহাগা	তুতিয়া	
মহিষের শৃঙ্গ ..			

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ১১ একাদশ আইন।

পূর্ব্বে যে সকল জিনিস এদেশহইতে বন্দর কলিকাতায় আসিত ও বন্দর কলিকা তাহইতে এ দেশের মধ্যে যাইত সে সকল জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সর কারী যে হাসিল লওয়া যাইত তাহা এবং বন্দরহুগলীতে ও মুরশিদাবাদে ও ঢা কায় ও চাটীগাঁয় ও পাটনায় আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের উপর ঐ সংজ্ঞক যে হাসিল লাগিত তাহাও ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুন তারিখে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে রহিত হইয়াছিল সে হাসিল কোন২ বিষয়ের ফেরফার করিয়া পুনরায় লইবার আর সেই তারিখের ঐ হজুরী হুকুমের অনুসারে মোকাম মাজীতে নির্দ্দিষ্টহওয়া হাসিল তহসীলের যে কাছারী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইনের অনুক্রমে সাব্যস্থ রাখা গিয়াছিল সে কাছা রী উঠাইবার আইন ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২৫ রবীয়ল্ আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শতকরা ২॥০ আড়াই টাকাহারের পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী যে হাসিল পূর্ব্বে বন্দর কলিকাতার ও মুরশিদাবাদের ও হুগলীর ও ঢাকার ও চাটিগাঁর ও পাটনার নির্দ্দিষ্ট সরকারী হাসিল তহসীলের অর্থাৎ পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলে ব্যবসায়ের সমস্ত জিনিসের উপর লাগিত তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুনের হওয়া শ্রী যুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে রহিত হইয়াছিল। পরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের অনুসারে বন্দরকলিকাতায় জাহাজী আমদানী জিনিসের উপর সরকারী হাসিল লইবার নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। এবং সেই নির্দ্ধারিত হাসিলের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের তথা ১৮০০ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুক্রমে শতকরা ১ টাকার হারে হাসিল বেশী করা গিয়াছে। এইক্ষণে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের আয়বৃদ্ধির কারণ ঐ হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ হইল যে যে সকল জিনিস বন্দর কলিকাতা হইতে এ দেশের মধ্যে যায় কিম্বা এ দেশের মধ্যহইতে বন্দর কলিকাতায় আইসে সে সকল জিনিসের উপর পূর্ব্বে ঐসংজ্ঞক সরকারী যে হাসিল লওয়া যাইত তাহার কিছু২ ফেরফার করিয়া পুনরায় লওয়া যায়। আর ঐ সংজ্ঞক সরকারী যে হা সিল পূর্ব্বে বন্দর হুগলীতে ও মুরশিদাবাদে ও ঢাকায় ও চাটিগাঁয় ও পাটনায় লা

গিত

গিত তাহাও কোন২ বিষয়ছাড়া বাড়াইয়া শতকরা ৩।৷০ সাড়ে তিন টাকাপর্য্যন্ত সীমা করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ হয়। অতএব ঐ সকল হাসিল লইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম আগামি সেপ্তেম্বর মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে বন্দর কলিকাতায় ও হুগলীতে ও মুরশিদাবাদে এবং ১০ দশক্রি তারিখহইতে বন্দর ঢাকায় ও চাটিগাঁয় ও পাটনায় চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মোং মাজীর হাসিল তহসীলের কাছারী উঠাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে হাসিল তহসীলের যে কাছারী মোকাম মাজীতে সাব্যস্ত ছিল সে কাছারী এ ধারার অনুক্রমে উঠান গেল এবং সেই আইনের ১ প্রথম ধারাহইতে ২০ বিংশতি ধারাপর্য্যন্ত রহিত করা গেল ইতি।

৩ ধারা।

ঢাকার ও পাটনার ও মুরশিদাবাদের ও চাটিগাঁর ও হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারী সকল পুনরায় বসাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পূর্ব্বে বন্দর ঢাকায় ও পাটনায় ও মুরশিদাবাদে ও চাটিগাঁয় ও হুগলীতে পঞ্চোত্তরার যে সকল কাছারী নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুনের হওয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে উঠিয়াছিল এ প্রকরণের অনুক্রমে নীচের বিতঙ্গী জিনিসের উপর নির্দ্ধারিত হারে পঞ্চোত্তরা লইবার কারণ পুনরায় সে সকল কাছারী স্থাপিত হইতেছে।

এদেশহইতে কলিকাতায় আমদানীহওয়া ও কলিকাতাহইতে এদেশের মধ্যে রপ্তানী হইবার জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরা লাগিবার নির্ণয়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বে যে সকল জিনিস এদেশহইতে বন্দর কলিকাতায় আসিত ও বন্দর কলিকাতাহইতে এ দেশের মধ্যে যাইত তাহার উপর যে পঞ্চোত্তরা ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুনের হওয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের অনুসারে রহিত হইয়াছিল সে পঞ্চোত্তরা এ প্রকরণের অনুক্রমে নীচের বিতঙ্গী জিনিসের উপর নির্দ্ধারিত হারে পুনরায় লইবার কারণ নির্ণয় করা যাইতেছে ইতি।

৪ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা পঞ্চোত্তরা লইবার ও সে সাহেবেরা দিব্য করিবার পাঠের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বন্দর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও চাটীগাঁ ও হুগলীর যে বন্দরের পঞ্চোত্তরা তহসীলের নিমিত্তে যে সাহেব নিযুক্ত হইবেন সে সাহেব সেই বন্দরের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরখ্যাতিতে খ্যাত হইবেন। এবং তাঁহারা আপন২ প্রাপ্ত কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা তথাকার আদেশক্রমে স্থানান্তরের নির্ণয় হইলে সেই নির্ণীত স্থানে নীচের লিখিত পাঠে

শপথ

শপথ করিবেন। সে পাঠ এই যে আমি শ্রীঅমুক অমুক বন্দরের পঞ্চোত্তরার কালেক্‌টরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি আপন প্রাপ্ত কর্ম্ম মনোযোগপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী যেং হাসিলের নির্দ্ধার্য্য এইক্ষণে হইতেছে কিম্বা পশ্চাৎ হইবেক ও সরকারে জমা করা যাইবেক তাহাছাড়া কিছু হাসিল আমি স্বয়ং কিম্বা অন্যের দ্বারা গোপনে কি অগোপনে লইব না। আর বিলায়তে আপন টাকা পাঠাইবার প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গালার মধ্যে কিছু জিনিস ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবসায় কোন প্রকারে নিজে কিম্বা অন্য কাহার যোগে প্রকাশে বা অপ্রকাশে করিব না। এবং ঐ হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আমার যে লাভপ্রসক্তি এইক্ষণে হয় কিম্বা পশ্চাৎ হইবেক তদপেক্ষা নজর কিম্বা লৌকিকতা অথবা রসুমপ্রভৃতি কিছু কোনরূপে আত্মলাভার্থে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না।

কলিকাতায় জাহাজী আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের হাসিল তহসীলের সাহেবের দ্বারা অন্যাং জিনিসের পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিনিস এদেশহইতে বন্দর কলিকাতায় আসিবেক ও বন্দর কলিকাতাহইতে এ দেশের মধ্যে যাইবেক সে সকল জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরা এইক্ষণে হাসিলের যে কালেকটরসাহেব ডাকে কষ্টম মাস্তর ঐ বন্দরে জাহাজী আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের হাসিল তহসীলের ভার রাখেন্ সেই সাহেবের দ্বারা লওয়া যাইবেক।

পঞ্চোত্তরার কাছারী সকল খোলা থাকিবার সময়ের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল রবিবারব্যতীত অন্য সকল দিন ইঙ্গরেজী ১০ দশ ঘড়ী ইস্তক ২।৪ দুই প্রহর চারি ঘড়ীপর্য্যন্ত খোলা থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্‌টরসাহেবেরা চৌকীয়াৎ বসাইবার মতের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২০ জুনের হুকুমের অনুসারে পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী হাসিল রহিত হইবার পূর্ব্বে সে হাসিল তহসীলের কারণ যে যে স্থানে চৌকীয়াৎ নির্দ্দিষ্ট ছিল সেইং স্থানে বন্দর কলিকাতার ও পাটনার ও ঢাকার ও মুরশিদাবাদের ও হুগলীর ও চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কালেক্‌টরসাহেবেরা পুনরায় চৌকীয়াৎ বসাইবেন। যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা সে চৌকীয়াৎ অধিক কিম্বা অল্প করিয়া বসান অথবা সে চৌকীয়াতের স্থানের ফেরফার করা উচিত জানেন্ তবে তদর্থে সদ্যুক্তি যে হয় তাহা লিখিয়া গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন তথায় তাহার যে বিহিত ঠাহর হয় তাহাই কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

বন্দর পাটনায় পঞ্চোত্তরা লইবার দাঁড়া।

৬ ধারা।

সুবে বেহারে আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল জিনিস পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ অথবা উত্তর দেশহইতে সুবে

পঞ্চোত্তরা যে হারে লাগিবেক তাহার কথা।

সুবে বেহারে আসিবেক কিম্বা সুবে বেহারহইতে ঐ তিন দেশে যাইবেক তাহার মধ্যে নীচের লিখনানুসারে প্রভেদ করা দ্রব্যছাড়া অন্য সকল জিনিসের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

কৃত প্রভেদ দ্রব্যছাড়া যে সকল জিনিস বারাণসহইতে কিম্বা বারাণসের পথ দিয়া আমদানী হইবেক তাহার পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকার কিম্বা নেপালের রাজার অধিকার দেশহইতে যে সকল দ্রব্য সুবে বারাণসের পথ দিয়া সুবে বেহারে আমদানী হইবেক তাহাছাড়া অন্য যে সকল জিনিস সুবে বারাণসহইতে কিম্বা বারাণসের পথ দিয়া সুবে বেহারে আসিবেক তাহার সঙ্গে যদি সুবে বারাণসের আইনমতে তথাকার মোতালক হাসিল তহসীলের কোন কাছারীর রওয়ানা থাকে তবে সে সকল জিনিসের সেই রওয়ানার লিখিত মূল্যের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

নওয়াব উজীরের অধিকারের রেশমী কিম্বা সূতী অথবা রেশম ও সূতায় জড়িত কাপড়ের এবং অন্যং জিনিসের আমদানীমুখে পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নওয়াব উজীরের অধিকারদেশহইতে যে সকল রেশমী কিম্বা সূতী অথবা রেশম ও সূতায় জড়িত কাপড় সুবে বারাণসের পথ দিয়া সুবে বেহারে আসিবেক তাহার হাসিল যদি সুবে বারাণসে তথাকার নিরূপিত শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে লাগিয়া থাকে তবে সে সকল কাপড়ের উপর পুনরায় পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক না। কিন্তু ঐ উজীরের অধিকারদেশহইতে অন্য যে সকল জিনিস সুবে বারাণসের পথ দিয়া সুবে বেহারে আসিবেক তাহার হাসিল যদি সুবে বারাণসে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে লাগিয়া থাকে তথাচ তথাকার রওয়ানার লিখিত মূল্যদৃষ্টে পুনর্ব্বার সেই সকল জিনিসের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

বারাণসের পথছাড়া অন্য পথ দিয়া আমদানীহওয়া জিনিসের পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—নওয়াব উজীরের অধিকার দেশের কিম্বা অন্যং দেশের উৎপন্ন যে সকল জিনিস সুবে বারাণসের পথছাড়া অন্য পথ দিয়া সুবে বেহারে আসিবেক তাহার উপর ঐ উজীরের সরকারের রওয়ানার লিখিত মূল্যদৃষ্টে নীচের উল্লিখিত হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক। আর যদি তাহার কোন জিনিসের সঙ্গে রওয়ানা না থাকে কিম্বা রওয়ানা থাকিলে সে রওয়ানা পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাক্রমে অসঙ্গত ঠাহরে তবে সে জিনিসের উপর বহীর নির্দ্ধারিত নিরিখের মূল্যের অনুসারে পঞ্চোত্তরা লইতে হইবেক।

হার।

রেশমী কিম্বা সূতী অথবা রেশম ও সূতায় জড়িত কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ... ... ২॥০ আড়াই টাকা
অন্যং জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ... ... ৫ পাঁচ টাকা

নেপালের রাজার অধিকার দেশের আমদানী জিনিসের পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—নেপালের রাজার অধিকার দেশহইতে যে সকল জিনিস সুবে বেহারে আসিবেক সে সকল জিনিসের উপর তথাকার রাজার সহিত হওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ১ পহিলা মার্চের নিয়মপত্রের অনুসারে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি সে সকল জিনিস সুবে

বারাণসের

বারাণসের পথ দিয়া আইসে ও তাহার হাসিল সুবে বারাণসের মোতালক হাসিল তহীসলের কোন কাছারীতে শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হারে লাগিয়া থাকে তবে সে সকল জিনিসের উপর পুনরায় পঞ্চোত্তরা লাগিবার দায় মাফ হইবেক এবং যদি সে সকল জিনিস তাহার মহাজনেরা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধি কার সুবেজাতের মধ্যে বিক্রয় না করিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় তবে তাহাতেও সে সকল জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরা লাগিবেক না।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—নীচের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস বন্দর পাটনার পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যে জন্মে কিম্বা জন্মান যায় তাহা যদি সে সীমানার বাহিরে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় কিম্বা বেহারে অথবা উড়িষ্যার মধ্যের কো ম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরে আইসে অথবা ঐ সুবে জাতের মধ্যের জন্মিত কিম্বা জন্মান নীচের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস বন্দর পাটনার পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার ভিতরে যায় ও তাহার হাসিল যদি সুবে বাঙ্গালার মোতালক পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে সে জিনিসের উপর শতকরা ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

পাটনার পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যের কিম্বা বাহিরের জন্মিত কিম্বা জন্মান জিনিস তাহার বাহিরে আসিলে অথবা ভিতরে গেলে সে জিনিসের পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

বিতং।

তামাকু	যোআনীদিগের স	পিত্তলের ও তাম্রের	শতরঞ্জী ....
পান	মস্ত মসালা	বাসন	গালিচা ....
সুপারী	সর্ষার তৈল	প্রস্তরের পাত্র......	কোম্পানির অধি
খদির	নারিকেলের তৈল	কয়লা............	কার ফোর্ট উলিয়
ঘৃত	অন্য সকল শস্যের	রেশম	মের মোতালক দে
জামেকার মরিচ	তৈল	নীল..............	শের জন্মান সাদা
গোলমরিচ ..	ঐ সমস্ত তৈলিক	চিনি...	কাগজ ....
পিপ্পলী	শস্য	মিসরী	গন্ধক ....
এলাচী	কিমখাবওগয়রহ	গুড়	ঝুরী লাহা .....
লবঙ্গ	জরির কাপড় ...	শোরা	চাপড়া লাহা ...
জৈত্রী	সোণালী ও রূপালী	হরিদ্রা......	হিঙ্গু ....
দারুচিনি	গোটা	গোলাব.	ধূনা ....
জায়ফল	চূর্ণ............	মোম.............	কাঠরা দ্রব্য ..
তেজপত্র	চর্ম্ম	মোমবাতী	পটী ....
জীরা	সাবন্ ও চর্বি ...	শাল......	তুতিয়া ......
থল্যা	হুকার নল	লোহা ও লোহার দ্রব্য	নিশাদল .....
চটী	চন্দন	নীলের বীজ	বিদরীর দ্রব্য ..
কম্বল	বকম	নানাজাতীয় গঁদ ...	শুণ্ঠী ....

 হস্তিদন্ত

হস্তিদন্ত	সোণালী ও রূপালী কুচঁল্যা	চামর	
মহিষের শৃঙ্গ ...	তার	সাজীমাটি	বচ ....
কুসুম পুষ্প ...	কাঁচা সোহাগা ...	গোলাবীদিগর আতর জাঙ্গাল	
সকল প্রকার জুতা	পাকা সোহাগা ..		সিন্দুর .. ....
মোগলানা টুপী	সকল রকম চামড়া		

বন্দর কলিকাতায় পঞ্চোত্তরা লইবার দাঁড়া।

৭ ধারা।

উপরের প্রকরণের বিতঙ্গী জিনিস কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক সীমানার মধ্যহইতে গেলে কিম্বা তন্মধ্যে আসিলে তাহার পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—৬ ষষ্ঠ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক সীমানার মধ্যে জন্মে কিম্বা জন্মান যায় তাহা যদি সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের এবং উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরে অথবা বাহিরে যায় কিম্বা সেই বিতঙ্গী কোন জিনিস যদি পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে হাসিল না দিয়া বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক সীমানার ভিতরে আইসে তবে সে জিনিসের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক। এবং সেই বিতঙ্গী কোন জিনিস যদি তাহার হাসিল বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া গেলে পর নয় মাসের মধ্যে জাহাজে রফ্তানী হয় তবে তাহার মহাজন সে জিনিসের আমদানী হাসিল দিবার নিদর্শনে যে রওয়ানা পাইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিলে সে রফ্তানীমুখে সে জিনিসের উপর পুনর্ব্বার পঞ্চোত্তরা লাগিবেক না।

ঐ জিনিস সময়বিশেষে জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহার পঞ্চোত্তরা ফের না লাগিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জাহাজী যে সকল জিনিস সুবে বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে আইসে ও তথাহইতে বন্দর কলিকাতায় আমদানী হয় সে সকল জিনিসের হাসিল যদি পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে তাহার উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে জাহাজে আমদানীহওয়া জিনিস কলিকাতায় আসিলে তাহার পঞ্চোত্তরা লাগিবার কথা।

বন্দর ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও হুগলীতে পঞ্চোত্তরা লইবার দাঁড়া।

৮ ধারা।

৬ ধারার ৬ প্রকরণের উক্ত কোন জিনিস ঢাকার কিম্বা মুরশিদাবাদের অথবা হুগলীর পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার

১ প্রথম প্রকরণ।—৬ ষষ্ঠ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস উপরের উক্ত বন্দরসকলের পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যে জন্মে কিম্বা জন্মান যায় তাহা সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরে কিম্বা বাহিরে গেলে এবং সেই বিতঙ্গী কোন জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের

অথবা

অথবা উড়িষ্যার মধ্যের ঐ সরকারের অধিকারভুক্ত সীমার ভিতর কিম্বা বাহিরহইতে উপরের উক্ত বন্দরসকলের পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার ভিতরে আসিলে তাহার হাসিল যদি পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন কাছারীতে পূর্ব্বে না লাগিয়া থাকে তবে সে জিনিসের উপর শতকরা ৩।।০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

মধ্যে আসিলে কিম্বা তথাহইতে গেলে তাহার পঞ্চোত্তরা লাগিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জাহাজী যে সকল জিনিস সুবে বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে আমদানী হয় তাহার হাসিল যদি বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে তাহা সেই ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে এদেশের মধ্যে রপ্তানী হইবার কালে সে সকল জিনিসের উপর শতকরা ৩।।০ সাড়ে তিন টাকার হারে হাসিল বন্দর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া যাইবেক।

বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে আমদানীহওয়া ও তথাহইতে রপ্তানী হইবার জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরা লাগিবার গতিকের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিনিস সুবে বাঙ্গালার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে জাহাজে রপ্তানী হয় তাহার হাসিল যদি সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের মোতালক পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে সে সকল জিনিসের উপর শতকরা ৩।।০ সাড়ে তিন টাকার হারে হাসিল বন্দর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া যাইবেক। ও যদি তাহার হাসিল ঐ সুবেজাতের মোতালক পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে লাগিয়া থাকে তবে রপ্তানীমুখে তাহার হাসিল বন্দর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে পুনরায় লওয়া যাইবেক না ইতি।

কোম্পানির ভিন্নাধিকারহইতে জাহাজে রপ্তানী হইবার জিনিসের পঞ্চোত্তরা লাগিবার হুকুমের কথা।

বন্দর চাটিগাঁয় পঞ্চোত্তরা লইবার দাঁড়া।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরের জন্মিত কিম্বা জন্মান অথবা অন্য২ দেশীয় যে সকল জিনিস জাহাজে বোঝাই হইয়া বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক সীমানার ভিতরে আমদানী হয় তাহার হাসিল যদি ঐ তিন সুবার মোতালক পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে সে সকল জিনিসের উপর শতকরা ৩।।০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক।

চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে হাসিল লাগিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার ভিতরের জন্মিত কিম্বা জন্মান যে সকল জিনিস জাহাজে রপ্তানী হইবার কারণ বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক সীমানার মধ্যে আমদানী হইবেক তাহার হাসিল যদি ঐ তিন সুবার মোতালক পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে পূর্ব্বে না লাগিয়া থাকে তবে সে

জাহাজে রপ্তানী হইবার কারণ আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লাগিবার ও তাহা কোন স্থানে দিয়া থাকিলে পুনরায় না লাগিবার কথা।

সে সকল জিনিসের উপর বহীর লিখিত নিরিখের অনুসারে শতকরা ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকার হারে রফ্তানীমুখে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক। আর যদি জাহাজে রফ্তানী হইবার জন্যে আমদানীহওয়া সেই সকল জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে পূর্ব্বে হাসিল লাগিয়া থাকে তবে পুনরায় তাহার উপর রফ্তানী মুখে বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে হাসিল লওয়া যাইবেক না।

কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরসকলের জন্মিত কিম্বা জন্মান জিনিসের উপর যত হাসিল লাগিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলের জন্মিত কিম্বা জন্মান যে সকল জিনিস খুশ্‌কীপথে বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যে আসিবেক তাহার হাসিল যদি অন্য কোন পঞ্চোত্তরার কাছারীতে পূর্ব্বে না লাগিয়া থাকে তবে সে সকল জিনিসের উপর শতকরা ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরা লওয়া যাইবেক ও তথাহইতে যদি সে সকল জিনিস পশ্চাৎ জাহাজে রফ্তানী হয় তবে সে রফ্তানীমুখে তাহার হাসিল পুনর্ব্বার লওয়া যাইবেক না।

৬ ধারার ৬ প্রকরণের বিতঙ্গী জিনিস আমদানীর কি রফ্তানীর হাসিল শতকরা ৩৷৷০ টাকার হারে লাগিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যে জন্মে কিম্বা জন্মান যায় সে জিনিস যদি সেই চৌকীর সীমানার মধ্যহইতে তিন সুবার ভিতরে কিম্বা বাহিরে রফ্তানী হয় কিম্বা ঐ ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের বিতঙ্গী যে কোন জিনিস তিন সুবার মধ্যহইতে জাহাজে রফ্তানী হইবার নিমিত্তব্যতীত বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমার ভিতরে আমদানী হয় ও তাহার হাসিল যদি পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে না লাগিয়া থাকে তবে সে জিনিসের উপর শতকরা ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক। ও যদি সে জিনিস পশ্চাৎ জাহাজে রফ্তানী হয় তবে সে রফ্তানীমুখে তাহার হাসিল পুনরায় লওয়া যাইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

জাহাজী আমদানী জিনিসের হাসিল বন্দর কলিকাতাওগয়রহের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলে লাগিবার ও তাহা এদেশের মধ্যে যাইবার কালে হাসিল পুনরায় না লাগিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জাহাজী যে সকল জিনিস সুরে বাঙ্গালায় আমদানী হইবেক তাহার হাসিল বন্দর কলিকাতার কিম্বা চাটিগাঁর অথবা হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া গেলে পর যদি সে সকল জিনিস এদেশের মধ্যে কোনখানে রফ্তানী হয় তবে সে রফ্তানীমুখে তাহার পঞ্চোত্তরা পুনরায় লাগিবেক না। তাহাতে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে সকল জিনিস এ দেশের মধ্যে রফ্তানী হইবার কারণ তাহার হাসিলমাফী রওয়ানা দেন। এবং যাবৎ সে রওয়ানার লিখিত মিয়াদ গত না হয় তাবৎ সে সকল জিনিসের উপর এ আইনের নিরূপিত আর কিছু হাসিল লাগিবেক না।

জাহাজী আমদানী জিনিসের হাসিল কলি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জাহাজী যে জিনিস বাঙ্গালায় আমদানী হইবেক তাহার হাসিল যদি বন্দর কলিকাতার কিম্বা হুগলীর অথবা চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছা

রীতে

রীতে দেয় ও তাহা দিবার কালে সে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার পথ দিয়া ঐ সরকারের অধিকারের বাহিরে রফ্তানী করিবার অর্থে দরখাস্ত করে তবে সে রফ্তানীর কারণ এক রওয়ানা পাইবেক ও সে রওয়ানার মিয়াদ উত্তীর্ণ না হইবা পর্য্যন্ত সে জিনিস ঐ সরকারের অধিকার দেশের ভিতরে কি বাহিরে যাইতে তাহার উপর এ আইনের নির্ণীত আর কিছু হাসিল পুনরায় লাগিবেক না ইতি।

কাতাওগয়রহের পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে দিলে তাহা এ দেশের বাহিরে রফ্তানীর কারণ হাসিলমাফী রওয়ানা পাইবার কথা।

১১ ধারা।

কর্ত্তব্য নহে যে পঞ্চোত্তরার যে যে কাছারীতে হাসিল লাগে সেই২ কাছারীর মোতালক সীমানার বাহিরে কেহ কোন জিনিস যাবৎ তাহার পঞ্চোত্তরা না দেয় এবং রওয়ানা না পায় তাবৎ লয় ও লইতে উদ্যত হয়। ইহাতে যদি পঞ্চোত্তরা না দিয়া চলিয়া যাওয়া কিছু জিনিস কোন চৌকীর সীমানার পার হইলে পর কিম্বা পার হইবার সময়ে ধরা পড়ে তবে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

জিনিস চৌকীর পার করিবার পূর্ব্বে তাহার হাসিল দিতে ও রওয়ানা লইতে হইবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা নিজে খরচ করিবার কারণ সরকারী হাসিলের মোটের উপর শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে রসুমক্রমেও ধরিয়া লইবেন।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা রসুম পাইবার নির্ণয়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব যত রসুম লইবেন তাহা তাঁহার ডেপুটি অর্থাৎ ছোট সাহেবের সহিত নীচের লিখনানুসারে বিভাগ হইবেক এতাবতা দশ ভাগের নয় ভাগ কালেক্টরসাহেব ও বাকী ডেপুটি সাহেব পাইবেন।

রসুম বিভাগের মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব এ আইনের ৭ সপ্তম ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে জাহাজে রফ্তানী হইবার যে জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরা লাগিবার দায় মাফ আছে সে জিনিসের উপর আপনার ও আপন ডেপুটিসাহেবের নিজ খরচের কারণ নীচের লিখিত হিসাবে রওয়ানার তহরির লইবেন অর্থাৎ যদি সে জিনিসের মূল্য সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অথবা তাহার কম হয় তবে ॥০ আট আনা। আর যদি পাঁচ শতের ঊর্দ্ধ ও ১০০০ এক হাজার টাকার কম হয় তবে ১ এক টাকা। ও যদি এক হাজারের ঊর্দ্ধ ও ২০০০ দুই হাজার টাকার কম হয় তবে ১।০ পাঁচ সুকা। এতভিন্ন দুই হাজার টাকার ঊর্দ্ধ যত হয় তাহার উপর হাজারকে।০ চারি আনার হিসাবে ধরিতে হইবেক। এবং যে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে সে জিনিসের হাসিল আদৌ দাখিল হইয়া থাকে সেই কাছারীর রওয়ানার লিখিত মূল্যদৃষ্টে তহরির ধরা যাইবেক ও সে তহরির উপরের উক্ত রসুম বিভাগের অনুসারে কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার ডেপুটির সহিত বাটওয়ারা হইবেক।

কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব তহরির লইবার হুকুমের ও তাহা যে হিসাবে লইতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ

রওয়ানার তহরির লইবার হুকুমের ও তাহা বাটওয়ারা হইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব এ আইনের ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে জাহাজী আমদানী জিনিসের রওয়ানা দিবার কালে উপরের উক্ত হিসাবে আপনার ও আপন ডেপুটির নিজ খরচের অর্থে তহরির লইবেন ও সে তহরির উপরের উল্লিখিত রসুম বিভাগ হইবার মতে বাটওয়ারা হইবেক।

চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব রওনারার তহরির লইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—বন্দর চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব এ আইনের ৯ নবম ধারার অনুসারে হাসিলমাফী যে জিনিস জাহাজে রফ্তানী হয় সে জিনিসের উপর নিজে খরচ করিবার কারণ ১২ ধারার ৩ তীতৃয় প্রকরণের লিখিত হিসাবে রওয়ানার তহরির লইবেন। এবং তদনুসারে যে জিনিসের হাসিল ১০ দশম ধারাক্রমে মাফ আছে তাহা চাটিগাঁহইতে এদেশের মধ্যে রফ্তানী হইবার কালে তাহার রওয়ানার তহরির লইবেন।

হুগলীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব রওয়ানার তহরির লইবার মতের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—বন্দর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব এ আইনের ৮ অষ্টম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের অনুসারে যে জিনিসের হাসিল বন্দর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লাগিবার দায় মাফ আছে সে জিনিস সুবে বাঙ্গালার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে জাহাজে রফ্তানী হইবার সময়ে তাহার রওয়ানার তহরির ১২ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত হিসাবে নিজে খরচ করিবার কারণ লইবেন। এবং সেই ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে জাহাজে আমদানীহওয়া যে জিনিসের উপর ১০ দশম ধারার অনুক্রমে হাসিল মাফ আছে তাহা তথাহইতে এদেশের মধ্যে রফ্তানী হইবার কালে তাহার উপরেও সেই রফ্তানীমুখে রওয়ানার তহরির ঐ হিসাবে লইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

রওয়ানাদিগর দিবার ডৌলের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী নীচের লিখিত ডৌলে দেওয়া যাইবেক।

দরখাস্তের ডৌলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মালিক কিম্বা গোমাস্তা অথবা চড়ন্দার ইহার যে কেহ জিনিসের সঙ্গে থাকে তাহার বিনাদরখাস্তে দেওয়া যাইবেক না এবং সে দরখাস্তে মহাজনের নাম ও জিনিসের রকম ও যত জিনিস এবং বস্তার সংখ্যা ও রকম এবং জিনিসের মূল্য আর যথাহইতে আমদানী হয় এবং যথায় যায় এই সকল নিদর্শনে লিখিতে হইবেক।

জিনিস জব্দ হইবার কিম্বা দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লাগিবার গতিকের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ আপন দরখাস্তের লিখিত জিনিসঅপেক্ষা কিছু অধিক চালাইবার চেষ্টা পায় তবে তাহার সমস্ত জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং যদি দরখাস্তের লিখিত রকমহইতে সরসদরা জিনিস চালাইতে উদ্যত হয় তবে তাহার সমুদায় জিনিসের উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লাগিবেক।

৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কেহ রওয়ানার দরখাস্ত দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে করে তবে তাহার রওয়ানাতৈয়ার করিতে ও দিতে তাহার দিনের অধিক গৌণ করা কর্ত্তব্য হইবেক না।

রওয়ানার দরখাস্ত করিলে তাহা তাহার পর দিনে দেওয়া যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—রওয়ানায় পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের ও দারোগার ও মুশ্‌রিফের ও তহবীলদারের দস্তখৎ ও মোহর হইবেক এবং তহবীলদার হাসিল লইয়া রওয়ানা দিবেক।

রওয়ানায় দস্তখৎ ও মোহর করিবার ব্যক্তি নির্ণয়ের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—দারোগা ও মুশ্‌রিফ্ ও তহবীলদার আপনং হুদ্দার মোহর আপনং স্থানে রাখিবেক। ইহাতে যদি প্রমাণ হয় যে সে মোহর অন্যের স্থানে দিয়াছে তবে এমতাপরাধের প্রথম বারে ২০ কুড়ি টাকা দণ্ড দিবেক ও দ্বিতীয় বারে অপদস্থ হইবেক।

আমলারা আপনং হুদ্দার মোহর অন্যকে দিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—রওয়ানা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় নম্বর ও তারিখ ও মহাজনের নাম ও জিনিসের রকম ও যত জিনিস এবং বস্তার সংখ্যা ও রকম এবং জিনিসের মূল্য ও হাসিলের হার ও তাহার মোট এবং পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের রসুমের হার ও তাহার মোট এবং জিনিস যথাহইতে আইসে ও যথায় যায় এই সকল নিদর্শনে লিখিতে হইবেক।

রওয়ানার পাঠের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবেরা কিম্বা অন্য যাঁহারা ঐ সরকারী মহাজনী কর্ম্মে নিযুক্তথাকেন্ তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সরকারী মহাজনীর যে কোন জিনিস যে সময়ে যে কোন পঞ্চোত্তরার কাছারীর নিকট দিয়া চালাইতে হয় সে সময়ে তাহার রওয়ানা সেই কাছারীহইতে তলব করিয়া লন্ ও সেই মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবপ্রভৃতি আপনং হুদ্দাক্রমে দরখাস্ত করিলে তদনুসারে হাসিল ও রসুম ও তহরির না দিয়া সে সকল জিনিসের রওয়ানা পাইবেন।

কোম্পানির সরকারী জিনিস চালানের অর্থে রওয়ানা লইতে হইবার ও তাহাতে হাসিলদিগর না লাগিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীতেই তথাহইতে দেওয়া রওয়ানার ফিরিস্তি যে ডৌলে রাখিবার হুকুম বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা করেন্ সেই ডৌলে ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় রাখিতে হইবেক ইতি।

পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীতেই রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিতে হইবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে যে রওয়ানা জারী হইবেক তাহা সেই রওয়ানার লিখিত তারিখহইতে কেবল এক বৎসরের মিয়াদতক্ চলিবেক। ও সেই মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর তাহার লিখিত জিনিস পুনরায় এ আইনের নির্দ্দিষ্ট পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমানার মধ্যে আসিলে যেরূপে তাহার হাসিল কখন না দেওয়া গেলে লাগিত সেইরূপে তাহার উপর হাসিল লাগিবেক।

রওয়ানা কেবল এক বৎসর মিয়াদে চলিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীর রওয়ানা তিন সুবায় চলিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার যে কোন কাছারীহইতে রওয়ানা জারী হইবেক তাহা উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র চলিবেক ও সে রওয়ানার লিখিত জিনিসের উপর তাহা ঐ তিন সুবার মধ্যে চলিতে এ আইনের মতে আর কিছু হাসিল লাগিবেক না। এবং রওয়ানার সহিত জিনিস মিলাইবার আবশ্যক যতক্ষণ আমলা লোকের হয় তদপেক্ষা অধিক কাল কোন জিনিস আটক থাকিবেক না। ইহাতে এমত না চাহি যে কোন জিনিস রওয়ানার সহিত মিলাইতে এক দিনের অতিরিক্ত বিলম্ব হয়। ও যে জিনিস রওয়ানার সহিত মিলন হয় তাহার রওয়ানার পৃষ্ঠে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব লিখিবেন যে তহকীক করিয়া দেখা গেল। আর যদি সে সাহেবের ঠাহরে আইসে যে রওয়ানাঅপেক্ষা অধিক জিনিস কিম্বা তাহার লিখিত জিনিসছাড়া অন্য কোন জিনিস সে জিনিসের সহিত মিলাইয়াছে তবে সে জিনিস সমস্তই জব্দের যোগ্য হইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি সে সাহেবের বোধ হয় যে রওয়ানার লিখিত জিনিসঅপেক্ষা ভারী মূল্যের কোন জিনিস সেই রওয়ানার যোগে চালাইবার চেষ্টায় আছে তবে সে জিনিস আপন সাক্ষাৎ কাছারীর মধ্যে খোলাইয়া তহকীক করিবেন ও যদি তহকীকে এমত প্রতারণা সাব্যস্থ হয় তবে সে সকল জিনিসের প্রকৃত মূল্যের উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লইবেন।

রওয়ানার সহিত মিলাইবার অপেক্ষায় জিনিস এক দিনের অধিক আটক না থাকিবার কথা।

রওয়ানার লিখনহইতে অধিক জিনিস কিম্বা ভারী মূল্যের জিনিস চালাইতে চেষ্টা পাইলে যে দণ্ড লাগিবেক তাহার কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা পরষ্পর পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের দত্ত রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের যাহার যে কাছারীর মোতালক সীমানা হইয়া যত জিনিস অন্যং পঞ্চোত্তরার কাছারীর রওয়ানার অনুসারে চলে যে ডৌলে আপনং কাছারীহইতে দেওয়া রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবেন সে সকল রওয়ানার ফিরিস্তিও সেই ডৌলে রাখেন ইতি।

১৫ ধারা।

এক রওয়ানার বদলে দুই কিম্বা ততোধিক রওয়ানা পাইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মহাজন আপন জিনিস চালানের কারণ এক রওয়ানা লয় ও পশ্চাৎ সেই রওয়ানার লিখিত জিনিস কিছুং করিয়া স্থানেং চালাইবার অর্থে দুই কিম্বা ততোধিক রওয়ানা চাহে তবে সে জিনিস সেই রওয়ানার ভুক্ত এমত প্রমাণ জানাইলে ও সেই পূর্ব্ব রওয়ানা ফিরাইয়া দিলে তাহার ভাঙ্গানে যত রওয়ানা চাহে তাহাই পঞ্চোত্তরার যে কোন কাছারীহইতে বিনাহাসিলে পাইতে পারিবেক। কিন্তু যদি কোন মহাজন এক রওয়ানার মধ্যের কিছু জিনিস তাহার লিখিত ঠিকানায় পঁহুছাইয়া পরে বাকী জিনিস চালানের কারণ সে রওয়ানার ভাঙ্গানে নয়া রওয়ানা চাহে তবে এমত গতিকে তাহা পাইবেক না।

মহাজনেরা রওয়ানা বদলাইতে পারিবার সময়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—১৪ ধারার প্রথম প্রকরণে লেখা যায় যে রওয়ানা এক বৎসর মিয়াদতক চলিবেক কিন্তু যদি কোন মহাজন আপন জিনিস রওয়ানার লিখিত ঠিকানায় পঁহুছাইয়া পরে সেই মিয়াদী বৎসরগতে সে জিনিস ফের তথা

হইতে

হইতে স্থানান্তরে লইতে চাহে তবে পূর্ব্বের রওয়ানা ফিরিয়া দিলে ও সে জিনিস সেই পূর্ব্বের রওয়ানার ভুক্ত ইহা পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নিকটে তথ্য জানাইতে পারিলে যে কোন পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে তাহার বদলী রওয়ানা পাইতে পারিবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীতেই বদলী রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিতে হইবেক ও তাহাতে পূর্ব্বের রওয়ানার নম্বরের ও যে কাছারীহইতে সেই পূর্ব্বের রওয়ানা জারী হইয়া থাকে সে কাছারীর নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

বদলী রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবার মতের কথা।

১৬ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে ভারার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা পঞ্চোত্তরা সংজ্ঞক সরকারী হাসিল অনায়াসে তহসীল হইতে পারিবার কারণ যে বিশিষ্টো পায় ঠাহরেন্ তাহা গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা হইবার অর্থে লিখিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ ইতি।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা হাসিল তহসীলের সদুপায় লিখিবার কথা।

১৭ ধারা।

এ আইনের অনুসারে যে হাসিল লইতে হয় তাহা হাসিলী জিনিসের মূল্যের উপর লওয়া যাইবেক এবং তাহার মূল্য নিরিখ বহীতে লেখা থাকিবেক ও সে বহী ছোট বড় সকলের দৃষ্টির কারণ পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীতেই রাখা যাইবেক। তাহাতে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আদেশ আছে যে কখন তাহার কোন জিনিসের নিরিখী মূল্যের ফেরফার করা উচিত জানিলে তাহার সদ্যুক্তি যে হয় লিখিয়া গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা হইবার কারণ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইয়া দেন্। এবং এ আইনের অনুসারের হাসিলমাফী কোন জিনিসের উপরে যদি হাসিল নির্ণয় করা ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের কাহার পরামর্শ হয় তবে সে পরামর্শও লিখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সন্নিধানে চালান করেন্ ইতি।

হাসিলী জিনিসের দরের নিরিখ বান্ধিবার মতের কথা।

১৮ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কোন আমলার কর্ত্তব্য নহে যে এ আইনের কি অন্য কোন আইনের অনুসারের নির্ণীত ও মঞ্জুরী হাসিলছাড়া কোন প্রকারে কিছু হাসিল কিম্বা দস্তুরী কাহার স্থানে লয় ইতি।

নির্ণীত হাসিলছাড়া কিছু হাসিলদিগর না লইবার কথা।

১৯ ধারা।

যদি পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের স্থানে এমত প্রমাণ হয় যে তথা

আইনের অন্যথাচারি

কার

যে দণ্ড হইবেক ও তাহা যেমতে উসুল করা যাইবেক তাহার কথা।

কার কোন আমলায় ১৮ ধারার নিষেধের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে সে আমলাকে অপদস্থ করিবেন। এবং নিষেধের অন্যথায় যাহা লইয়া থাকে তাহাও ফিরাইয়া দেওয়াইবেন। অধিকন্তু সে আমলার যত দণ্ডকরা সে সাহেবের বিবেচনায় আইসে তাহা করিবেন কিন্তু সে দণ্ডের সংখ্যা সে আমলার ছয় মাসের মাহিয়ানার অতিরিক্ত না হয়। আর সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত গতিকে কখন কিছু দণ্ড কাহার উপর করিলে তৎকালে সেই দণ্ডের টাকার এবং যত টাকা ফিরাইয়া দেওয়াইতে হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া সেই পঞ্চোত্তরার কাছারীর ব্যাপক জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারী উকীলের দ্বারা পাঠাইয়া দেন্। সে জজসাহেব সেই লিখন পাইয়া সে টাকা আপন আদালতের ডিক্রীর টাকা আদায়ের মতে উসুল করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

জিনিস ক্রোকের সমাচার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

১প্রথম প্রকরণ।—যদি কখন কোন জিনিস জব্দের কারণ ক্রোক্ হয় তবে তৎকালে তথাকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সে বিষয়ের নিষ্পত্তির কারণ বেওরা লিখিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্।

এ আইনের অনুসারে জব্দী জিনিসের উপস্বত্ব বাটওয়ারা হইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে যে জিনিস জব্দ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় হইবেক ও তাহাতে যে উৎপন্ন হয় তাহা খরচাবাদে নীচের লিখিত নিয়মক্রমে বিভাগ করা যাইবেক। সে নিয়ম এই যে মোটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব পাইবেন। এবং দুই ভাগ সন্ধানী ও সরকারী যে আমলায় তাহা ক্রোক্ করিয়া থাকে সেই আমলা পাইবেক। বাকী দুই ভাগ সরকারে দাখিল হইবেক। আর যদি সে জিনিস বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার মোতালক কাছারীতে ক্রোক্ ও জব্দ হয় তবে কালেক্টরসাহেবের প্রাপ্তব্যাংশ তিন ভাগ হইয়া তাহার দুই ভাগ তথাকার কালেক্টরসাহেব ও এক ভাগ তাঁহার ডেপুটি সাহেব পাইবেন ইতি।

২১ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দী জিনিস ছাড়িতে ও দণ্ডকরা ক্ষমা দিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে যে জিনিস জব্দের যোগ্য হয় তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত জানিলে ছাড়িয়া দেন্। এবং এ আইনের অন্যথাচরণহেতুক কাহার উপর কিছু দণ্ড নির্ণয় হইলে তাহাও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য জানিলে করিতে পারেন্।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা দণ্ডকরা ক্ষমা দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে সাধ্য দেওয়া যাইতেছে যে যদি কাহার উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুমঅপেক্ষা অধিক দণ্ড করিতে হয় ও সে দণ্ড ক্ষমা দিয়া দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লওয়া উচিত জানেন্ তবে তাহাই লন্ ইতি।

২২ ধারা।

২২ ধারা।

রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৪ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের হুকুম এবং অন্য ২ হুকুম ইষ্টাম্প যুত কাগজের বিষয়ে এইক্ষণে সাব্যস্থ আছে ও পশ্চাৎ জারী হয় তাহা সেই রও য়ানার সম্পর্কে চলিবেক। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী মহাজনী জিনিসের রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক না ইতি।

ইষ্টাম্পযুত কাগজের রওয়ানা লেখা যাইবার কথা।

তাহার বিশেষ কথা।

২৩ ধারা।

কামানআদি অগ্নিযন্ত্র এবং অন্য২ যুদ্ধ সামগ্রী সরকারী ছাড়চিঠীব্যতীত এদে শীয় রাজা ও নওয়াব ও অন্য২ লোকের কারণ লইয়া যাইতে নিষেধ আছে অত এব পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে ও আমলাদিগেরে হুকুম আছে যে যদি কেহ এ নিষেধের অন্যথায় কামানআদি অগ্নিযন্ত্র এবং অন্য২ যুদ্ধ সামগ্রী লইয়া যায় তবে তাহা ক্রোক্ করেন্ ও সে সকল ক্রোকী জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও আমলারা যুদ্ধসামগ্রী ক্রোক্ করিবার ও তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২৪ ধারা।

এ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে নীচের বিতঙ্গী জিনিসের উপর এ আইনের নির্ণীত হাসিল লাগিবার দায় মাফ হইবেক।

হাসিলমাফী জিনিসের বিতং।

বিতং।

সকলপ্রকার খাদ্য	বাঁশ	কুম্ভকারের মজ্জ	ইঙ্গরেজের বিলা
শস্য	চাটাই	ঘোড়া	য়তের উৎপন্ন ও
লবণ	বিচালী ও উলুখড়	সোণা ও রূপা	জন্মান যে সকল
ঘৃত	গরাণের খুঁটি ও	হীরাওমুক্তাদিরত্ন	জিনিস বাঙ্গলায়
ফল ও তরকারী	কচা	কোম্পানির নীলামে	জাহাজে আমদা
জ্বালান কাষ্ঠ ...	খাপরেল	খরীদা আফীন	নী হয় ... ...
কয়লা			

২৫ ধারা।

জানিবেন যে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও অন্য২ আমলারা এ আই নের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া সরকারী হাসিলের বিষয়ী অন্য কোন আইনের মতের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করি লে তাহার জওয়াব দেওয়ানী আদালতসকলে দিবার দায়ে ঠেকিবেন। ইহাতে যদি পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য আমলাসকলের কাহার প্রাপ্ত

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও আমলারা দেওয়ানী আদালতসকলের ব্যাপ্য হইবার কথা।

উপক্রত লোকেরা উ

ভারক্রমে

পদ্রবের শাসনার্থে যে উপায় করিবেক তাহার কথা।

ভারক্রমে কৃত কিম্বা গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অথবা বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের স্বতন্ত্র হুকুমের অনুসারে করা কোন কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে তবে সে লোকের সাধ্য আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের কিম্বা ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের অথবা অন্য যে কোন আইন সেমত উপদ্রবের শাসনের সংক্রান্ত হয় তাহার অনুক্রমে নালিশ করে ইতি।

Vol. III. 474.

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১১ একাদশ ধারার ১।২।৩।৪। ৫।৬।৭ প্রকরণের অনুসারে নিমক ক্রোক্ করিবার শক্তি যে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা ও পঞ্চোত্তরার সাহেবেরা ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবেরা এবং পোলীসের আমলারা রাখিবেন তাহা স্থির করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের তারিখ ৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে সন্বৎ ১৮৫৮ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২৫ রবীয়ল্আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

দেশের মধ্যে নিমকের কারবারের আটক অসঙ্গতাবধানে না হইতে পারিবার নিমিত্তে উচিত বোধ হইল যে চৌকীয়াতের সীমানার পারে নিমক গেলে পর তাহা ক্রোক করিবার শক্তি ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১১একাদশ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ ।৭ প্রকরণের অনুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবদিগের ও পঞ্চোত্তরার সাহেবদিগের ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাসকলের প্রতি বিশেষ করিয়া অর্পণ হয় কেবল তাঁহারাই রাখিবেন অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

কেহ ইং ১৮০১ সালের ৬ আইনের ১১ধারার ১ প্রকরণহইতে ৭ প্রকরণপর্য্যন্তের অনুসারে নিমক ক্রোক্ করিবার শক্তি নিমকী এলাকার আমলার বিনাদরখাস্তে হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমব্যতীত না রাখিতে পারিবার কথা।

এ ধারার অনুসারে হুকুম হইতেছে যে নিমকী এলাকার আমলাসকলের বিনা দরখাস্তে নিমক ক্রোক্ করিবার শক্তি ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১১ একাদশ ধারার ১।২।৩।৪।৫।৬। ৭ প্রকরণের অনুসারে কেবল যে২ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা ও পঞ্চোত্তরার সাহেবেরা ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবেরা ও পোলীসের আমলারা মধ্যে২ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তদর্থে বিশেষ হুকুম পান্ সেং জন ব্যতিরেকে অন্য কেহ রাখিবেন না কিন্তু জানিবেন যে এ ধারার অনুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের অথবা পঞ্চোত্তরার সাহেবের কিম্বা মহাজনী কুঠীর সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই যে তাঁহারা বিনাহুকুমে কোন নিমক পো

স্তানী

খ্বানী কিম্বা বিক্রয় অথবা আমদানী কিম্বা রপ্তানী হইয়াছে এমত টাহরের দরখাস্ত নিমকী এলাকার আমলাসকলের কাহার স্থানে পাইলে পর তাহা উপরের উক্ত প্রকরণের অনুসারে ক্রোক্ না করেন্। ইহাতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিমকী এলাকার আমলাসকলের বিনাদরখাস্তে যে যে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবদিগের ও পঞ্চোত্তরার সাহেবদিগের ও মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাসকলের প্রতি নিমক ক্রোক্ করিবার শক্তি উপরের উক্ত প্রকরণসকলের অনুসারে অর্পণকরা উচিত জানেন্ তাহা লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠান্ ইতি।

VOL. III. 476. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

১৩ দফা।

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে কথা আছে তাহার বেওরা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	সাক্ষাতের কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	হিসাবের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	এজেণ্টসাহেবদিগের কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	অংশের কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়ের তলে।	আপীলের কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	বাকীর কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	জিনিসের কথা।
মালগুজারীর ও নিমকের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	ক্রোকের কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	আমীনের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	জামিনের কথা।
শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	বাকীর কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	বিলের কথা।

নিমকের

নিমকের ও শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	বোর্ডত্রেডের কথা
নিমকের বিষয়ের তলে।	নৌকার কথা।
নিমকের ও দুনী নৌকার বিষয়ের তলে।	সর্টিফিকটের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	ছাড়চিঠীর কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	চালানের কথা।
নিমকের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	চৌকীয়াতের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের ও নিমকের বিষয়ের তলে।	জব্দের কথা।
পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	কটের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	আদালতের কথা।
ঐ২ বিষয়ের তলে।	হাসিলের কাছারীর কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	নুক্সানের কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিমকের বিষয়ের তলে।	ডিক্রীর কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	বাকীদারদিগের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	দ্বিগুণ রসুমের কথা।
ঐ২ বিষয়ের এবং দুনী নৌকার বিষয়ের তলে।	দ্বিগুণ হাসিলের কথা।
ঐ২ বিষয়ের তলে।	হাসিল ফিরিয়া দিবার কথা
ঐ২ বিষয়ের এবং নিমকের ও দুনী নৌকার বিষয়ের তলে।	হাসিলের কথা।
কালেজের বিষয়ের তলে।	মহালার কথা।
পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	রফ্তানীর কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	রসুমের কথা।
মালগুজারীর ও নিমকের ও শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	দণ্ডের কথা।
শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	খাতার কথা।
ঐ বিষয়ের এবং পঞ্চোত্তরার হাসিলের ও নিমকের বিষয়ের তলে।	আমদানীর কথা।
খুনের বিষয়ের তলে।	কয়েদের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

নিমকের বিষয়ের তলে।	গোয়েন্দার কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	ভূম্যধিকারিগণের কথা।
শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	ফিরিস্তির কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	মাজিষ্ট্রেটের কথা।
খুনের বিষয়ের তলে।	জখমের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	চেষ্টার কথা।
খুনের বিষয়ের তলে।	বধের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	নেপালের কথা।
ঐ২ বিষয়ের তলে।	নওয়াব উজীরের অধিকারের কথা।
ঐ২ বিষয়ের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের ও নিমকের বিষয়ের তলে।	শপথের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	আমলার কথা।
শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	পুলিন্দার কথা।
ঐ বিষয়ের এবং পঞ্চোত্তরার হাসিলের ও মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	প্রতিফলের কথা।
ঐ ৩ বিষয়ের তলে।	পিয়াদাগণের কথা।
ঐ৩ বিষয়ের এবং নিমকের বিষয়ের তলে।	পরওয়ানার কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	দরখাস্তের কথা।
শহরের হাসিলের বিষয়ের তলে।	আড়কাটির কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	পোলীসের কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	রোয়দাদের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	হুকুমের কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	নিষেধের কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	শাস্তির কথা।
ঐ বিষয়ের এবং শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	নিরিখের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের ও নিমকের বিষয়ের তলে।	তদারকের কথা।
শহরের হাসিলের ও পঞ্চোত্তরার হাসিলের ও দুনী নৌকার বিষয়ের তলে।	রেজিষ্টরের কথা।

নিমকের

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

নিমকের বিষয়ের তলে।	ছাড়িয়া দিবার কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	রিপোর্টের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	নিবাসিগণের কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	ইনামের কথা।
পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়ের তলে।	রওয়ানার কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	নীলামের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	জামিনের কথা।
কালেজের বিষয়ের তলে।	শিক্ষাগুরুগণের কথা।
মিথ্যাশপথের বিষয়ের তলে।	কুমন্ত্রির কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	ফাজিলের কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	মৌকুফীর কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	তালুকদারদিগের কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	প্রজাগণের কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	খারিজের কথা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	তরজমার কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	তাঁতীর কথা।
ঐ বিষয়ের তলে।	কারখানার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদ ও বদল ও বাহুল্য ও মৌকুফ হইবার বিষয়।

রদাদি হইল			....	অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৩				১৮০১		
২৫	১০	০	দৃঢ় হইল।	১	৫	০
১	১০	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	৭	০
২৫	০	০	নব্য হুকুম হইল।	ঐ	১১	০
ঐ	০	০	স্পষ্ট হইল	ঐ	১২	০
ঐ	৩।৪।১৮।১৯	০	নব্য হুকুম হইল।	ঐ	১৩	২।৩।৪
ঐ	১৯।২০।২১	০	বদল হইল।	ঐ	ঐ	৫
ঐ	২৮	০	দৃঢ় হইল।	ঐ	১৬	০
৮	০	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	ঐ	০
৬	২	০	রদ হইল।	২	১	০
৯	৬৭	০				
৫	২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৪	০
৬	০	০	দৃঢ় হইল।	ঐ	৫	০
ঐ	৩	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৬	০
১৩	৫	০				
৫	১০	০	দৃঢ় হইল।	ঐ	৭	০
১৩	০	০				
৯	০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	১১।১২।১৩	০
১৩	১০	০	ঐ।	ঐ	১৪	০
৪৭	৬	০	রদ হইল।	ঐ	১৫	০
৬	৩০	০	ঐ।	ঐ	১৮	০
৪	১৪	০	বাহুল্য হইল।	৩	২	০
৩০	০	০	রদ হইল।	৬	২	০
৩	১১	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২২।২৩	০
২৯	১৯	০	দৃঢ় হইল।	৯	০	০
৩১	৯।১০।১২	০	ঐ।	ঐ	০	০
ঐ	৯	২	বাহুল্য হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	১২	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	০	০
২৯	২০	৪	ঐ।	ঐ	৪	০
৩১	২০	৪				
৯	১৭	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৫	০
৩	১১	০	ঐ।	১০	২৯	০
৪২	১১—২০	০	রদ হইল।	১১	২	০
৩	০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২৫	০
১৭৯৪						
৭	৭	০	রদ হইল।	২	১৫	০
১৭৯৫						
২৯	২	০	বহাল হইল।	৫	১	০

বাহুল্য

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদাদি হইল			....	অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৫				১৮০০		
২৯	২২	০	বাহুল্য হইল।	৫	৫	১
৪০	০	০	রদ হইল।	৬	২	০
৩৫	০	০	বাহুল্য হইল।	৯	৩	০
৭	৭	০	ঐ।	১০	২৯	০
৩৯	২২	২—শেষ	ঐ।	ঐ	ঐ	০
ঐ	০	০	ঐ।	১১	২৫	০
১৭৯৬						
৫	২	০	ঐ।	১	৬	০
৫	৩	০	স্পষ্ট হইল।	১	৭	০
৩	৩	০	কোন২ বিষয়ে মৌকুফ হইল।	ঐ	৯	০
১৩	৩	০	দৃঢ় হইল।	২	৮	০
৪	২	০	ঐ।	ঐ	১৫	০
১১	২	০	স্পষ্ট হইল।	৯	৪	০
১৭৯৭						
১২	০	০	বদল হইল।	২	৮	০
১৯	৩	০	রদ হইল।	ঐ	১৮	০
৪	০	০	বাহুল্য হইল।	৮	২	০
৬	২৪	১	ঐ।	১১	২২	০
১৭৯৮						
৫	০	০	বদল হইল।	২	৮	০
১৭৯৯						
৭	২৩	১ । ২	ঐ।	১	২	০
ঐ	ঐ	৭	দৃঢ় হইল।	ঐ	ঐ	০
ঐ	ঐ	৮	নব্য হুকুম হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	২৯	৪	দৃঢ় হইল।	ঐ	১০	০
১০	৩	০	বাহুল্য হইল।	২	১৭	০
৮	০	০	ঐ।	৮	২	০
৭	১৫	১—৬	শুদ্ধ হইল।	৯	০	০
ঐ	০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	১৫	০	কিছু রদ হইল।	ঐ	ঐ	০
১৮০০						০
৯	১৯	০	রদ হইল।	৪	০	০
১১	০	০	বাহুল্য হইল।	৫	৪	১
১৮০১						
৫	৬	২	নব্য হুকুম হইল।	১০	৩১	০
৬	৯	১—৭	বাহুল্য হইল।	১২	২	০

শহর

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

কোম্পানি

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

৩৯ আইনের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
৩১ আইনের ২০ ধারাহইতে শেষ ধারাপর্য্যন্তের লিখিত যে সকল হুকুম হাসিলের বিষয়ী নালিশের সম্পর্কে আছে তাহা সমস্তই এ আইনের অনুসারে খাটিবার কথা।	৫	১৫	০
কালেজের বিষয়।			
ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ১৯ ধারা রদ হইবার এবং কলমজীবি যে সাহেবেরা কালেজের এলাকাদার হইবেন তাহার কথা।	৪	২	০
পঠনিয়া যাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের পূর্ব্বে এদেশে পঁহুছিয়াছেন তাঁহারদিগের মহালা ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের দিসেম্বর মাসে হইবার ও তাঁহারদিগের মধ্যে ১৫ জন সর্টিফিকট পাইয়া কালেজছাড়া হইবার কথা।	ঐ	৩	০
যে পঠনিয়ারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালে আসিয়াছেন ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের দিসেম্বর মাসে তাঁহারদিগের মহালা হইয়া তন্মধ্যে ৩০ জনে সর্টিফিকট পাইবার কথা।	ঐ	৪	০
দুনী নৌকার বিষয়।			
সাবেক রসুম মৌকুফ হইয়া নয়া রসুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।	৭	২	০
জাহাজের বখ্শী দফ্তরের মারফতে রসুম লইবার ও মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট সর্টিফিকট দিবার কথা।	ঐ	৩	০
হাসিল না দিয়া দুনী চালাইলে দণ্ড হইবার এবং দিগুণ রসুম খরচ হইবার মতের কথা।	ঐ	৪	০
দুনীতে নম্বর দাগ হইবার কথা।	ঐ	৫	০
দুনীসকলের ফিরিস্তি রাখিবার কথা।	ঐ	৬	০
জাহাজের উপর ফিতন ৵০ এক আনা হাসিল খরচার কারণ লাগিবার কথা।	ঐ	৭	০
দুনী নৌকা এবং ইঙ্গরেজের বাদশাহী জাহাজছাড়া অন্য২ জাহাজের হাসিল লইবার এবং এ ধারার নির্ণীত হাসিল না দিলে ছাড়চিঠী দেওয়া না যাইবার কথা।	ঐ	৫	২
পঞ্চোত্তরার হাসিলের বিষয়।			
মোকাম মাজীর পঞ্চোত্তরার কাছারী এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইনের কএক ধারা মৌকুফ হইবার কথা। ..	১১	২	০

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

মূলের লিখিত পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল বসিবার কথা। ..	আইন	ধারা	প্রকরণ
আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের উপর পুনরায় হাসিল নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।	১১	৩	১
	ঐ	ঐ	২
পঞ্চোত্তরার হাসিল পরমিটের কালেক্টরসাহেবদিগের মারফতে উসূল হইবার এবং সে সাহেবেরা শপথ করিবার কথা।	ঐ	৪	১
কলিকাতায় যাঁহার মারফতে হাসিল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
পরমিটের কাছারীসকল যতক্ষণ খোলা থাকিবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা চৌকীয়াৎ বসাইবার কথা।	ঐ	৫	৫
কেবল শহর আজীমাবাদের হাসিলের বিষয়।			
কোন২ জিনিসছাড়া অন্য সকল জিনিসের হাসিলে নিরিখের কথা।	ঐ	৬	১
সুবে বারাণসের পথ দিয়া কিম্বা ঐ সুবাহইতে যে সকল জিনিস সুবে বেহারে আমদানী হয় তাহার হাসিলের কথা। ...	ঐ	ঐ	২
সুবে বারাণসের পথ দিয়া কিম্বা ঐ সুবাহইতে যে সকল জিনিস সুবে বেহারে আমদানী হয় তাহার মধ্যে কোন২ জিনিস ছাড়া অন্য সকল জিনিসের হাসিলের কথা।	ঐ	ঐ	৩
সুবে বারাণসের পথছাড়া অন্য পথ দিয়া নওয়াব উজীরের অধিকার দেশের যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার হাসিলের কথা।	ঐ	ঐ	৪
নেপালের রাজার অধিকারহইতে যে সকল জিনিস সুবে বেহারে আমদানী হয় তাহার হাসিলের কথা।	ঐ	ঐ	৫
আজীমাবাদের পঞ্চোত্তরার মোতালক চৌকীয়াতের সরহদ্দ হইতে যে সকল জিনিস আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	ঐ	৬
কেবল শহর কলিকাতার হাসিলের বিষয়।			
কলিকাতার পঞ্চোত্তরার মোতালক চৌকীয়াতের সরহদ্দ			

হইতে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হইতে যে সকল জিনিস আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার কোনং জিনিসের হাসিলের নিরিখের কথা।	১১	৭	১
জাহাজী আমদানী যে সকল জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে পঁহুছিয়া তথাহইতে কলিকাতায় আইসে তাহার হাসিল লাগিবার কথা।	ঐ	ঐ	২
কেবল শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও বন্দর হুগলীর হাসিলের বিষয়।			
উপরের উক্ত শহরসকলের ও বন্দরের পঞ্চোত্তরার মোতালক চৌকীয়াতের সরহদ্দের আমদানী ও রপ্তানী কোনং জিনিসের হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	৮	১
জাহাজী আমদানী যে সকল জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলে পঁহুছে ও তথাহইতে ঐ কোম্পানির সরকারের অধিকারে যায় তাহার হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	ঐ	২
ঐ কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে যে সকল জিনিস জাহাজে বোঝাই হইয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় তাহার হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	৮	৩
জাহাজী আমদানী জিনিসের হাসিলের নিরিখের কথা। ...	ঐ	৯	১
জাহাজে রপ্তানীর কারণ যে জিনিস আমদানী হয় তাহার বিষয়ী হুকুমের কথা।	ঐ	ঐ	২
ঐ কোম্পানির ভিন্নাধিকার দেশের জাত জিনিসের হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	ঐ	
কেবল বন্দর চাটীগাঁর হাসিলের বিষয়।			
চাটীগাঁর পঞ্চোত্তরার মোতালক চৌকীয়াতের সরহদ্দের আমদানী কোনং জিনিসের হাসিল লাগিবার কথা।	ঐ	ঐ	৪
জাহাজী আমদানী যে সকল জিনিস এ দেশের মধ্যে রপ্তানী হয় তাহার বিষয়ী হুকুমের কথা।	ঐ	১০	১
জাহাজী আমদানী যে জিনিস সকল কোম্পানির অধিকারের বাহিরে যায় তাহার বিষয়ী হুকুমের কথা।	ঐ	ঐ	২
হাসিল লইবার ও তাহা ছাড়িয়া দিবার মতের কথা। ...	ঐ	১১	০

কলিকাতার

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

কলিকাতার হাসিলের কালেক্টরসাহেব রসুম লইবার কথা।	আইন	ধারা	প্রকরণ
রসুম ভাগের মতের কথা।	১১ ঐ	১২ ঐ	১ ২
হাসিলের কালেক্টরসাহেব রসুম লইবার ও তাহা ভাগ করিবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	৩
রওয়ানার রসুমের ও তাহা বিভাগের কথা।	ঐ	ঐ	৪
চাটিগাঁর হাসিলের কালেক্টরসাহেব রসুম লইবার কথা।	ঐ	ঐ	৫
হুগলীর হাসিলের কালেক্টরসাহেব রসুম পাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
রওয়ানার দরখাস্ত করিবার ও তাহা চলন করিবার দাঁড়ার কথা।	ঐ	১৩	০
রওয়ানা জারী হইবার মিয়াদের ও তাহা জারী হইবার সরহদ্দের কথা।	ঐ	১৪	১
জিনিস তালাশীর কারণ যত দিন চৌকীতে থাকিবেক এবং তদর্থে যে কোন সময়ে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা। ...	ঐ	ঐ	২
রওয়ানার ফিরিস্তির দাঁড়ার কথা।	ঐ	ঐ	৩
এক খান রওয়ানার লিখিত জিনিস অনেক খানায় করিবার মতের কথা।	ঐ	১৫	১
রওয়ানা বদলিবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	২
বদলান রওয়ানার ফিরিস্তির দাঁড়ার কথা।	ঐ	ঐ	৩
ঐ কালেক্টরসাহেব ভালমতে কার্য্য চলিবার পরামর্শ দিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৬	০
জিনিসের মূল্য ঠাহরিবার মতের কথা।	ঐ	১৭	০
আইনের নির্ণীত হাসিলছাড়া কিছু হাসিল লওয়া না যাইবার কথা।	ঐ	১৮	০
উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিলে প্রতিফল হইবার কথা।	ঐ	১৯	০
যে সকল জিনিস ক্রোক রাখা যায় তাহার বিষয়ী হুকুমের কথা।	ঐ	২০	১
জিনিস নীলামী টাকা খরচ হইবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	২

বোর্ড

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

খিল

	আইন	ধারা	প্রকরণ
খিল করে নাই এমত নিশ্চয় বোধ গবর্নর্ জেনরলের হইলে তাহার সমুদায় ভূমি নীলাম হইবার কথা।	১	৫	০
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে ভূমির জমা সালিয়ানা পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহার জমা সময়বিশেষে ততোধিক হইলেও সে ভূমি সমুদায় বিক্রয় করিয়া ফাজিল টাকা সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারিকে দিতে পারিবার কথা।	ঐ	৬	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার লিখিত মর্ম্ম এই যে পরগনা কিম্বা তরফ লাটবন্দীক্রমে ভাগ করা যায় বরং সেই লাট বহাল থাকে এই কথা।	ঐ	৭	০
ভূমি নীলাম কিম্বা খারিজ করিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার হুকুম সাবধানে মানিতে হইবার কথা।	ঐ	৮	০
কালেক্টরসাহেবেরা নীলাম হইবার ভূমির আবশ্যক হকীকৎ পাঠাইতে এমত ত্বরা করিবেন যে সে ভূমি প্রথম মাসে কিম্বা দ্বিতীয় মাসে নীলাম হইতে পারে।	ঐ	৯	০
কালেক্টরসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া ভূম্যধিকারিকে কিম্বা তৎপক্ষের অন্য লোককে রুজু করাইতে পারিবার কথা।	ঐ	১০	০
সাধারণ ভূমির অংশ গবর্নর্ জেনরলের বিনাহুকুমে বিক্রয় না হইবার কথা।	ঐ	১১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম সাধারণ অধিকারের বিষয়ে খাটিবার কথা।	ঐ	১২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখিত হুকুমছাড়া নব্য হুকুম সাধারণ ভূমির অংশের বিষয়ে খাটিবার কথা।	ঐ	১৩	ইং১ লাং৮
খারিজ হইবার দরখাস্ত সম্বৎসরের মধ্যে দাখিল না করিলে তাহার পর খারিজ হইতে না পারিবার কথা।	ঐ	১৪	০
এ আইনের লিখিত যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের তথা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের সহিত ঐক্য রাখে সে হুকুম সুবে বারাণসেও চলিবার কথা।	ঐ	১৫	০

মিথ্যা শপথের বিষয়।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মাজিস্ট্রেট্সাহেব মিথ্যা শপথের নালিশ লইবার ও তাহার বিচার করিবার দাঁড়ার কথা।	৩	২	০

নিমকের

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

নিমকের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
মূলের লিখিত হুকুমের বদলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।	৬	২	০
অজ্ঞাত দেশহইতে নিমক আসিতে নিষেধের এবং তাহা আমদানী হইলে জব্দ হইবার কথা।	ঐ	৩	০
মস্কাটের নিমক আমদানীর সম্পর্কীয় সাবেক হুকুম বহাল রাখিবার এবং বারাণসে সম্বর নিমক আমদানীর সংক্রান্ত নব্য হুকুম নির্ণয়ের কথা।	ঐ	৪	১
মস্কাটের নিমক আমদানীর মতের কথা।	ঐ	ঐ	২
ঐ নিমক এক২ জাহাজে কত আমদানী হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
মস্কাটের নিমক পাঁচ শত মোনের অধিক এক জাহাজে আনিলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও তাহাতে কত ইনাম পাইবেক এবং সে ইনাম যেমতে ভাগ হইবেক এবং সরকারী আমলায় অন্যের দ্বারা বার্ত্তা লাভব্যতীত নিজে নিমক ক্রোক করিলে কত ইনাম ও কিরূপে পাইবেক এই সকল কথা। ...	ঐ	ঐ	৪
মস্কাটের নিমক নির্দ্ধারিত মূল্যে সরকারে দাখিল হইবেক এবং পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবকে মস্কাটের আমদানী নিমকের পরিমাণ জানাইতে হইবেক এবং তাহার মূল্য যে সময়ে দিতে হইবেক এবং কোন২ হাসিল মৌকুফ হইবেক এই সকল কথা।	ঐ	ঐ	৫
বারাণসে যে কএকপ্রকার নিমক আমদানী হইতে পারিবেক ও তাহার যত হাসিল লাগিবেক এবং যে কালে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক এই সকল কথা।	ঐ	ঐ	৬
ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২৫ আপ্রিলের প্রকাশিত ইশ্তিহার নামা এ আইনে ভুক্ত হইবার কথা।	ঐ	৫	১
যে নিমক সরকারের বিনাহুকুমে কোন জাহাজে আইসে তাহা সে জাহাজসমেত জব্দের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
সরকারের নিমিত্তব্যতীত নিমক বানাইতে নিষেধের ও তাহাতে প্রতিফলের কথা।	ঐ	৬	০
সকর যে ভূমির অধিকারিরা আপন অধিকারের সরবরাহ নিজে করে তাহারা সরকারের সংক্রান্তব্যতীত নিমকের খালাড়ী			

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
৩১ আগস্তের পর রাখিলে দণ্ড হইবার এবং সে দণ্ড যত হই বেক ও তাহা যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা। ...	৬	৭	১
সদর ইজারদার ও খাসের যে আমলারা সরকারের বিনাহুকুমে আপন এলাকার ভূমিতে খালাড়ী করে তাহারদিগের দণ্ড হইবার এবং সে দণ্ড যত হইবেক ও তাহা যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার আর ভূম্যধিকারিবিশেষের দণ্ড না করা যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
নিষ্কর ভূমির ভোগবানের যে দণ্ড হইবেক ও তাহা যেমতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে ভূম্যধিকারির দণ্ড হইবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	৪
এ ধারাক্রমে যে দণ্ড মিলে তাহার বিভাগ হইবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	৫
দণ্ডের ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে জজসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের এবং গবর্নর জেনরল সে দণ্ড সমুদায় কিম্বা তাহার কিছু মাফ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
মূলের লিখিত সুবেজাতে বিনারওয়ানায় কিম্বা বিনাছাড়চিঠীতে যে নিমক চালায় তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা। ...	ঐ	৮	১
রওয়ানার পাঠের ও ছাড়চিঠীর পাঠের কথা।	ঐ	ঐ	২
নিমক চৌকীতে পঁহুছিলে তথাকার দারোগার যে বিধান কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
রওয়ানার লিখিত পরিমাণের অধিক নিমক লইবার চেষ্টা পাইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	৯	১
রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী দেখাইতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ নিমক জব্দের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
বেহুকুমী নিমক নৌকাদিগের যাহাতে বোঝাই হয় তাহা জব্দ হইবার এবং তাহার মূল্যের টাকা ভাগ করিবার মতের কথা।	ঐ	১০	৩
মূলের লিখিত মাজিষ্ট্রেটসাহেবপ্রভৃতিকে বেহুকুমী নিমকের সিরিস্তা নিবারণার্থে চৌকীয়াতের এতমামদারী ভার দিবার ও তাহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	ঐ	১১	১

পোলীসের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
পোলীসের আমলারা মূলের লিখিত সাহেবদিগের দরখাস্ত মতে সহায়তা করিবার কথা।	৬	১১	২
পোলীসের আমলারা বেহুকুমী নিমক চালানের বার্ত্তা দিবার ও তাঁহারা কেবল সেই বার্ত্তা দিতে পারিবার এবং তাঁহারা এ ধারার হুকুমের অন্যথা করিলে প্রতিফল পাইবার কথা। ...	ঐ	ঐ	৩
নিমক ক্রোক করণার্থে পোলীসের আমলারা যত ইনাম পাই বেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা সময়বিশেষে নিমক ক্রোক করিতে পারি বার কথা।	ঐ	ঐ	৫
মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা নিমক ক্রোকের সমাচার বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে লিখিবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের যে ভার হইল তাহা কালেক্টরপ্রভৃতি মূলের লিখিত সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার ও তাঁহারদিগের আমলারা তাঁহারদিগের বিনাহুকুমে নিমক ক্রোক না করিবার কথা।	ঐ	ঐ	৭
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা গবরনর জেনরলের হুকুম লইয়া নিমকের চৌকীয়াৎ তেজারতী কুঠীর সাহেবদিগকে ও কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার এবং তাহাতে সে সাহেবেরা যত ইনাম পাইবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৮
যাহারা নিমক চৌকীয়াতের এতমামের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা নীচের লিখিত শপথ করিবার কথা।	ঐ	ঐ	৯
ক্রোকহওয়া নিমক যাহার নিকটে দাখিল হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	১০
নিমকের মোতালক কোন২ আমলায় জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অগোচরে নিমক ক্রোক করিতে পারিবার এবং তাহার সহায়তা ঐ সাহেবেরা করিবার কথা।	ঐ	১২	০
নিমকের মোতালক সরকারী ছোট২ আমলায় যত ইনাম পাইবেক এবং সে ইনাম ভাগ হইবার কথা।		১৩	০
নিমকের মোতালক সরকারী ছোট২ আমলার যত্নে নিমক ক্রোক হইলে যত ইনাম পাইবেক তাহার কথা। ...	ঐ	১৪	০

নিমক

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
নিমক পোখ্তানীর মোক্তারকারেরা ও এতমামদারেরা যত ইনাম পাইবেন তাহার কথা।	৬	১৫	০
ছোটং আমলারা নিমক ক্রোকের হকীকৎ আপনং মনিবকে অব্যাজে লিখিবার এবং তাহা না লিখিলে কিম্বা লিখিতে বিলম্ব করিলে প্রতিফল পাইবার কথা।	ঐ	১৬	০
ছোটং আমলাসকলকে ক্রোকহওয়া নিমক ঐ সাহেবদিগের বিনাহুকুমে ছাড়িতে নিষেধের এবং ঐ সাহেবেরা তাহা ছাড়িতে পারিবার কিন্তু তাহার সমাচার বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগকে লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	১৭	০
যে সময়ে মাজিস্ট্রেটপ্রভৃতি সাহেবেরা ক্রোকহওয়া নিমক ছাড়িতে পারেন তাহার কথা।	ঐ	১৮	০
গোয়েন্দারা যত ইনাম পাইবেক ও তাহার নির্ণয় যেমতে হইবেক সে কথা।	ঐ	১৯	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে নিমক জব্দ হইবার ও তাহাতে ইনাম দিবার কথা।	ঐ	২০	০
নিমক ক্রোকী বার্ত্তা পাইলে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যেমতাচরণ করিবেন এবং জব্দের অনুপযুক্ত নিমক জব্দ করিলে সাহেবদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার ভার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি স্বতন্ত্র থাকিবেক এই সকল কথা।	ঐ	২১	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ক্রোকহওয়া নিমককে জব্দের অনুপযুক্ত জানিলে কর্ত্তব্যাচরণের এবং ঐ সাহেবদিগের হুকুমে কেহ নারাজ হইলে সে নালিশ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	২২	০
বিদেশীয় নিমক জব্দ হইলে তাহাতে যত ইনাম পাইবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।	ঐ	২৩	০
রওয়ানায় কিম্বা ছাড়চিঠীতে কৃত্রিম করিলে যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা।	ঐ	২৪	০
যে নৌকায় কোম্পানির গোলাহইতে নিমক বোঝাই হয় তাহার ফিরিস্তি এবং অসচরাচর চলনপথে নিমক চালাইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	২৫	০
জব্দী নিমকের মালিকদিগের যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা	ঐ	২৬	০

চৌকীয়াতের

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
চৌকীয়াতের দারোগারা যত টাকার দায়ধরা করিয়া জামিন দিবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।	৬	২৭	০
দারোগারা কর্ম্মে তাচ্ছল্য করিলে ও বিনাহুকুমে চৌকী ছাড়া হইলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	২৮	০
মূলের লিখিত লোকেরা বিনাহুকুমে নিমকের দাদনী দিলে কিম্বা নিমক খরীদ করিলে প্রতিফল পাইবার কথা।	ঐ	২৯	০
নিমকের মোতালক আমলা ও চাকরেরা কয়েদের যোগ্য হইবার এবং সে কয়েদের মিয়াদ নির্ণয়ের এবং দণ্ড হইবার ও সেই দণ্ডের অর্দ্ধেক গোয়েন্দায় পাইবার কথা।	ঐ	৩০	০
দারোগাপ্রভৃতিকে নিমকের মোতালক লোকদিগের স্থানে তলবানাদিগর লইতে নিষেধের এবং এ হুকুমের অন্যথা করিলে প্রতিফল পাইবার কথা।	ঐ	৩১	১
মূলের লিখিত দণ্ডের টাকা খরচ হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
২৮ ধারার অনুসারে দারোগার অপরাধ সাব্যস্থ হইলে মুহুরিরের দণ্ডও হইবার এবং সে দণ্ড যত হইবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।	ঐ	ঐ	৩
এ আইনের লিখিত দণ্ডের দাবী যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৩২	০
কেহ আপনাকে উপক্রত জানিলে যে বিধান করিবেক তাহার কথা।	ঐ	৩৩	০
নিমক পোক্তানীর এলাকার বাকীদারদিগের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ধারার প্রকরণসকলের নির্দ্দিষ্ট সংক্ষেপ বিচারের হুকুম নিমক পোক্তানীর কালে না খাটিবার কিন্তু তাহারদিগের নামে তৎকালে নালিশ হইতে পারিবার কথা।	৯	২	০
মূলের লিখিত প্রকরণসকলের হুকুম তেজারতী কুঠীর এলাকার নায়েবদিগের উপর বহাল থাকিবার কথা।	ঐ	৩	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের যে ২ দ্বিতীয় ধারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুম হেলনের নিদর্শনে আছে তাহা স্পষ্ট করিবার ও তাহাতে জামিন দিতে পারিবার সময়ের কথা। ...	ঐ	৪	০
মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা যে কালে নিজামৎ আদালতের সাহেব			

দিগের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
দিগের বিনাহুকুমে মূলের লিখিত অপরাধিগণের শাস্তি দিতে পারেন এবং যে কালে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের দেওয়া কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া পরে নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে সাধ্য রাখেন তাহার কথা। ...	৯	৫	০
বিনাদরখাস্তে নিমক ক্রোক করিতে পারিবার ভার যে সাহেবেরা পাইবেন তাহার ও তাঁহারা নিযুক্ত হইবার মতের কথা।	১২	২	০
সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়।			
মূলের লিখিত আইনসকলের কএক ধারা রদ হইবার কথা।	২	২	০
প্রধান জজ কৌন্সেলী সাহেবদিগের এক জন হইবার এবং অন্য দুই জন জজসাহেব কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকরদিগের মধ্যহইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।	ঐ	৩	০
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধারিত শপথ করিবার কথা।	ঐ	৪	০
ঐ সাহেবেরা কর্ম্ম জারী করিতে পারিবার মতের কথা। ..	ঐ	৫	০
সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকিবার এবং দুই জন জজসাহেবব্যতীত ডিক্রীর কোন হুকুম চূড়ান্ত না হইবার এবং তাঁহারদিগের বিবেচনার অনৈক্য হইলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	ঐ	৬	০
ত্রুটি হইলে আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে যবস্থে রাখিবার নিদর্শনী সাবেক আইনসকলের প্রসঙ্গের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে হকীকৎ হুজুর কৌন্সেলে জানাইবার সময়ের কথা।	ঐ	৭	০
সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার নিদর্শনী হুকুম রদ ও বদল হইবার এবং দরখাস্ত অশুদ্ধ হইলে তৎকালে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	ঐ	৮	০
এ আইনের ৮ ধারার লিখিত আপীল করিতে পারিবার নিদর্শনী হুকুম রদ ও বদলের মর্ম্ম অন্য সমস্ত আদালতে খাটিবার কথা।	ঐ	৯	০
নিজামৎ আদালতের প্রধান জজ কৌন্সেলী সাহেবদিগের এক জন হইবার এবং অন্য দুই জন জজসাহেব কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকরদিগের মধ্যহইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা। ..	ঐ	১০	০

নিজামৎ

	আইন	ধারা	প্রকরণ
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধারিত শপথ করিবার কথা।	২	১১	০
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কর্ম্ম জারী করিতে পারিবার মতের কথা।	ঐ	১২	০
নিজামৎ আদালতের কাছারী খোলা থাকিবার এবং এ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম তাহাতে খাটিবার কথা। ..	ঐ	১৩	০
৭ধারার লিখিত জজপ্রভৃতিকে যবস্থবে রাখিতে পারিবার নিদর্শনী ভার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।	ঐ	১৪	০
গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে কোন্ বিষয় তহকীক করিবেন তাহার কথা।	ঐ	১৫	০
মূলের লিখিত সময়ব্যতীত ইঙ্গরেজী ভাষার রোয়দাদ ও তাহার নকল না রাখিবার কথা।	ঐ	১৬	০
তরজমার সিরিস্তা মৌকুফ করিবার ও আবশ্যক বুঝিয়া তাহা করিবার মতের কথা।	ঐ	১৭	০
মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা এবং জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার এবং অনাবশ্যকে তাহার তরজমা না করিবার কথা।	ঐ	১৮	০
সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে কাগজের তরজমা তলব হয় তাহা কোর্টআপীলের সাহেবেরা জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের স্থানে তলব না করিবার এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার মতের কথা।	ঐ	১৯	০
শহরসকলের ও বন্দরসকলের হাসিলের বিষয়।			
হাসিলের কাছারীসকল শহর আজীমাবাদে ও জাঁহাগীরনগরে ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে বসিবার কথা	১০	২	০
যাঁহার মারফতে হাসিল লওয়া যাইবেক এবং যে পাঠে তাঁহার শপথ হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৩	০
হাসিলের কাছারী খোলা থাকিবার সময় নির্দ্দিষ্টের কথা।	ঐ	৪	০

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা যত রসুম পাইবেন তাহার কথা।	১০	৫	০
কোন্ জিনিসের হাসিল কত লওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৬	০
কোন২ দ্রব্যছাড়া মূলের লিখিত সকল জিনিসের হাসিলের নিরিখের কথা।	ঐ	৭	০
কলিকাতার সাহেবেরা হাসিলের নিরিখ রদ ও বদল করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৮	০
নওয়াব উজীরের অধিকার দেশের আমদানী জিনিসের হাসিলের নিরিখের এবং কৌল করারের পাঠের কথা।	ঐ	৯	০
হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা হাসিল লইতে পারিবার কথা।	ঐ	১০	০
হাসিল ফিরিয়া দিবার সময়ের এবং জামিন লইবার গতিকের কথা।	ঐ	১১	০
যে ঘাটে কিম্বা যে মোকামে জিনিস আমদানী হইবেক তাহার কথা।	ঐ	১২	০
গ্রাফছাড়া সমস্ত জিনিস কোন শহরে পঁহুছিলে তৎকালে যে কাছারীতে দাখিল হইবেক ও তাহার চালান হাসিলের কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	১৩	০
যে সময়ে দ্বিগুণ হাসিল ও দ্বিগুণ রসুম লাগিবেক তাহার কথা।	ঐ	১৪	০
যে সময়ে জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক তাহার কথা। ...	ঐ	১৫	০
গ্রাফ জিনিসের হাসিল নির্ণয়ের মতের কথা।	ঐ	১৬	০
গ্রাফ জিনিস ওজন করিবার ও তাহা ছাড়িয়া দিবার এবং তাহার রওয়ানা লিখিবার মতের ও তাহার পাঠের কথা। ..	ঐ	১৭	০
হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা ফিরিস্তি রাখিবার মতের কথা।	ঐ	১৮	০
হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা হিসাবের ফর্দ্দ দিবার কথা।	ঐ	১৯	০
হাসিল না দিলে হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।	ঐ	২০	২

বিক্রীহওয়া

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.